ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

২০০১ - ২০০২

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০১-২০০২

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এম. সাইফুর রহমান

মন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাধারণ জনগণের পুঁজি সংগ্রহ করে তা' উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি, ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন সহজীকরণ এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ও বিকাশ ঘটানো মূলত এ সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই বিবেচনায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ক্রমপুঞ্জিভূত কু-ঋণের প্রভাবে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের নাজুক অবস্থা এবং বিগত সরকারের মূলধন বাজার সম্পর্কে সম্যক ধ্যান-ধারণার অভাবে এবং অপরিণামদর্শী নীতির কারণে ১৯৯৭ সালে মূলধন বাজারে ধস নামে। ফলে মূলধন বাজার সম্পর্কে জনগণের যে আস্থা বিনষ্ট হয়েছে, তা' আর ফিরে আসেনি এবং আমাদের আর্থিক কর্মকাণ্ড আজও এগুলোর প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। এ সকল সমস্যা নতুন সরকারের সামনে এক বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

অর্থনীতির ক্রমবিশ্বায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের গত কয়েক বছরের অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি সম্প্রতি স্তিমিত হয়ে পড়ায় এবং জাপানের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সমস্যার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশ্ব অর্থনীতির বিরাজমান এ অবস্থায় ২০০১ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এর প্রভাব বাংলাদেশেও অনুভূত হয়। তাই বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই ব্যাংকিং খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিভিন্নমুখী সংস্কার কর্মসূচীর উপর গুরুত্বারোপ করে। ঋণ-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রায়ত্ব এবং বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কেন্দ্রিয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধান নিবিড় করা হয়েছে। আর্থিক খাতে অনুসৃত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংকসমূহের নিজস্ব এখতিয়ার বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাংক পর্ষদকে আরো সুসংহত করে তাঁদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচীর পাশাপাশি খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করায় দেশে ঋণ-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২০০১ এ ঋণ পরিস্থিতির শতকরা ৩১.৫ ভাগে নেমে এসেছে। ডিসেম্বর'২০০০ সালে এ হার ছিল ৩৪.৯ ভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসহ সকল তফসিলী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা নিশ্চিত এবং সেবার মান উন্নত করতে সরকার ইতোমধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক ও কার্যকর কর্মসূচী সরকারের সক্রীয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আর্থিক খাতে অনুসৃত 'বেস্ট প্র্যাকটিস' এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে বলে সরকার মনে করে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং ব্যাংকিং খাতে সুদের হার অধিকতর যুক্তিসংগত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ব্যাংক রেট ৭ শতাংশ থেকে নামিয়ে ৬ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করেছে। রপ্তানী বাণিজ্যের মন্দা কাটিয়ে অর্থনীতিকে সতেজ করার লক্ষ্যে রপ্তানী ঋণের সুবিধাজনক সুদের হারের পরিসীমা তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য ও কৃষি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে শতকরা ৮-১০ ভাগ থেকে কমিয়ে ৭ ভাগে নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঝারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং এ সব উদ্যোগকে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান সরকার কর্তৃক গত অক্টোবর'২০০১ মাসে দায়িত্ব গ্রহণের সময় বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ সাম্প্রতিক কালের সর্বনিম্ন ১০৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। সরকারের কতিপয় সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে সে সময়ের বিরাজমান সংকট মোকাবেলা করে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়। সর্বশেষ ৩০শে এপ্রিল'২০০২ তারিখে এ মজুদ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যের মন্দা পুরোপুরি না কাটলেও বর্তমান সরকারের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরীত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ পথে প্রেরণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহকে রেমিটেন্স প্রেরণ দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি বিদেশে এ সকল ব্যাংকের কয়েকটি নতুন এক্সচেঞ্জ হাউজ / বুথ স্থাপন করা হয়েছে। অবৈধ পন্থায় অর্থ প্রেরণ প্রতিরোধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন'২০০২ পাশ করা হয়েছে। এ সব পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বর্তমান অর্থ বছরে জুলাই '২০০১ - মার্চ '২০০২ সময়ে ওয়েজ আর্নার্স রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৮১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, যা গত অর্থ বছরের একই সময়ে প্রেরিত ১৩৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ বেশী।

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভবিষ্যৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কম্পিউটারায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হবে।

আমি আশা করি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, ব্যাংক পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং আর্থিক খাতে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন এবং বর্তমান আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও সর্বোপরি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। আমার বিশ্বাস সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় দেশে একটি গণমুখী, কল্যাণকর আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

সাইফুর রহমান

(এম, সাইফুর রহমান)
মন্ত্রী
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭/৫/2002

সূচীপত্র

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা — পৃষ্ঠা

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী — i

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক — ১

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ঃ

- সোনালী ব্যাংক — ১৫
- জনতা ব্যাংক — ২১
- অগ্রণী ব্যাংক — ২৬
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড — ৩১
- ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড — ৩৫

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক ঃ

- পূবালী ব্যাংক লিমিটেড — ৪১
- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড — ৪৫
- ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড — ৪৯
- দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড — ৫৩
- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড — ৫৮
- আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড — ৬২
- ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ৬৬
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড — ৭০
- আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড — ৭৫
- ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড — ৭৯
- ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ৮৩
- প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড — ৮৭
- সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড — ৯১
- ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড — ৯৫
- আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড — ৯৯
- সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড — ১০৩
- ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড — ১০৭
- মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড — ১১১
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড — ১১৫
- ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড — ১১৯
- এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড — ১২৩
- বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ১২৭
- মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড — ১৩১
- ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড — ১৩৫
- দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড — ১৩৯
- ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড — ১৪৩
- দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড — ১৪৭
- শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড — ১৫১
- যমুনা ব্যাংক লিমিটেড — ১৫৫
- ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড — ১৫৯

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

- আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড — ১৬৩
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক — ১৬৭

- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড ১৭১
- হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৭৫
- স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ১৭৮
- ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক) ১৮২
- ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৮৬
- মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৯০
- সিটি ব্যাংক এনএ ১৯৪
- হানভিট ব্যাংক ১৯৭
- দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ২০১
- শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ইসি (ইসলামিক ব্যাংকার্স) ২০৫

বিশেষায়িত ব্যাংক

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২০৯
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২১৪
- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ২২০
- বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ২২৫

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

- আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ২৩০
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ২৩৪
- গ্রামীণ ব্যাংক ২৩৬
- কর্মসংস্থান ব্যাংক ২৩৯
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ২৪৩
- বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ২৫৩
- সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৫৬
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ ২৬০
- জি এস পি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ২৬৪
- বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড ২৬৭
- ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড ২৭১
- দি ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৭৪
- ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ২৭৭
- বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৮০
- প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৮৩
- ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড ২৮৭
- ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ২৯০
- ওমান-বাংলাদেশ লীজিং এন্ড ফিন্যান্স লিমিটেড ২৯৪
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ ২৯৭
- উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ৩০০
- ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ৩০৩
- ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড ৩০৬
- পিপলস লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ৩০৯
- ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ৩১১
- ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ৩১৩
- মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড ৩১৫
- ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ৩১৯
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ৩২২
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ৩২৫
- চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ৩২৮

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুশৃংখল আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। এ কারণে বর্তমান সরকার দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুস্থ বিকাশের লক্ষ্যে নানাবিধ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ চিত্র এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে আশা রাখি।

২। অর্থ বছর ২০০১-২০০২ এর জানুয়ারি ২০০২ শেষে বাংলাদেশে তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১টি। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৫টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩০টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১২টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৩০টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৪টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে এবং একটি বেসরকারি ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি তাঁদের দুটি শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, বিদেশী ব্যাংকগুলোর মধ্যেও একটি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। জানুয়ারী ২০০২ শেষে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলী ব্যাংকসমূহের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৪২টি, যার মধ্যে শহরাঞ্চলে রয়েছে ২৫১১টি (মোট ব্যাংক শাখার ৪০.২%) এবং অবশিষ্ট ৩৭৩১টি (মোট ব্যাংক শাখার ৫৯.৮%) মফস্বলে অবস্থিত। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৬০৮টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১৩৩৮টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৩১টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১২৬৫টি। উল্লিখিত তফসিলী ব্যাংক ছাড়াও দেশে ১টি সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে।

৩। আর্থিক খাতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও এই খাতের ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহতভাবে লোকসানী কিছু শাখা বন্ধ/ব্যাংকের অন্য শাখার সঙ্গে একীভূত করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অব্যাহতভাবে লোকসানী শাখাসমূহ বন্ধ/অন্য শাখার সঙ্গে একীভূতকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও আমানতকারীদের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপসমূহ দেশের আর্থিক খাতের সার্বিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

৪। ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন ইত্যাদি খাতে অর্থায়নে নিয়োজিত রয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২৭টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি সম্পূর্ণ দেশীয় মালিকানাধীন, ১টি সরকারী মালিকানাধীন এবং ১২টি স্থানীয় ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে (১টি বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী সংস্থা, ২টি বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী সরকার এবং ৯টি বেসরকারি পর্যায়ের দেশী ও বিদেশী উদ্যোগে) প্রতিষ্ঠিত। লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৯২.২ কোটি টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত দেশে কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৫৬.৪ কোটি টাকায়। ঋণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও আদায় জোরদার করার জন্য ডিসেম্বর ২০০০ থেকে তফসিলী ব্যাংকগুলোর মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও লীজের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং এর নিয়ম বর্তমানেও বলবৎ রয়েছে। নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে ব্যাংক কোম্পানীসমূহের পরিচালক বা পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ঋণ/অগ্রীম/লীজ ইত্যাদি সুবিধার প্রয়োজনীয় বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়। এ সকল পদক্ষেপ নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে এদের কাংখিত ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

৫। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত) ব্যাংকসমূহের মোট আমানত* ৩৬০৬.৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫২৫৯.৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়কালে ব্যাংকসমূহের মোট ঋণের স্থিতি ৪৮০৯.৫ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৩৯২.৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়কালে বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের নগদ জমা ১৪১৭.৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতিও ছিল বেশ সন্তোষজনক।

৬। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জন্য সরকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ৩৩২৬.৬ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩২৬৫.৯ কোটি টাকা। সাময়িক তথ্যানুযায়ী আলোচ্য অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত (আট মাসে) মোট ১৮১৫.১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ এবং ১৮৮৫.৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৬১.৯ কোটি টাকা এবং ১৭৭৮.৮ কোটি টাকা। আলোচ্য সময়কালে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় কৃষি ঋণ বিতরণ শতকরা ৩.০ ভাগ এবং আদায় শতকরা ৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশে শিল্পায়ন অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সময়কালে (ছয় মাসে) দেশের শিল্প খাতে ব্যাংকসমূহের টার্ম লোন বিতরণ ও আদায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। আলোচ্য সময়কালে শিল্প খাতে বিতরণকৃত টার্ম লোনের পরিমাণ ১৯৯৬.১ কোটি টাকা বা শতকরা ৭০.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮৩৭.১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে এ খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১১৭৩.৮ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৮.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১ সময়কালে শিল্প খাতে টার্ম লোন আদায়ের পরিমাণ ১৯৫৩.৮ কোটি টাকা বা শতকরা ৭২.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে ১১৩২.১ কোটি টাকা বা শতকরা ৫৪.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে শিল্প খাতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩৬.৯ ভাগ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে ছিল মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩৮.৯ ভাগ। আলোচ্য অর্থ বছরের ৪ নভেম্বর ২০০১ তারিখ হতে দেশে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলে শিল্প স্থাপনে ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা দেশে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে ব্যাপক সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

* সরকারী আমানতসহ কিন্তু আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে।

৮। গ্রামীণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভি ডি পি উন্নয়ন ব্যাংক এবং এনজিওসমূহ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় বর্ধক ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। এ সকল সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ (Micro-credit) বিতরন ও আদায়ের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত) গ্রামীণ ব্যাংক ৮৬৩.৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। বেশ কিছু ব্যাংকও প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি নিজেদের তত্ত্বাবধানে অথবা নির্বাচিত এনজিওদের সহায়তায় এসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বিকেবি, রাকাব, বিআরডিবি ও বিএসবিএল কর্তৃক ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে (ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৯.১ কোটি টাকায়। এসব কর্মসূচী মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট বিধায় তা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৯। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার ও আধুনিকীকরণে প্রবর্তিত CAMEL RATING পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা সংকুল ব্যাংকগুলোকে আগাম সতর্ককরণ ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। তাছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত 'প্রবলেম ব্যাংক মনিটরিং বিভাগ' সমস্যায় পড়া ব্যাংকের কার্যক্রমকে সতর্ক পর্যবেক্ষনে রাখে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ নেয়। 'বৃহদাংক ঋণ সমীক্ষা কোষ' বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বৃহদাংকের ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে পরামর্শ দেয়। 'ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)'ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে ঋণ খেলাপী / খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করে আসছে। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে খেলাপী ঋণের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ডিসেম্বর ২০০১ শেষে দেশের তফসিলী ব্যাংকসমূহের খেলাপী ঋণের পরিমাণ মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩১.৫ ভাগে দাঁড়ায়। ডিসেম্বর ২০০০ শেষে দেশের তফসিলী ব্যাংকসমূহের খেলাপী ঋণ ছিল মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩৪.৯ ভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'ব্যাংক সুপারভিশন কমিটি' ব্যাংক তদারকী ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কম্পিউটারাইজেশন এর লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

১০। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাংখিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের মার্চ ২০০২ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দার কারণে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে অধোগতি সূচিত হয়। দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের এ অবনতিশীল অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গত ২৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখে তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে সুদের হারের পরিসীমা (৮%-১০%) সংশোধনপূর্বক বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগে নির্ধারণ করে। ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের সুদের হার কমানো এবং ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গত ২৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখ হতে ব্যাংক রেট বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ হতে কমিয়ে বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগে নির্ধারণ করে। দেশের তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে Foreign Currency Clearing Account এর তহবিলকে Cash Reserve Requirement বাবদ রক্ষিত স্থিতি হিসাবে গণ্য হবে না মর্মে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করে আসছে। এছাড়া, রেমিটেন্সের টাকা দ্রুত বেনিফিসিয়ারীর হিসাবে পরিশোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রম জোরদারকরণসহ এ ব্যাপারে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে দেশের অর্থনীতিতে অনেকটা ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যা ২৯ অক্টোবর ২০০১ তারিখে ১০৫.৭ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৩০ এপ্রিল ২০০২ তারিখে ১৪৭.৮ কোটি ডলারে দাঁড়ায়।

১১। দেশী বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের আর্থিক খাত এখন বেশ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ব্যাংকসমূহের অর্থব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হচ্ছে। আন্তঃ ব্যাংক মুদ্রাবাজারের ব্যাপক কর্মকাণ্ডে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এ অবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ব্যাংকসমূহের নির্ভরশীলতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ব্যাংকসমূহের অনুকরণে দেশীয় ব্যাংকসমূহ তাদের সেবার মান ও অর্থব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি যথা অন-লাইন ব্যাংকিং, ATM, Money Gram, Credit Card ইত্যাদি চালু করছে যা সার্বিকভাবে দেশের ব্যাংকিং ব্যবসার উন্নতির সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তি যথা ইন্টারনেট, সুইফট (SWIFT) ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাত বর্তমানে বিশ্ব অর্থ বাজারের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

১২। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন করে একটি বলিষ্ঠ ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার অংগীকারাবদ্ধ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার করার লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষ করে ঋণ গ্রহীতাদের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে যে মন্দাভাবের সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে তা থেকে উত্তরণের আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান সংস্কার কার্যক্রম আরো জোরদার ও সুসংহত করা গেলে তা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ খাতের ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চিত করবে।

(জাকির আহমেদ খান) ০৭/৫/০২

সচিব

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে অর্থ-ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং

বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন

সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য যথা ঃ (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (২) টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ, (৩) মূল্যস্তর যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নরসহ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০০-২০০১ সালের স্থিতিপত্র সংযোজনী-১-এ দেখানো হলো।

মুদ্রা যোগান (Money Supply)

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০০১- ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত) সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money, M1) ১৬৪৯০ মিলিয়ন টাকা (৭.৩৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ২৩৯৯৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৭৫৪৫ মিলিয়ন টাকা (৮.৮২%)। আলোচ্য অর্থ বছরের এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money, M2) ৬২৩১৩ মিলিয়ন টাকা (৭.১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩৪০৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৭১৬৬১ মিলিয়ন টাকা (৯.৫৯%)। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৩৩৫৬৩ মিলিয়ন টাকা (১৭.৭৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ২২২৮৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯৫৪০ মিলিয়ন টাকা (৫.৫৯%)। আলোচ্য অর্থ বছরে অর্থের গুণক (Money Multiplier) জুন ২০০১ শেষের ৪.৬১

সারণি-১

মুদ্রা যোগান

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তলবি আমানত	সংকীর্ণ মুদ্রা এম১	পরিবর্তন	মেয়াদি আমানত	ব্যাপক মুদ্রা এম২	পরিবর্তন
২০০০							
মার্চ	১০৮৯৬১	৮৯৩৭৪	১৯৮৩৩৫	+১৩৪৬১	৫১৬৪৪১	৭১৪৭৭৬	+২৪৯৩৫
জুন	১০১৭৬০	৯৭০৫৩	১৯৮৮১৩	+৪৭৮	৫৪৮৮১১	৭৪৭৬২৪	+৩২৮৪৮
সেপ্টেম্বর	১০৫৯০২	৯৩৭৮৯	১৯৯৬৯১	+৮৭৮	৫৭৫২৯৪	৭৭৪৯৮৫	+২৭৩৬১
ডিসেম্বর	১১৬৮৭৭	১০২০৭৩	২১৮৯৫০	+১৯২৫৯	৬০৩৮৮৪	৮২২৮৩৪	+৪৭৮৪৯
২০০১							
মার্চ	১২০২১২	৯৮০৮৭	২১৮২৯৯	-৬৫১	৬০৬৪১৭	৮২৪৭১৬	+১৮৮২
জুন	১১৪৭৮৩	১০৮৬৯০	২২৩৪৭৩	+৫১৭৪	৬৪৮২৬৮	৮৭১৭৪১	+৪৭০২৫
সেপ্টেম্বর	১২১৪৩৫	১০১২৩৯	২২২৬৭৪	-৭৯৯	৬৬১৪৭১	৮৮৪১৪৫	+১২৪০৪
ডিসেম্বর	১২৭৮৭২	১১৪৫৭২	২৪২৪৪৪	+১৯৭৭০	৭০১১৯৬	৯৪৩৬৪০	+৫৯৪৯৫
২০০২							
ফেব্রুয়ারি	১৩৫৮৭৪	১০৪০৮৯	২৩৯৯৬৩	-২৪৮১	৬৯৪০৯১	৯৩৪০৫৪	-৯৫৮৬

নোট ঃ তলবি ও মেয়াদি আমানতে ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারি আমানত এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত নয়। তলবি আমানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত অন্তর্ভুক্ত। উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২

ব্যাপক মুদ্রা (এম২) ও-এর বিভিন্ন অংশের শতকরা হার

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাপক মুদ্রা এম২	ব্যাপক মুদ্রার শতকরা অংশ হিসাবে		
		জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত
২০০০				
মার্চ	৭১৪৭৭৬	১৫.২৪	১২.৫০	৭২.২৫
জুন	৭৪৭৬২৪	১৩.৬১	১২.৯৮	৭৩.৪১
সেপ্টেম্বর	৭৭৪৯৮৫	১৩.৬৭	১২.১০	৭৪.২৩
ডিসেম্বর	৮২২৮৩৪	১৪.২০	১২.৪১	৭৩.৩৯
২০০১				
মার্চ	৮২৪৭১৬	১৪.৫৮	১১.৮৯	৭৩.৫৩
জুন	৮৭১৭৪১	১৩.১৭	১২.৪৭	৭৪.৩৬
সেপ্টেম্বর	৮৮৪১৪৫	১৩.৭৩	১১.৪৫	৭৪.৮২
ডিসেম্বর	৯৪৩৬৪০	১৩.৫৫	১২.১৪	৭৪.৩১
২০০২				
ফেব্রুয়ারি	৯৩৪০৫৪	১৪.৫৪	১১.১৪	৭৪.৩১

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

হতে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০২ শেষে ৪.১৯-এ দাঁড়ায়। মুদ্রা/আমানত অনুপাত জুন ২০০১ শেষের ০.১৫২ হতে কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০২ শেষে ০.১৭০-এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৯৮ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১০৯-এ দাঁড়ায়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা ২১০৯১ মিলিয়ন টাকা (১৮.৩৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫৮৭৪ মিলিয়ন টাকায়, মেয়াদি আমানত ৪৫৮২৩ মিলিয়ন টাকা (৭.০৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৪০৯১ মিলিয়ন টাকায় এবং তলবি আমানত ৪৬০১ মিলিয়ন টাকা (৪.২৩%) হ্রাস পেয়ে ১০৪০৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা ১৫২৯৫ মিলিয়ন টাকা (১৫.০৩%), মেয়াদি আমানত ৫৪১১৬ মিলিয়ন টাকা (৯.৮৬%) এবং তলবি আমানত ২২৫০ মিলিয়ন টাকা (২.৩২%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ, তলবি আমানতের পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ এবং মেয়াদি আমানতের পরিমাণ শতকরা ৭৪ ভাগ-এ দাঁড়ায়, যা ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৪ ভাগ, শতকরা ১২ ভাগ, এবং শতকরা ৭৪ ভাগ। ১ নম্বর এবং ২ নম্বর সারণিতে অর্থ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) পরিবর্তনের কারণ

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) বৃদ্ধির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারি ও বেসরকারি খাতে যথাক্রমে ১৯৮০২ মিলিয়ন টাকা ও ৫০১৭৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বৃদ্ধি এবং

সারণি-৩

ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম$_২$) ও তার কারণসূচক উপাদানসমূহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ফেব্রুয়ারি ২০০২	জুন ২০০১	পরিবর্তন	
			জুলাই ২০০১-ফেব্রুয়ারি ২০০২	জুলাই ২০০০-ফেব্রুয়ারি ২০০১
ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম$_২$) (ক+খ+গ) বা (১+২)	৯৩৪০৫৪	৮৭১৭৪১	৬২৩১৩	৭১৬৬১
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৩৫৮৭৪	১১৪৭৮৩	২১০৯১	১৫২৯৫
খ) তলবি আমানত	১০৪০৮৯	১০৮৬৯০	-৪৬০১	২২৫০
গ) মেয়াদি আমানত	৬৯৪০৯১	৬৪৮২৬৮	৪৫৮২৩	৫৪১১৬
ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ :				
১) ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদ	৭৮১৭৭	৭৪৮৫৩	৩৩২৪	১৭৬৯
২) ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৮৫৫৮৭৭	৭৯৬৮৮৮	৫৮৯৮৯	৬৯৮৯২
অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii+ii)	৯০৯৭৫৪	৮৪১০৭৭	৬৮৬৭৭	৬৭১৩৫
i) সরকারি খাত (নীট)	১৯৬৫৭৫	১৭৬৭৭৩	১৯৮০২	১৮৭৮৯
ii) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৭২২৯৩	৭৩৫৯৫	-১৩০২	২৫৭৩
iii) বেসরকারি খাত	৬৪০৮৮৬	৫৯০৭০৯	৫০১৭৭	৪৫৭৭৩
অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-৫৩৮৭৭	-৪৪১৮৯	-৯৬৮৮	২৭৫৭

বৈদেশিক সম্পদ খাতে (নীট) ৩৩২৪ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত মুদ্রা যোগানে সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ১৩০২ মিলিয়ন টাকা ঋণ হ্রাস ও অন্যান্য পরিসম্পদ খাতে ৯৬৮৮ মিলিয়ন টাকা ঘাটতি উক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাবকে অনেকাংশে রোধ করে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) পরিবর্তনের কারণসমূহের বিশ্লেষণ সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণ

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণ ও তফসিলী ব্যাংকসমূহের কাছে পাওনা যথাক্রমে ১৮১১৬ মিলিয়ন টাকা ও ৯১৪৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি, বৈদেশিক সম্পদ খাতে (নীট) ৬২৫৭ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত এবং অন্যান্য পরিসম্পদ খাতে ৩৯২ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত রিজার্ভ মুদ্রায় সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে প্রদত্ত ঋণ ৩৪৭ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পাওয়ায় উক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব কিছুটা হ্রাস পায়। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসমূহের বিশ্লেষণ সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক আমানত

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ৩৬০৬৭ মিলিয়ন টাকা (৪.৪২%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ৮৫২৫৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ৫৯১১১ মিলিয়ন টাকা (৮.৪১%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে মেয়াদি আমানত ৪৫৮২৩ মিলিয়ন টাকা (৭.০৭%) বৃদ্ধি এবং সরকারি আমানত ৫০১৪ মিলিয়ন টাকা (৮.৪৯%)

সারণি-৪

রিজার্ভ মুদ্রা ও তার কারণসূচক উপাদানসমূহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ফেব্রুয়ারি ২০০২	জুন ২০০১	পরিবর্তন জুলাই ২০০১-ফেব্রুয়ারি ২০০২	পরিবর্তন জুলাই ২০০০-ফেব্রুয়ারি ২০০১
রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ) বা (১+২)	২২২৮৩৭	১৮৯২৭৪	৩৩৫৬৩	৯৫৪০
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা	১৪৭৩৯৯	১২৮৩২৮	১৯০৭১	১৫৮৫২
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের রিজার্ভ	৭৫৪৩৮	৬০৯৪৬	৪৫৮২৩	৫৪১১৬
রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ :				
১) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৫৭৬৯৭	৫১৪৪০	৬২৫৭	১৮০৯
২) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৬৫১৪০	১৩৭৮৩৪	২৭৩০৭	৭৭৩১
অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii+ii)	১৮৪৭২৪	১৫৭৮১০	২৬৯১৪	২৪৫
i) সরকারি খাতে প্রদত্ত (নীট)	১১৯১৮৯	১০১০৭৩	১৮১১৬	-১২৯৫
ii) রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে প্রদত্ত ঋণ	১২৭০৪	১৩০৫১	-৩৪৭	-২৬৩
iii) তফসিলী ব্যাংকসমূহের কাছে পাওনা	৫২৮৩১	৪৩৬৮৬	৯১৪৫	১৮০৩
অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-১৯৫৮৪	-১৯৯৭৬	৩৯২	৭৪৮৬

সারণি-৫

ব্যাংক আমানত

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	মোট আমানত	মোট আমানতের পরিবর্তন	মোট আমানতের শতকরা অংশ হিসাবে** তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত
২০০০					
মার্চ	৬৫৭৭৪৭	+৮৭৯০	১৩.৫৯	৭৮.৫২	৭.৭০
জুন	৭০২৭৮৭	+৪৫০৪০	১৩.৮১	৭৮.০৯	৭.৯৯
সেপ্টেম্বর	৭২৫৯০৯	+২৩১২২	১২.৯২	৭৯.২৫	৭.৭২
ডিসেম্বর	৭৬৬৩৭৪	+৪০৪৬৫	১৩.৩২	৭৮.৮০	৭.৮০
২০০১					
মার্চ	৭৬১৬১৭	-৪৭৫৭	১২.৮৮	৭৯.৬২	৭.৪২
জুন	৮১৬৫৩১	+৫৪৯১৪	১৩.৩১	৭৯.৩৯	৭.২৪
সেপ্টেম্বর	৮২০৩৯২	+৩৮৬১	১২.৩৪	৮০.৬৩	৬.৯৮
ডিসেম্বর	৮৭০৯৩৪	+৫০৫৪২	১৩.১৬	৮০.৫১	৬.২৯
২০০২					
ফেব্রুয়ারি	৮৫২৫৯৮	-১৮৩৩৬	১২.২১	৮১.৪১	৬.৩৪

* নিয়ন্ত্রিত আমানত *(Restricted Deposit)* সহ এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে। ** তলবি, মেয়াদি ও সরকারি আমানতে নিয়ন্ত্রিত আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়। উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-৬

ব্যাংক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	ব্যাংক ঋণ*			মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	
২০০০				
মার্চ	৪৬৯৬২	৪৭৬৮৫৫	৫২৩৮১৭	+৯২৩৫
জুন	৪৬৯১৬	৪৯৯৫৪৫	৫৪৬৪৬১	+২২৬৪৪
সেপ্টেম্বর	৪৮২০৪	৫০৮৮০৫	৫৫৭০০৯	+১০৫৪৮
ডিসেম্বর	৫১৩৩৯	৫৩৬৫৯৮	৫৮৭৯৩৭	+৩০৯২৮
২০০১				
মার্চ	৫২৬৭৫	৫৫৩১২২	৬০৫৭৯৭	+১৭৮৬০
জুন	৬০৯৩১	৫৮৪৬০০	৬৪৫৫৩১	+৩৯৭৩৪
সেপ্টেম্বর	৬০৯২২	৫৯৮০২৮	৬৫৮৯৫০	+২৬৪৬৩
ডিসেম্বর	৬০৩১৪	৬২৫০৯৯	৬৮৫৪১৩	+২৬৪৬৩
২০০১				
ফেব্রুয়ারি	৫৮৪২৬	৬৩৫৫০০	৬৯৩৯২৬	+৮৫১৩

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে। উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-৭

পল্লী ও শহর এলাকায় ব্যাংক আমানত ও আগামের শতকরা হার

জুন (জুন শেষের অবস্থা)	আমানতের শতকরা হার		আগামের শতকরা হার	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১৯৯২	২১.৫২	৭৮.৪৮	১৫.৯৫	৮০.০৫
১৯৯৩	২১.৭৬	৭৮.২৪	১৯.০৩	৮০.৯৭
১৯৯৪	২২.১১	৭৭.৮৯	১৯.৮৬	৮০.১৪
১৯৯৫	২১.৯৭	৭৮.০৩	১৯.৭১	৮০.২৯
১৯৯৬	২২.৭০	৭৭.৩০	১৯.৭০	৮০.৩০
১৯৯৭	২২.৬৮	৭৭.৩২	১৮.৬৪	৮১.৩৬
১৯৯৮	২২.৮৮	৭৭.১২	১৬.৯৩	৮৩.০৭
১৯৯৯	২২.৭৮	৭৭.২২	১৭.৩২	৮২.৬৮
২০০০	২২.৬২	৭৭.৩৮	১৬.৮৭	৮৩.১৩
২০০১	১৯.৬২	৮০.৩৮	১৪.১৩	৮৫.৩৮

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ও তলবি আমানত ৪৬০১ মিলিয়ন টাকা (৪.২৩%) হ্রাস পায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মেয়াদি আমানত ৫৪১১৬ মিলিয়ন টাকা (৯.৮৬%), সরকারি আমানত ২৯২০ মিলিয়ন টাকা (৫.২০%) এবং তলবি আমানত ২২৫০ মিলিয়ন টাকা (২.৩২%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৫-এ ব্যাংক আমানতের পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

ব্যাংক ঋণ

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ৪৮৩৯৫ মিলিয়ন টাকা (৭.৫০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ৬৯৩৯২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৪৯১৬৭ মিলিয়ন টাকা (৯.০০%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৫৬২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ৫০৯০০ মিলিয়ন টাকা (৮.৭১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৫৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরকারি খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ২৫০৫ মিলিয়ন টাকা (৪.১১%) হ্রাস পেয়ে ৫৮৪২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ৪৫৬৬৯ মিলিয়ন টাকা (৯.১৪%) এবং সরকারি খাতে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায় ৩৪৯৮ মিলিয়ন টাকা (৭.৪৬%) । সারণি-৬-এ খাতওয়ারী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগাম

শহর ও পল্লী এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। আলোচ্য অর্থ বছরে পল্লী এলাকায় আমানত সংগ্রহের পরিমাণ এবং আগামের প্রবাহ উভয়ই গত বছরের তুলনায় হ্রাস পায়। ১৯৯২ সালের জুন শেষে মোট আমানতে পল্লী আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২১.৫২ ভাগ, যা বিভিন্ন সময়ে উঠা-নামা করে ২০০১ সালের জুন শেষে শতকরা ১৯.৬২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়ে মোট আগামে পল্লীর অংশ শতকরা ১৫.৯৫ ভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে উঠা-নামার মাধ্যমে শতকরা ১৪.১৩ ভাগে এসে দাড়িয়েছে। সারণি-৭-এ সন্নিবেশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, পল্লী এলাকায় সংগৃহীত আমানতের চেয়ে সেখানে প্রদত্ত আগামের হার বরাবরই উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এতে পল্লী এলাকায় সংগৃহীত আমানত শহর এলাকায় স্থানান্তরের প্রতিফলন দেখা যায়। উল্লেখ্য, বেশ কিছু সংখ্যক উপজেলা সদরকে পৌরসভায় উন্নীত করার ফলে অধিকতর এলাকা শহরাঞ্চলের আওতায় আসায় বিগত কয়েক বছরে পল্লী আমানত ও আগাম উভয়ের হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায়।

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

১ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখ থেকে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার (Cash Reserve Requirement-CRR) তাদের মোট দায় (তলবি ও মেয়াদি আমানত)-এর শতকরা ৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৪ ভাগে নির্ধারিত হয়েছিল, যা আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত তফসিলী ব্যাংকগুলোর তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (Statutory Liquidity Requirement-SLR) তাদের মোট দায় (তলবি ও মেয়াদি আমানত)-এর ২০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ, শাহজালাল ব্যাংক লিঃ এবং শামিল ব্যাংক বাহরাইন ইসি কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায়ের ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাঙ্ক্ষিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ২০০১-২০০২ অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকে। এছাড়াও আলোচ্য বছরে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ

১) ঋণ শ্রেনীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা মোতাবেক চলমান এবং তলবি বকেয়া ঋণ আদায়ের বিষয়টি বিবেচনায় এনে উক্ত ঋণ পরিশোধে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'নিম্নমান' এবং 'সন্দেহজনক' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করার জন্য পূর্বের তুলনায় ৩ মাস সময় বর্ধিত করা হয়েছে।

২) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান সংজ্ঞায় ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ সংশোধনের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন এনে চলমান, তলবি, মেয়াদি (৫ বছর পর্যন্ত) ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ/কিস্তি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধিত না হলে নির্ধারিত দিনের পরদিন থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। সকল ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ছয় মাস পর সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা "খেলাপী ঋণ গ্রহীতা" হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদের হার কমানোর লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখ হতে ব্যাংক রেট বার্ষিক ৭% হতে কমিয়ে ৬%-এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪) ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে তুলনামূলক ঝুঁকির বিবেচনায় সুদ হারে অনধিক ২% মাত্রায় প্রভেদ করার নির্দেশটি পুনঃবিবেচনায় এই প্রভেদ-এর মাত্রা অনধিক ৩% করা হয়েছে।

৫) বিশ্বব্যাপী মন্দা ও দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অধোগতি কাটিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য এবং কৃষি পণ্য ভিত্তিক শিল্প দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণের সুদের হারের পরিসীমা ৮%-১০% থেকে সংশোধনপূর্বক ৭%-এ নির্ধারণ করা হয়েছে; এ নির্দেশ ২৪ অক্টোবর ২০০১ হতে কার্যকর হয়েছে। এ সকল রপ্তানি ঋণের বিপরীতে ১ নভেম্বর ২০০১ হতে ব্যাংকগুলো প্রকৃত বিতরণকৃত রপ্তানি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করতে পারবে। এ সুবিধা ৩০ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৬) পরিচালক/পরিচালকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ

সারণি-৮

কৃষি ঋণ কার্যক্রম

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	কর্মসূচি*	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	বকেয়া/স্থিতি	মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ
২০০০-২০০১ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৩২৬৫৯	১৭৬১৯	১৭৭৮৪	১০৫০৮৫	৬৬৭৬২
২০০১-২০০২ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৩৩২৬৬	১৮১৫১	১৮৮৫৭	১১৪২৮৩	৬৮৭৩৬

** বাৎসরিক কর্মসূচী।*

সারণি-৯
(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংকের নাম	কর্মসূচি (২০০১-২০০২)	জুলাই ২০০১-ফেব্রুয়ারি ২০০২	
		বিতরণ	আদায়
সোনালী	৪১৮০	১৮৩৩	১৭৮৮
জনতা	২৪২২	৯৩৫	১২০৪
অগ্রণী	২৭০০	১২০৭	১১০১
রূপালী	২০০	২০	২৯
উপমোট	৯৫০২	৩৯৯৫	৪১২২
বিকেবি	১৬০০০	৯৫২৬	৯৯৭৩
রাকাব	৫০০০	২৬৭৯	২৬৩৯
বিএসবিএল	৩৫৫	১	৯
বিআরডিবি	২৪০৯	১৯৫০	২১১৪
উপমোট	২৩৭৬৪	১৪১৫৬	১৪৭৩৫
সর্বমোট	৩৩২৬৬	১৮১৫১	১৮৮৫৭

মওকুফের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতির আবশ্যকতা ভূতপূর্ব পরিচালকদের বেলায়ও প্রযোজ্য করা হয়েছে।

৭) ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে Foreign Currency Clearing Account-এর তহবিলকে Cash Reserve Requirement বাবদ রক্ষিত স্থিতি হিসেবে গণ্য করা হবে না মর্মে ব্যাংকসমূহকে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখ থেকে কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৮) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে পরিচালনা পর্ষদের সংশ্লিষ্টতা হ্রাস এবং পর্ষদ ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা স্পষ্টতর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কৃষি ঋণ

কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩৩২৬৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৩২১৬৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বন্যাজনিত কারণে ঐ সব এলাকায় কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করা হয়। ফলে লক্ষ্যমাত্রা ৪৯০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৬৫৯ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারিত হয় এবং এর বিপরীতে মোট কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩০১৯৭ মিলিয়ন টাকা (৯২.৫%)। আলোচ্য বছরে মোট কর্মসূচীর মধ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য ১৮৫৬৫ মিলিয়ন টাকা, দারিদ্র বিমোচন খাতে ৫৮৬৫ মিলিয়ন টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৯৯ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য অবশিষ্ট ৮৭৩৭ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত) ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১৮১৫১ মিলিয়ন টাকার কৃষি ঋণ প্রদান করেছে, যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৫৪.৬ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৭৬১৯ মিলিয়ন টাকা, যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৫৩.৯ ভাগ ছিল। আলোচ্য বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-১০

মার্কিন ডলারের সংগে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় বিনিময় হার
১৯৯২-৯৩	৩৯.১৪
১৯৯৩-৯৪	৪০.০০
১৯৯৪-৯৫	৪০.২০
১৯৯৫-৯৬	৪০.৮৪
১৯৯৬-৯৭	৪২.৭০
১৯৯৭-৯৮	৪৫.৪৬
১৯৯৮-৯৯	৪৮.০৬
১৯৯৯-০০	৫০.৩১
২০০০-০১	৫৩.৯৬
২০০১-০২ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	৫৭.২৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত) মোট আদায়কৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৮৫৭ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১৭৭৮৮ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ঋণ আদায় শতকরা ৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০০২ শেষে কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১০৫০৮৫ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪২৮৩ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৬৬৭৬২ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮৭৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৮ নম্বর সারণিতে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সার্বিক চিত্র এবং ৯ নম্বর সারণিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক চিত্র দেয়া হলো।

সারণি-১১

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
১৯৯২-৯৩	২১২১.০০
১৯৯৩-৯৪	২৭৬৫.০০
১৯৯৪-৯৫	৩০৭০.০০
১৯৯৫-৯৬	২০৩৯.০০
১৯৯৬-৯৭	১৭১৯.০০
১৯৯৭-৯৮	১৭৩৯.০০
১৯৯৮-১৯৯৯	১৫২৩.০০
১৯৯৯-০০	১৬০২.০০
২০০০-০১	১৩০৭.০০
২০০১-০২ (২৪ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত)	১৪২০.০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী-১২

বছরওয়ারী প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ
১৯৯১-৯২	৮৪৮
১৯৯২-৯৩	৯৪৪
১৯৯৩-৯৪	১০৮৯
১৯৯৪-৯৫	১১৯৮
১৯৯৫-৯৬	১২১৭
১৯৯৬-৯৭	১৪৭৫
১৯৯৭-৯৮	১৫২৫
১৯৯৮-৯৯	১৭০৬
১৯৯৯-০০	১৯৪৯
২০০-০১	১৮৮২
২০০১-০২[সা] (জুলাই-মার্চ)	১৮১৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। [সা]= সাময়িক।

সংযোজনী-১

বাংলাদেশ ব্যাংক : স্থিতি পত্র

ইস্যু বিভাগ

দায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০০০		৩০ জুন ২০০১	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	১১,৩৭,৪৬০		৯৫,৭৩,৪৪৫	
প্রচলিত নোট*	১১০৩৪,৫৮,১৮,৯৮৫		১২৫৪৭,০২,৬৮,৪২০	
মোট প্রচলিত নোট		১১০৩৪,৬৯,৫৬,৪৪৫		১২৫৪৭,৯৮,৪১,৮৬৫
মোট দায় :		১১০৩৪,৬৯,৫৬,৪৪৫		১২৫৪৭,৯৮,৪১,৮৬৫

* বাতিলকৃত পাকিস্তানি নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ওপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি রয়েছে। চালুকৃত নোটের পরিমাণ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরু দাবি সম্পর্কে কোনো প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ২% হারে সুদ রেয়াত প্রদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ১ জুলাই ১৯৯৫ হতে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণে জড়িত দু'টি বিশেষায়িত (বিকেবি ও রাকাব) ও ৩ টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা ও অগ্রণী) নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের সাধারণভাবে আরোপিত সুদের উপর ২% হারে সুদ রেয়াত প্রদান করে থাকে। বিকেবি ও রাকাব কর্তৃক প্রদত্ত সুদ রেয়াতের ৫০% বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক এক কিস্তিতে অর্থবছর শেষে পুনর্ভরণ করা হয়। অবশিষ্ট ৫০% সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দু'টি বহন করে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ উল্লেখিত সুদ রেয়াতের সমপূর্ণ অর্থ নিজেরাই বহন করে।

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থ সংস্থান

২০০১-২০০২ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত) ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি খাতে পুনঃ অর্থসংস্থান হিসাবে মোট ৫৪৪০সা মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে এবং ২৬৯৩সা মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪১৩১ মিলিয়ন টাকা ও ৩৮৩৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের ফেব্রুয়ারি শেষে অর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৪১৩৬২ মিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৩৪৬সা মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সা= সাময়িক।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা

বিগত এক দশকের উর্ধে বাংলাদেশ নমনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়

সম্পদ

বিবরণ	৩০ জুন ২০০০		৩০ জুন ২০০১	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ পিণ্ড	১৫৮,৭৮,২৯,২৪৫		১৬৯,২২,৩৩,৫৮০	
রৌপ্য পিণ্ড	-		-	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে	-		-	
রক্ষিত এসডিআর	-		-	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা	৪০০০,০০,০০,০০০	৪১৫৮,৭৮,২৯,২৪৫	৪০০০,০০,০০,০০০	৪১৬৯,২২,৩৩,৫৮০
খ) টাকা মুদ্রা	৩৪,২৯,৯৫,১৫৪	৫৩,৫৮,৮০,৫৭৪		
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র**	৩৯০০,৫৩,০১,৮৪১	৫৫৩৮,০৮,৯৭,৫০৬		
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য				
বাণিজ্যিক বিল	২৯৪১,০৮,৩০,২০৫	৬৮৭৫,৯১,২৭,২০০	২৭৮৭,০৮,৩০,২০৫	৮৩৭৮,৭৬,০৮,২৮৫
মোট সম্পদ		১১০৩৪,৬৯,৫৬,৪৪৫		১২৫৪৭,৯৮,৪১,৮৬৫

*** পাকিস্তানি নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারি বিলও এর অন্তর্ভুক্ত। -= নেই।*

হারকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের মুদ্রাস্ফীতির হারের গতিবিধি এবং বাণিজ্য অংশীদারিত্ব ভিত্তিক গড় ভারিত বিনিময় হারকে বিবেচনায় রেখে টাকার বিনিময় হার পরিবর্তন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০০০-০১ অর্থ বছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার দুই বারে ১০.৫ ভাগ অবমূল্যায়ন করা হয়। ফলে জুন ২০০১ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলার = ৫৭.০০ টাকা (মধ্য মান)। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের মার্চ ২০০২ পর্যন্ত সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার এক বার অবমূল্যায়ন করা হয়। সর্বশেষ ৬ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে ডলারের বিপরীতে টাকার ১.৫৫ ভাগ অবমূল্যায়ন করা হয়। নীচের সারণিতে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার গড় বিনিময় হার দেখানো হলো।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৩০ জুন ১৯৯৯-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতি ছিল ১৫২৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৩০ জুন ২০০০-এ উক্ত রিজার্ভের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছলেও পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ৩০ জুন ২০০১-এ তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩০৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২৪ এপ্রিল ২০০২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ

সংযোজনী-১ (চলমান)

বাংলাদেশ ব্যাংক : স্থিতি পত্র

ব্যাংকিং বিভাগ

দায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০০০		৩০ জুন ২০০১	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
পরিশোধিত মূলধন		৩,০০,০০,০০০		৩,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল		৩,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০	
পল্লী ঋণ তহবিল		৩২০,০০,০০,০০০		৩৪০,০০,০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিল		১৩৮,৭৮,৫২,৪৫০		১৫৩,৭৮,৫২,৪৫০
রপ্তানী ঋণ তহবিল		১৩০,০০,০০,০০০		১৩০,০০,০০,০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল		৩২০,০০,০০,০০০		৩৪০,০০,০০,০০০
আমানত :				
ক) সরকার	৯৯,০১,৬৯৩		১,২৩,৬৭,৮৪৮	
খ) ব্যাংক	৪১৮৩,৭৬,৬০,১১০		৩৩৮৫,৬৭,৪৬,৯৮২	
গ) অন্যান্য	<u>৪৩৪৬,৫৪,০২,১৭৬</u>	৮৫৩১,২৯,৬৩,৯৭৯	<u>৩০৯৬,১৩,৬২,৩৮৪</u>	৬৪৮৩,০৪,৭৭,২১৪
এসডিআর-এর বরাদ্দ		৩০৫,১৭,৩১,৬৩০		৩৩১,৬২,৬৯,০৮২
দেয় বিল		৯৬,৮৪,০৫৯	৯৫,৯৫,৩৫৩	
অন্যান্য দায়		৩৬১২,০৯,০৮,০৭৩		৫২৫৫,২৬,৯৮,৯৭৪
মোট দায়		১৩৩৬৪,৩১,৪০,১৯১		১৩০৪০,৬৮,৯৩,০৭৩

দাঁড়িয়েছে ১৪১৯.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নীচের সারণিতে বিগত এক দশকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দেখানো হলো।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

১৯৯১-৯২ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৫০ মিলিয়ন ডলার, যা শতকরা ৭৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ১৪৭৫ মিলিয়ন ডলারে এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে শতকরা ৩২.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। তবে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৮৮২ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ২০০১-২০০২ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮১৭ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৩৬৫ মিলিয়ন ডলার। আলোচ্য সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণে উদ্বুদ্ধকরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জোর প্রচেষ্টার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে ২০০১-২০০২ (জুলাই-মার্চ) অর্থবছর পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সংক্রান্ত উপাত্ত সারণি-১২-এ দেয়া হলো।

সংযোজনী-১ (চলমান)

বাংলাদেশ ব্যাংক : স্থিতি পত্র

ব্যাংকিং বিভাগ

সম্পদ

বিবরণ	৩০ জুন ২০০০		৩০ জুন ২০০১	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
নোট		১১,৩৭,৪৬০		৯৫,৭৩,৪৪৫
টাকা		৩১২৫		৭৭
সম্পূরক মুদ্রা		২৩৬		১৬
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল ক) অভ্যন্তরীণ খ) বৈদেশিক গ) সরকারি ট্রেজারী বিল	 - - ১২৯,০৫,৩২,৬৯১	 ১২৯,০৫,৩২,৬৯১	 - - ৯,৮০,৯৩,৭১২	 ৯,৮০,৯৩,৭১২
বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত স্থিতি*		৩৯৭০,৬২২৩,০০৬		৩২০৮,৭৬,৩৭,২৯১
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস ডিআর সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		১৭,১৫,৯৬,১৩১ ৬৪,০০,০০,০০		৫,১১,০৭,৯৮৬ ৬৪,০০,০০,০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম		১৮৮৭,৩৮,৪৪,৩৫১		১৯৮৯,৩০,১৪,০৫৭
বিনিয়োগ		৪৪৪০,৮৯,০২,০৯৩		৫০০৬,৯৮,৭৬,৬৯৫
অন্যান্য সম্পদ		২৮৫৫,০৯,০৩,৯০৮		২৭৭৫,৭৫,৮৯,৭৯৪
মোট সম্পদ :		১৩৩৬৪,৩১,৪০,১৯১		১৩০৪০,৬৮,৯৩,০৭৩

* নগদ মুদ্রা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র ও এর অন্তর্ভুক্ত। - = নেই

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। সারা দেশে ১২৮৯ টি (শহর এলাকায় ৪২১টি এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ৮৬৮টি) এবং বিদেশে ২ টি (ভারতের কলিকাতা ও শিলিগুড়িতে) শাখাসহ মোট ১২৯১টি শাখার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ব্যাংকিং সেবামূলক কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে "সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড" (SECI) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সাবসিডিয়ারী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে নিজ দেশে প্রেরণ দ্রুত সহজতর ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ক্রমশঃ

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি কটন মিলস্

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২১৩৬	২১৩৬	২১৩৬	২১৩৬
৪।	আমানত	২০২৯৭৭	২১০৪৫২	২১২৯৭৯	২১৫৯৫৭
	ক) তলবি আমানত	৪৬৮৯৫	৪৬২৮৩	৪৭৩৩৫	৪৮২৭৩
	খ) মেয়াদি আমানত	১৫৬০৮২	১৬৪১৬৯	১৬৫৬৪৪	১৬৭৬৮৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৩৩৪৭	১৪১৯১৬	১৪৪৪৫৭	১৪৭৫৬৪
৬।	বিনিয়োগ	৪৪২৫৩	৩৪৫৭১	৪৩০৬৩	৪৫০৬৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৩৮৩৯৭	২৫৩৮৭২	২৫৮১২৩	২৬৩০৪৩
৮।	মোট আয়	১৪৯২৬	১৫৯৪২	৪৩৬২	৮৮৭৫
৯।	মোট ব্যয়	১৩৯৭৯	১৫২৬৯	৪৩৪৮	৮৮২৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৪৩৪৫৮	১৩৫৩১৭	৩৪৮২৮	৯০০৬০
	ক) রপ্তানি	৪৪২১১	৪৩৮০৯	১০০৯৬	২৭৫৯৬
	খ) আমদানি	৫০৮২২	৪১৪১৯	৮৭৩২	২৭৪৬৪
	গ) রেমিটেন্স	৪৮৪২৫	৫০০৮৯	১৬০০০	৩৫০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৬০৪৬	২৫৭৫৩	২৫৬৫১	২৫৬১৪
	ক) কর্মকর্তা	১২১৭১	১২৭২৮	১২৬৬২	১২৬৩৫
	খ) কর্মচারী	১৩৮৭৫	১৩০২৫	১২৯৮৯	১২৯৭৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৮৬	৩১৭	৩২০	৩২৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১২৯৩	১২৯১	১২৯১	১১৮২
	ক) বাংলাদেশে	১২৯২	১২৮৯	১২৮৯	১১৮০
	খ) বিদেশে	১	২	২	২

বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে প্রধান অফিস ছাড়াও পরবর্তীতে ব্রুকলীন, এস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইট, জর্জিয়ার আটলান্টা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলেসে শাখা/বুথ অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং স্বল্পতম সময়ে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ উপকারভোগীদের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও সোনালী ব্যাংক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যৌথ মালিকানায় ১০ ডিসেম্বর ২০০১ থেকে যুক্তরাজ্যে মোট ৫টি অফিসের মাধ্যমে (লন্ডন, লুটন, বার্মিংহাম, ব্রাডফোর্ড ও ম্যানচেস্টার) সোনালী ব্যাংক (ইউকে) লিঃ-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে সোনালী ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন, ৩২৭২ মিলিয়ন ও ২১৩৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি ২০০১ সালে ৬৭৩ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে । ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ১২৭২৮ জন কর্মকর্তা ও ১৩০২৫ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি ছিল ২৫৭৫৩ জন।

৩১ ডিসেম্বর ২০০১-এ সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের তুলনায় ৭৪৭৫ মিলিয়ন টাকা (৩.৬৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ২১০৪৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে ব্যাংকটির তলবি আমানত ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৬২৮৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬৪১৬৯ মিলিয়ন টাকা, যা মোট আমানতের যথাক্রমে ২২% ও ৭৮% ছিল। বিগত ২০০০ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ২৩% ও ৭৭%। তলবি আমানতের পরিমাণ কমলেও মেয়াদি আমানতের ক্ষেত্রে ২০০১ সালে ৫.১৮ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আলোচ্য সময়ে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের তুলনায় ৮৫৬৯ মিলিয়ন টাকা (৬.৪২%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১৯১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪৫৭১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৪৩৪৫৮ মিলিয়ন টাকা হতে ৮১৪১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৩৫৩১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে এ সময় সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা কমলেও রেমিটেন্স ১৬৬৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সোনালী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সময়ে সোনালী ব্যাংক সর্বমোট ১১০২৭২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০৩২৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৭৩৮৪ মিলিয়ন এবং ১০৪০১০ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে সোনালী ব্যাংক কৃষি খাতে ৩০৭৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৪৭৩৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৩৩ মিলিয়ন টাকা ও ৩৫০৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৩১৩৩	১৮৭৯	১৯২৭০	২১১৪৯	৮৩১০২	১০৭৩৮৪
	আদায়	৩৫০৬	২৬৮৫	১৭৫৬২	২০২৪৭	৮০২৫৭	১০৪০১০
২০০১	বিতরণ	৩০৭৫	১৫৪১	১৬৪০৪	১৭৯৪৫	৮৯২৫২	১১০২৭২
	আদায়	৪৭৩৯	৩০৮০	১৩১৯৮	১৬২৭৮	৮২২১৬	১০৩২৩৩
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১০২০	৭০০	৬১৫৭	৬৮৫৭	৩৫২২০	৪৪১১৭
	আদায়	৯০০	৩৫৭	২৭৫০	৩১০৭	১৬৯৪৮	২০৯৫৫
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	২০৪০	৭০০	৬১৫৭	৬৮৫৭	৩৫২২০	৪৪১১৭
	আদায়	১৮০০	৯০০	৫৮৩৭	৬৭৩৭	৩৩৮৬১	৪২৩৯৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৫৭	৩৯০৮৪	৩৯৩৪১
পরিমাণ	১৮৫৯৬	১১১৪৩	২৯৭৩৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩২	২৫	৫৭
পরিমাণ	২৩২৮	২০৩	২৫৩১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৬৪	৩৯০৮৭	৩৯৩৫১
পরিমাণ	১৯০৬১	১১১৬৮	৩০২২৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩	১০
পরিমাণ	৪৬৫	২৫	৪৯০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	২৫	৩৫
পরিমাণ	৫০৫	১২৬	৬৩১

* প্রাক্কলিত।

১৭৯৪৫ মিলিয়ন টাকা ও ১৬২৭৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১১৪৯ মিলিয়ন টাকা ও ২০২৪৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে সোনালী ব্যাংক ২৫৩১ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে; যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮৯০ মিলিয়ন টাকা বেশী। ২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট শিল্প ঋণের (মেয়াদি) মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ২৮৬২১ মিলিয়ন টাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক দাতা সংস্থার ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ১১১৮ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে। শিল্পের আকার অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

অন্যান্য কার্যাবলী

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩-'৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান শুরু করে। ব্যাংকের বর্তমান বকেয়া কৃষি/পল্লী ঋণের পরিমাণ ২৯৪৮৯ মিলিয়ন টাকা, যার প্রধান অংশ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকের মোট ১২৯১ টি শাখার (২টি বৈদেশিক শাখাসহ) মধ্যে ১০৭৩ টি শাখার মাধ্যমে সারা দেশের ১১৪০ টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বর্তমানে ১.৩৬ মিলিয়ন। এ ঋণ কর্মসূচী/প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ ক্ষুদ্র আয়বর্ধক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়ন করা হয়ে থাকে।

বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী

নব্বই দশকের পূর্ব পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী মূলতঃ শস্য উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু ও জামদানী তাঁত শিল্পসহ বিভিন্ন কৃষি উপখাতে পুঁজি বিনিয়োগে অক্ষম অথচ সম্ভাবনাময় গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে নিবিড় তদারকিমূলক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। নির্ধারিত ২৩১টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই এবং সর্বোচ্চ ০.৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচী প্রণীত হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত এ কর্মসূচীতে ২৬৯১২ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১০৯১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে যার বিপরীতে আদায়ের হার প্রায় ৭২%। প্রদত্ত ঋণের প্রায় ৬০% জামানত বিহীন। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় সম্পূর্ণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে ন্যস্ত আছে।

কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ, মহিষ পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য খামার (সনাতনী ও আধা নিবিড়), চিংড়ী চাষ (গলদা ও বাগদা), মৎস্য হ্যাচারী, চিংড়ী হ্যাচারী (গলদা ও বাগদা) মুরগী হ্যাচারী ও ফিডমিল (চিংড়ী, মাছ, মুরগী ও গবাদি পশু খামারের জন্য) এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতেই সোনালী ব্যাংক তদারকিমূলক কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে। কৃষিজ শিল্প খাতে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে আমিষ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি পূরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নই আলোচ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য। কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ১২৪ টি প্রকল্পের অনুকূলে ৮২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে।

পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী

গ্রামাঞ্চলের হাজা মজা জলাশয় ও পুকুরকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতাভুক্ত করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র পুকুর মালিক/অংশীদারদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সারা দেশের ২০০ টি শাখাকে মনোনীত করা হয়েছে। এ খাতে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী

গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের পল্লী ঋণ কর্মকান্ডের মধ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে ঃ-

১) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলার ১৩৬টি থানায় পরিচালিত পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২) বৃহত্তর রংপুর জেলায় পরিচালিত আরডি-৯ প্রকল্প (৩) সরকারের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) সহায়তায় পরিচালিত বিত্তহীন ঋণ প্রকল্প (৪) 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ'-এর সহায়তায় পরিচালিত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী (৫) প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প এবং (৬) দারিদ্র বিমোচন ও মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্প্রতি গৃহীত আরও ২টি ঋণ কর্মসূচী ঃ ক) শহরে ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সহায়ক জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান কর্মসূচী ও খ) এনজিও/এমএফআই (মাইক্রো ফাইন্যান্সিং ইন্সটিটিউশন) -দেরকে লিংকেজ প্রোগ্রামে ঋণ প্রদান কর্মসূচী। এর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ৯টি এনজিওকে প্রায় ৩৯৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

বিত্তহীনদের ঋণ প্রদানের একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া-এর সংগে ২টি গবেষণামূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৮০৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যার সুফল ভোগ করছে ৬২৬৪৫৮ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠী যার মধ্যে ২৫০৫৮৩ জন হচ্ছে মহিলা (৪০%)।

মহিলা ঋণ কর্মসূচী

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় এটিও একটি

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৫৩৯৬	১৯৬৫১	২১৬১৫	২১৭৬০
	ক) শস্য	১৮২৭২	১৮৮৬৮	২০৭৫৪	২০৮৫৬
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭১২৪	৭৮৩	৮৬১	৯০৪
২।	শিল্প ঃ	৪৩১৮১	৪৫৭৭৪	৪৬৪০৫	৪৭০৫৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৮৫১৪	৩১২১৭	৩১৬৬৮	৩২১২৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৪৬৬৭	১৪৫৫৭	১৪৭৩৭	১৪৯২৯
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৩৬৯৮	১৬২৮৭	১৬৬১২	১৬৯৪৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩১৮৭	৩০০১	৩০৬১	৩১২২
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১১	১০৬	১০৮	১১০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৩০১৬	৮৭৪৯	৯৬২৩	৯৭৭০
	ক) দারিদ্র বিমোচন	২১০৩	২৬১৪	২৮৭৫	৩০১৮
	খ) অন্যান্য	৯১৩	৬১৩৫	৬৭৪৮	৬৭৫২
৭।	অন্যান্য	৪৪৭৫৮	৪৮৩৪৮	৪৭০৩৩	৪৮৮০৪
	সর্বমোট	১৩৩৩৪৭	১৪১৯১৬	১৪৪৪৫৭	১৪৭৫৬৪

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। সারা দেশের ১৩০টি থানায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় সোনালী ব্যাংকে মহিলা ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা শুধু মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বৃহত্তম ঋণ কর্মসূচী। এ প্রকল্পে ব্যাংক কর্তৃক এ যাবত ১৪৬৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায়ের হার প্রায় ৯৭%। এ কর্মসূচীটি সমবায়ী কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশের ৭৩৩৬টি প্রাথমিক সমিতির (এম এস এস) ২৭০৩৩০ জন মহিলা বর্তমানে উক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করছেন।

উপরোক্ত বহুমুখী আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করায় অ-কৃষি খাতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৌসুমী বেকারত্ব কমানোর ক্ষেত্রেও এই ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রাহক সেবা

প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং পরিবেশের প্রেক্ষাপটে গণ ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণীর ব্যাংকিং-এর জন্য প্রাথমিকভাবে এই ব্যাংকের বেশ কয়েকটি শাখায় কর্পোরেট ক্লায়েন্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, ব্যাংকের তথ্য প্রবাহে গতি সঞ্চার ও ত্বরিৎ ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এসব শাখায় কম্পিউটারায়নের পাশাপাশি ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েব সাইট ইতোমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং কম্পিউটারের সহায়তায় SWIFT (Society for Worldwide Inter-bank Finance and Telecommunication) ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রক্রিয়া বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ সোনালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ৫৩৯ মিলিয়ন টাকা। বিদেশে ৪টি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৯০০টি। বিদেশী শাখাসমূহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ ও আল-আইনে অবস্থিত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অত্র ব্যাংকের বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংকের সংখ্যা রয়েছে ১২২৯টি। ২০০১ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৬৬৯২ জন, যার মধ্যে ৮৩৯২ জন কর্মকর্তা ও ৮৩০০ জন কর্মচারী।

২০০১ সালে জনতা ব্যাংকের আমানত পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৯৪৪৪ মিলিয়ন টাকা (১৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ১২৪১২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল

ব্যাংক অর্থায়িত একটি সুতা তৈরির কারখানা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৩৩	৫৩৯	৫৩৯	৫৩৯
৪।	আমানত ক) তলবি আমানত খ) মেয়াদি আমানত	১০৪৬৭৮ ১৯০৬৮ ৮৫৬১০	১২৪১২২ ২৩৬৯৯ ১০০৪২৩	১১৬৬৬৭ ২১৪০৯ ৯৫২৫৮	১২০৭৫০ ২২৬৯০ ৯৮০৬০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮০৯৫২	৮৯৮৬২	৯২০৯১	৯৩০১০
৬।	বিনিয়োগ	২০৩৬৮	২০৪৫৫	২০২৫০	২০৩৮২
৭।	মোট পরিসম্পদ	১২৮৫৬৮	১৫১৮৬২	১৫৩১৮২	১৫৩২০২
৮।	মোট আয়	৯২৯৬	১০০১৩	৩৭০৫	৫৭৫০
৯।	মোট ব্যয়	৮৪৬৫	৯৩৪৭	৩৬৯০	৫৭৩০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ক) রপ্তানি খ) আমদানি গ) রেমিটেন্স	৮৯৭৫৮ ৩০৭৮০ ৪৮০০৫ ১০৯৭৩	৯৯৯৪১ ৩২৩৯০ ৫৪৬৬৬ ১২৮৮৫	২২১৫০ ৮০০০ ১১১৬০ ২৯৯০	৫৩৫০০ ২০০০০ ২৭৫০০ ৬০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক) কর্মকর্তা খ) কর্মচারী	১৬৯৪৭ ৮৪০৭ ৮৫৪০	১৬৬৯২ ৮৩৯২ ৪৩০০	১৬৫৯৭ ৮৩৩৯ ৮২৫৮	১৬৫২৮ ৮৩০৬ ৮২২২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১২০৯	১২২৯	১২৩০	১২৩৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) ক) বাংলাদেশে খ) বিদেশে	৮৯৮ ৮৯৪ ৪	৯০০ ৮৯৬ ৪	৯০০ ৮৯৬ ৪	৯০১ ৮৯৭ ৪

১১৪১০ মিলিয়ন টাকা (১২%)। আলোচ্য বছরে মোট আমানতের মধ্যে তলবি আমানত বৃদ্ধি পায় ৪৬৩১ মিলিয়ন টাকা (২৪%) এবং মেয়াদি আমানত বৃদ্ধি পায় ১৪৮১৩ মিলিয়ন টাকা (১৭%)। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৮৯১০ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯৮৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৮৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জনতা ব্যাংক ২০০১ সালে মোট ৯৯৯৪১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৮৯৭৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	৮৮২	১২৭৬	১২৬৮৫	১৩৯৬১	৮৫৮৬	২৩৪২৯
আদায়*	৯০৭	৮০৭	১২২১৭	১৩০২৪	৮৬০৩	২২৫৩৪
২০০১						
বিতরণ	৮৮৬	১৭৭১	১১৪৮০	১৩২৫১	১১৩৪৫	২৫৪৮২
আদায়*	৮৮৬	১১৯০	১১৪৯১	১২৬৮১	৯৫৪১	২৩১০৮
৩১ মার্চ ২০০২* (সাময়িক)						
বিতরণ	৩৪০	৪৫০	৭২২৫	৭৬৭৫	৮৭২৫	১৬৭৪০
আদায়*	৩৩০	৩৬৬	৫৬৫১	৬০১৭	৬৬৫২	১২৯৯৯
৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)						
বিতরণ	৪২০	৮৫০	৯৯০০	১০৭৫০	১০৫০০	২১৬৭০
আদায়*	৪৮০	৫৭৫	৮২২৫	৮৮০০	৯৬০০	১৮৮৮০

*শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণসহ আদায়।

৫৪৬৬৬ মিলিয়ন টাকা, ৩২৩৯০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৮৮৫ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে জনতা ব্যাংক ২৫৪৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২৩১০৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩৪২৯ মিলিয়ন টাকা ও ২২৫৩৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ৮৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩২৫১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৮২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩৯৬১ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে জনতা ব্যাংক ৩৫ টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ২৩৭৪ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ২০০১ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬১২৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ৯৭৪৪ মিলিয়ন টাকা (৬০%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে। জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণের আকার ভিত্তিক অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

দারিদ্র বিমোচন/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

জনতা ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যাবলীর পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন পল্লী ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি ঋণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অংগীকার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ব্যাংক দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছে। ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় দারিদ্র বিমোচনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৮	৪৭৯৪	৪৮৬২
পরিমাণ	৯৭৪৪	৬৩৮৫	১৬১২৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪	২১	৩৫
পরিমাণ	২০১৪	৩৫৯	২৩৭৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭২	৪৭৯৭	৪৮৬৯
পরিমাণ	১০৫৫২	৬৩৮৯	১৬৯৪০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	৩	৭
পরিমাণ	৮০৭	৪	৮১১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	৮	১৮
পরিমাণ	১২৮৬	৯৮	১৩৮৪

*সাময়িক ** প্রাক্কলিত।

প্রেক্ষাপটে যেসব পরিবারের আবাসভূমিসহ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১.৫ একর ও মাসিক আয় ৪০০০ টাকা, তাদেরকে বিভিন্ন দারিদ্র নিরসনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। উৎপাদনমুখী ও আয় উৎসারী কার্যক্রমের ধরণ ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ঋণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঋণের সর্বোচ্চ মাত্রা জন প্রতি ০.৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সহজামানতের প্রয়োজন হয় না। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে দারিদ্র নিরসনমূলক ঋণ কর্মসুচীগুলোর বিপরীতে ঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭৪ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ৮৬০টি শাখার মাধ্যমে এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী ঋণ কার্যক্রমকে কয়েকটি খাতে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনক্ষম কৃষি প্রকল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ/ বহুমুখীকরণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রসারিত কার্যক্রমের আওতায় ৯৯টি খাত/উপখাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে জনতা ব্যাংকের মোট পল্লী ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬৫৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৬৪৫৪ মিলিয়ন টাকা।

দারিদ্র নিরসন ও বিশেষ ঋণসহ ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৪২৯৩	৪৪০১	৪৪৯৮	৪৫০৯
	ক) শস্য	৩৭৪০	৩৮৫৩	৩৯৫০	৩৯৬০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৫৩	৫৪৮	৫৪৮	৫৪৯
২।	শিল্প :	৩৬২০৬	৪১৬৬২	৪৩৫৮০	৪৫০০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৯৩৩৮	৩৩৭৮৭	৩৫৭০০	৩৭০০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৮৬৮	৭৮৭৫	৭৮৮০	৮০০০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫৯১	৬১১	৬১৫	৬২০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৯৯	৪১২	৩২৫	৩৩০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৪০	৩০২	৩০০	২৯০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১৪৭০	১৪৮১	১৪৮৯	১৪৯৫
	ক) দারিদ্র বিমোচন	৮৫০	৯৭৪	৯৮১	৯৮৬
	খ) অন্যান্য	৬২০	৫০৭	৫০৮	৫০৯
৭।	অন্যান্য	৩৭৭৫৩	৪০৯৯৩	৪১২৮৪	৪০৭৬৬
	সর্বমোট	৮০৯৫২	৮৯৮৬২	৯২০৯১	৯৩০১০

অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকায় ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকায় এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২২ মিলিয়ন টাকা। সাত জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে ৯০৩ টি শাখা, যার মধ্যে ৫৬৯টি বা শতকরা ৬৩ ভাগ গ্রামীণ শাখা। ব্যাংকটির মোট জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ১৩০৫৮ জন, যার মধ্যে ৬৯৭৬ জন কর্মকর্তা ও ৬০৮২ জন কর্মচারী। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ২০০১ সালে ৩৪ টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১১২৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বছর ব্যাংকটি ৩৫১ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। ২০০১ সালে অগ্রণী ব্যাংকের আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬১৮৬ মিলিয়ন টাকা (৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬৭১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে তলবি আমানত

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা একটি পেপার মিল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১৯	৮২২	৮২২	৮২২
৪।	আমানত	১০০৫২৭	১০৬৭১৩	১০৯৬৯৫	১১৪৮৯৫
	ক) তলবি আমানত	১৮৩৮৮	১৭৩৪৫	১৭৮২৯	১৮৬৭৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৮২১৩৯	৮৯৩৬৮	৯১৮৬৬	৯৬২২০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৬৫৪৯	৮০০১৬	৮৩৯১৯	৮৮০৫২
৬।	বিনিয়োগ	২৮১৭২	২৫৯৬৭	২৫৩৮৪	২৬৩৮৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০৯০৮৬	১৩১০৬৮	১৩৩০১৯	১৩৪৯৭০
৮।	মোট আয়	৯১৮২	৯০৭৩	২২৬৯	৪৫৩৮
৯।	মোট ব্যয়	৮৪১৬	৮৭২২	২০১৯	৪০৩৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১০৬৯২৪	৯৭৪৭৮	৩৪৩০০	৬৮৬০০
	ক) রপ্তানি	৪২০২০	৩৭৪২৯	১২৫০০	২৫০০০
	খ) আমদানি	৩২৭১৫	২৬৩৪০	১০০০০	২০০০০
	গ) রেমিটেন্স	৩২১৮৯	৩৩৭০৯	১১৮০০	২৩৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩২৪২	১৩০৫৮	১২৯৮৯	১২৯৬৭
	ক) কর্মকর্তা	৭০১৮	৬৯৭৬	৬৯২৭	৬৯১২
	খ) কর্মচারী	৬২২৪	৬০৮২	৬০৬২	৬০৫৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৮০	৯৮০	৯৮০	৯৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৯০৩	৯০৩	৯০৩	৯০৩
	ক) বাংলাদেশে	৯০৩	৯০৩	৯০৩	৯০৩
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

১০৪৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস এবং মেয়াদি আমানত ৭২২৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রীমের স্থিতির পরিমাণ ৩৪৬৭ মিলিয়ন টাকা (৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ২২০৫ মিলিয়ন টাকা (৮%) হ্রাস পেয়ে ২৫৯৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক ব্যবসার পরিমাণ ৯৭৪৭৮ মিলিয়ন টাকার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬৩৪০ মিলিয়ন টাকা, ৩৭৪২৯ মিলিয়ন টাকা ও ৩৩৭০৯ মিলিয়ন টাকা। অগ্রণী ব্যাংক ৩১ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে প্রেরণের সুবিধার্থে সিঙ্গাপুরে 'অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাঃ লিঃ' নামে একটি এক্সচেঞ্জ হাউজ খুলেছে। ৮ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত উক্ত হাউজ থেকে ১.৪৬ মিলিয়ন সিঙ্গাপুরী ডলারের সমমানের

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	৬৪০	২৭৩	৫৫৫৮	৫৮৩১	১৭৭০৩	২৪১৭৪
	আদায়	৬৬৪	৫৫২	৩১৯৮	৩৭৫০	১৯৮৩৮	২৪২৫২
২০০১							
	বিতরণ	৬৪৫	১১৮৭	৭২০৮	৮৩৯৫	২১০৯৫	৩০১৩৫
	আদায়	৬৫৮	৮৫৯	৪৪২৭	৫২৮৬	২০৯৩১	২৬৮৭৫
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	১২০	৩০৬	৭৮৩৩	৮১৩৯	২৩৩৯৯	৩১৬৫৮
	আদায়	১০০	৮৬	৪৭৫৯	৪৮৪৫	২২০৫৭	২৭০০২
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	২৪০	৬১২	৮৪৫৮	৯০৭০	২৬৯৪৬	৩৬২৫৬
	আদায়	২০০	২০৪	৫০৯১	৫২৯৫	২৩৯৬৮	২৯৪৬৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

৪৪.৫৯ মিলিয়ন বাংলাদেশী টাকা দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যাবাসিত হয়েছে। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্রুততম সময়ে দেশে প্রেরণের সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত আছে। অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৩০১৩৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২৬৮৭৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ, ৮৩৯৫ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ ও ২১০৯৫ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এর বিপরীতে উক্ত খাতসমূহে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৫৮ মিলিয়ন টাকা, ৫২৮৬ মিলিয়ন টাকা ও ২০৯৩১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক ৫৮৭১ টি প্রকল্পের জন্য মেয়াদি ঋণ হিসেবে ১৪২৪২ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে, যার মধ্যে কেবল ২০০১ সালে ৪১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৭২১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। মোট শিল্প ঋণের মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ক্রমপুঞ্জিভূত মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৩৫৮৪ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার অংশ ছিল ৬৫৮ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ দেয়া হয়েছে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে এবং অবশিষ্ট ৬২ ভাগ দেয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে। শিল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাতে অগ্রণী ব্যাংক অর্থায়ন করে আসছে। অগ্রণী ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

অন্যান্য কার্যাবলী

অগ্রণী ব্যাংক শিল্প উন্নয়ন বন্ড

দেশের শিল্প উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য ৫০০০ মিলিয়ন টাকা তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 'অগ্রণী ব্যাংক শিল্প উন্নয়ন বন্ড' বাজারে ছাড়া হয়েছে। বন্ডের মেয়াদ ৫ বৎসর ও ৭ বৎসর এবং সুদের হার যথাক্রমে ১০% ও ১১%। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বন্ড বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের পরিমাণ ২০৭২.৮০ মিলিয়ন টাকা এবং এর বিপরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ হলো ১৮৩৩.৬০ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৬	৫৮৪৫	৫৮৭১
পরিমাণ	৫৩৯২	৮৮৫০	১৪২৪২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩৪	৪১
পরিমাণ	১৩৩২	৩৮৯	১৭২১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৮	৫৮৪৯	৫৮৭৭
পরিমাণ	৬০৭৭	৮৮৯৫	১৪৯৭২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	৬
পরিমাণ	৬৮৫	৪৫	৭৩০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	১৮	২৪
পরিমাণ	৯০৩	৫৩০	১৪৩৩

** সাময়িক ** প্রাক্কলিত।*

ফিমেল এডুকেশন প্রজেক্ট

অগ্রণী ব্যাংক বর্তমানে ফিমেল এডুকেশন-এ তিনটি প্রজেক্টে অর্থায়ন করছে। নোরাডের আর্থিক সহায়তায় 'ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফ ই এস পি)'-এর আওতায় ১৯৯৯ সাল থেকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করে আসছে এবং ২০০১ সালে ১৯টি উপজেলায় ৭৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৭৩.৯০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। 'ফিমেল সেকেন্ডারী স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট' (এফ এস এস পি)-এর আওতায় ২০০১ সালে ঢাকা বিভাগের ৬২ টি উপজেলাধীন ৩৫৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৫.৬২ লক্ষ ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ২১৪.৭০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। 'ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিস্টেন্স প্রজেক্ট (এফ এস এস এ পি)'-এর আওতায় ২০০১ সালে সারা দেশের ১১৮ টি উপজেলাধীন ৫৪৭৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১০.৫৪ লক্ষ ছাত্রীর মধ্যে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮২৮.১০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'প্রাইমারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট' (পি ই এস পি)-এর আওতায় ৭৩টি উপজেলার ৪.১৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে ৬৩.৩০ মিলিয়ন টাকা উপবৃত্তি এবং 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু কল্যাণের নিমিত্তে ৩৪২ জন শিশুকে জানুয়ারি-জুন ২০০১ সময়ে ১.০৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক এসব প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অর্থের উপর ২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ পাচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৩৬৪৯	৪০৩১	৪০৫৪	৪১৪১
	ক) শস্য	৩২০৯	৩৫৭১	৩৫৯৯	৩৬৫০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৪০	৪৬০	৪৫৫	৪৯১
২।	শিল্প :	৩৩৫১৬	৩৪৩১৭	৩৫২৬৭	৩৬২১৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৪৯০৫	২৫১৪৭	২৫৯৫৭	২৬৭৩২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮৬১১	৯১৭০	৯৩১০	৯৪৮৭
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৪৬১৭	১৭৬০৬	১৮৫১৪	১৯৪৪৭
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৬৮৪	৫৯৬৯	৬১১৯	৬২৬৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৯২	৮৯২	৯৩৭	৯৮৪
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১০১৪	১০৯২	১০৮৮	১১৪১
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১০১৪	১০৯২	১০৮৮	১১৪১
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৭৬৭৭	১৬১০৯	১৭৯৪০	১৯৮৫১
	সর্বমোট	৭৬৫৪৯	৮০০১৬	৮৩৯১৯	৮৮০৫২

উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাই এ সকল কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক ২৭টি কর্মসূচী/প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২.৮৩ মিলিয়ন বেকার, দুঃস্থ মহিলা ও ভূমিহীন কৃষককে সর্বমোট ১২৯৭৫.১৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে এবং এ খাতে ঋণ আদায়ের হারও উল্লেখযোগ্য, যা গড়ে ৭৭%। এছাড়াও অগ্রণী ব্যাংক ইফাদের আর্থিক সাহায্যে ১৯৯৫ সাল থেকে 'এপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রজেক্ট ফর দি রুরাল পুওর' নামে একটি প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ করে আসছে। ৯৫০০ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৭০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত ১৯,৯৪০টি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকে মোট ৮৮৮ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে ৩০,২৫৭ জন লোকের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার শতকরা ৯২ ভাগ। 'স্মল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (এস ই পি ডি) নামে আরেকটি প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত ২৩০৭২ টি প্রকল্পকে ৮৫৬.২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করায় ৪০১৪৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার শতকরা ৯৩ ভাগ।

গ্রাহক সেবা

অগ্রণী ব্যাংক দেশব্যাপী প্রায় ১০৯ টি শাখায় কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে উন্নতমানের গ্রাহক সেবা প্রদান করে আসছে। তন্মধ্যে সাতটি বৃহত্তর শাখায় নিজস্ব সফটওয়্যার দ্বারা অগ্রণী শাখা ব্যাংকিং সল্যুশন (Agrani Branch Banking Solution) এবং বাকী শাখাগুলোতে বিভিন্ন Vendor কর্তৃক সরবরাহকৃত সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। কম্পিউটারায়ন ছাড়াও মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৫ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনে সরকারি শেয়ারের পরিমাণ শতকরা ৯৪.৭৬ ভাগ এবং বেসরকারি শেয়ার-এর পরিমাণ ৫.২৪ ভাগ। পাকিস্তানের করাচীতে ১টি বিদেশী শাখাসহ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় মোট ৫১৩টিতে, যার মধ্যে ২৭৫টি শাখা শহর অঞ্চলে এবং বাকী ২৩৮টি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। ২০০১ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনসম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮২৪ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৫৭১ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২২৫৩ জন।

৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ (মুলতবী হিসাবে রক্ষিত সুদ বাদে) দাঁড়ায় ৪৯২২৭ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০০ সালের তুলনায় ৪৬৭০ মিলিয়ন টাকা (১০.৪৮%) বেশী। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সময়ে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি পাটকল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭০০০	৭০০০	৭০০০	৭০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮৮	২৬৫	২৬৫	২৬৫
৪।	আমানত*	৪৪৫৫৭	৪৯২২৭	৫১৪৫০	৫৩৬৭০
	ক) তলবি আমানত	৮৭৯১	৯৪৫২	১০০২০	১০৫৮০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৫৭৬৬	৩৯৭৭৫	৪১৪৩০	৪৩০৯০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৩৭৮৩	৩৮২০৯	৩৯৪৯১	৪০৭৭৬
৬।	বিনিয়োগ	৯৬৪০	১০২২৯	১০৪২০	১০৬২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৬৫৫২	৫২৫৬৪	৫৩৯৭০	৫৬২৪০
৮।	মোট আয়	৩৭৪৫	৪২৩২	১৪৭	৯৫০
৯।	মোট ব্যয়	৩৬৪৩	৩৯৪৫	২৬৭	৪৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৩৬০	২৯০৭৬	৪৮৬০	২৩৪৭০
	ক) রপ্তানি	৭২০০	৬৮০৯	১৫৪০	৫৬৭০
	খ) আমদানি	২১১২০	২০৬৩৭	৩০১০	১৬৯০০
	গ) রেমিটেন্স	২০৪০	১৬৩০	৩১০	৯০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৭৭৮	৫৮২৪	৫৭৭২	৫৭৬২
	ক) কর্মকর্তা	৩৪৭৯	৩৫৭১	৩৫৯৪	৩৫৮৪
	খ) কর্মচারী	২২৯৯	২২৫৩	২১৭৮	২১৭৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৭৪	১৬০	১৬০	১৬১
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫১২	৫১৪	৫১৪	৫০৫
	ক) বাংলাদেশে	৫১১	৫১৩	৫১৩	৫০৪
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

* মুলতবি হিসাবে রক্ষিত সুদ বাদে।

স্থিতির পরিমাণ ৩৮২০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময় ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫৮৯ মিলিয়ন টাকা (৬.১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১০২২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ২৯০৭৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩০৩৬০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০৬৩৭ মিলিয়ন টাকা, ৬৮০৯ মিলিয়ন টাকা ও ১৬৩০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৬৪০৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৪১৪৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮২৪৩ মিলিয়ন টাকা ও ৫৫৪৫ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে ব্যাংকটির কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৪৩

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৪৩	১৬২	৭৬৪৯	৭৮১১	৩৮৯	৮২৪৩
	আদায়	৬৪	২৮৩১	২৫৫০	৫৩৮১	১০০	৫৫৪৫
২০০১	বিতরণ	৪২	১৩৭৮	৪৩৯২	৫৭৭০	৫৯৫	৬৪০৭
	আদায়	৪৩	৩৯৭১	৭০	৪০৪১	৬২	৪১৪৬
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১৬	০	৪৭৩	৪৭৩	৩৬	৫২৫
	আদায়	১৩	০	২০০	২০০	৯	২২২
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	২৬	৫৬	৫৭৩	৬২৯	৯০	৭৪৫
	আদায়	২৮	১৫	২১০	২২৫	১৮	২৭১

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩৯০	৫৭০	৯৬০
	পরিমাণ	২৪৩৮৩	১৫০	২৪৫৩৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৮৩	০	৮৩
	পরিমাণ	৫৫০০	০	৫৫০০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪০৫	৫৭০	৯৭৫
	পরিমাণ	২৪৮৫৬	১৫০	২৫০০৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	০	১৫
	পরিমাণ	৪৭৩	০	৪৭৩
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩১	০	৩১
	পরিমাণ	৬২৯	০	৬২৯

** প্রাক্কলিত।*

মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৭০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭৮১১ মিলিয়ন টাকা। রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ৮৩টি প্রকল্পের জন্য মোট ৫৫০০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে, যার সবই বৃহৎ ও মাঝারি খাতের ঋণ। ২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ৯৬০টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৪৫৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্পের জন্য ২৪৩৮৩ মিলিয়ন টাকা (৯৯%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১৫০ মিলিয়ন টাকা (১%) মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকটির আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে শিল্প খাত, কৃষি ও মৎস্য খাত এবং পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা ও হোটেল খাতে ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৬৫১ মিলিয়ন, ১১৭ মিলিয়ন ও ১২৪৪৭ মিলিয়ন টাকা। এ সময় বিশেষ ঋণ কর্মসূচিতে ঋণের স্থিতি ছিল ৮৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ৩৯ মিলিয়ন টাকার স্থিতি ছিল দারিদ্র বিমোচন খাতে। রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১০৪	১১৭	১২০	১১৯
	ক) শস্য	৩২	৩২	৩১	৩১
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭২	৮৫	৮৯	৮৮
২।	শিল্প :	২০০৭১	২৩৬৫১	২৩৮০৫	২৫৩২৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৯৯২১	২৩৪৮৭	২৩৬২৫	২৫১২৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৫০	১৬৪	১৮০	২০০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	১১১৬১	১২৪৪৭	১৩৪৯৪	১৩২৩৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬৫৯	০	০	০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৮৪	৭৮১	৭৮৪	৭৮৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৮৭	৮৪	৮৫	৮৭
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১২	৩৯	৪১	৪৩
	খ) অন্যান্য	৭৫	৪৫	৪৪	৪৪
৭।	অন্যান্য	১০১৭	১১২৯	১২০৩	১২২০
	সর্বমোট	৩৩৭৮৩	৩৮২০৯	৩৯৪৯১	৪০৭৭৬

* মুলতবি হিসাবে রক্ষিত সুদসহ।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৯ সালের ২১ জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ৮০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন (বিসিসি ফাউন্ডেশনের ৭০% শেয়ার এবং বাংলাদেশ সরকারের ৩০% শেয়ার) নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ৬ জুন ১৯৯১ তারিখে বিশ্বব্যাপী বিসিসিআই বিলুপ্তির কারণে বাংলাদেশ সরকার ৪ জুন ১৯৯২ তারিখে এ ব্যাংকটি অধিগ্রহণ করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা; যার মধ্যে ২০০১ সালের শেষ নাগাদ পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ৪৬১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯৭ জন, যার মধ্যে ২১৭ জন কর্মকর্তা এবং ২৮০ জন কর্মচারী।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক সংমিশ্রণ। ব্যাংকটি ক্ষুদ্র শিল্প খাত প্রসারের জন্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহ এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত। ব্যাংকটিকে মোট ঋণ দানযোগ্য তহবিলের অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করতে হয়।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০০ সালের ডিসেম্বর শেষের ৫৭৬৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৮.৮

সফটওয়্যার শিল্প খাতে ব্যাংকের অর্থায়ন

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৯৮	৪৬১	৪৬১	৪৬১
৪।	আমানত	৫৭৬৯	৭৪৩০	৭৯৮১	৮০১০
	ক) তলবি আমানত	১৪৫৫	১৪৭৫	১৫৮৪	১৬০২
	খ) মেয়াদি আমানত	৪৩১৪	৫৯৫৫	৬৩৯৭	৬৪০৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৬১৯	৬২৬১	৬২৯৮	৬৭৩২
৬।	বিনিয়োগ	১০৭৪	৮৭০	১৩১৭	১৪১৬
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৭৩১	৯৭২২	১০৭৪২	১১৭৬২
৮।	মোট আয়	৮৭৭	১০৪১	৩৫৯	৭৬৬
৯।	মোট ব্যয়	৫৭৩	৬৮৫	২৭৩	৫৪৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৫০	১৩৫০১	৩৯৬০	৯০০০
	ক) রপ্তানি	৫৫৫৭	৫৯৫৮	১৮২০	৪০০০
	খ) আমদানি	৭৯৪৮	৭৫৪৩	২১৪০	৫০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৫২	৪৯৭	৪৯৪	৪৯৮
	ক) কর্মকর্তা	২০৯	২১৭	২১৫	২১৮
	খ) কর্মচারী	২৪৩	২৮০	২৭৯	২৮০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮	১৮	১৮	১৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২৫	২৫	২৫	২৬

শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে ৭৪৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৭৯৮১ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ৩৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ১৯.০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৬২৬১ মিলিয়ন টাকা এবং ৮৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩১৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ২০০০ সালের তুলনায় ৪ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালে ১৩৫০১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ২০০০ সালের ৭৯৪৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫.০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালে ৭৫৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০২ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২১৪০ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ ২০০০ সালের ৫৫৫৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ৫৯৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ১৮২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	৩২	৩১৩	১৯৩৯	২২৫২	১৫৪৬	৩৮৩০
	আদায়	১	২১৪	-	২১৪	-	২১৫
২০০১							
	বিতরণ	-	৫৭৫	২৫৩২	৩১০৭	২০২১	৫১২৮
	আদায়	-	২৭৭	-	২৭৭	-	২৭৭
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	-	২১৮	২৭৩৫	২৯৫৩	৫৩০	৩৪৮৩
	আদায়	-	৮৭	-	৮৭	-	৮৭
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-	৪৩৬	২৯৫৩	৩৩৮৯	৫৫৬	৩৯৪৫
	আদায়	-	১৭৫	-	১৭৫	-	১৭৫

*সাময়িক। **প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	২২৭	২৩৬
	পরিমাণ	২০০	১৯১৯	২১১৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা**	-	১০৪	১০৪
	পরিমাণ	-	৬৪৭	৬৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২@ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	২৩৩	২৪২
	পরিমাণ	২০০	১৯৬৩	২১৬৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২@ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩৫	৩৫
	পরিমাণ	-	৯৬	৯৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৭	২৪
	পরিমাণ	১১৩৪	৩৫	১১৬৯

@ সাময়িক। *প্রাক্কলিত। **২০০১ সালে ৪০ টি নতুন প্রকল্প এবং ৬৪ টি বিদ্যমান প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

ঋণ বিতরণ এবং আদায়

বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ২০০০ সালের যথাক্রমে ৩৮৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ২১৫ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১২৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৬২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ৫১২৮ মিলিয়ন এবং ২৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে যথাক্রমে ৩৪৮৩ মিলিয়ন এবং ৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন

ব্যাংকটি শুরু থেকে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত ২৪২ টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২১৬৩ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে, যার মধ্যে ১৯৬৩ মিলিয়ন টাকা (৯১%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ২০০ মিলিয়ন টাকা (৯%) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে। প্রকল্পের ধরণ হচ্ছে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, সিনথেটিক লেদার, এমব্রয়ডারী, পেপার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, হার্ডবোর্ড, মৎস্য ও চিংড়ী, ফিশিং নেট ইত্যাদি। ২০০১ সালে ব্যাংক ১০৪টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৪৭ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বেসিক ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (গরপৎড়-পৎবফরঃ ঋপযবসব) নামে একটি কর্মসূচী চালু রেখেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সরাসরি বা এনজিও-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাংক ৪৫৯১৩ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে মোট ১২৮.৪০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ২০০১ সালের ডিসেম্বর এবং ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬২৬১ মিলিয়ন টাকা ও ৬২৯৮ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৪৩	৫২৩	৫৩০	৫৬৬
	ক) শস্য	৩৪	৪৪	৪৫	৪৬
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২০৯	৪৭৯	৪৮৫	৫২০
২।	শিল্প :	২৪৭৪	৩২২১	৩২১৭	৩৩৭২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬৮৭	৬২৮	৫৯৭	৫৯৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭৮৭	২৫৯৩	২৬২০	২৭৭৬
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৮	১৯	২০	২১
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১	৮	৯	১০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১২০	১৮৪	১৯৩	২০২
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১২০	১৮৪	১৯৩	২০২
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৭৬৩	২৩০৬	২৩২৯	২৫৬১
	সর্বমোট	৪৬১৯	৬২৬১	৬২৯৮	৭৬৩২

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতা পূর্বকালের ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত পূবালী ব্যাংকের উত্তরাধীকারী হয়ে ১৬০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৩৬ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৮৪ সালে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ মিলিয়ন টাকা এবং এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০৫০ জনে, তন্মধ্যে ২৯৮৭ জন কর্মকর্তা এবং ২০৬৩ জন কর্মচারী। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা।

২০০০ সালের শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ৩০০৯৬ মিলিয়ন টাকা ছিল, যা শতকরা ৭.৮৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের শেষে ৩২৪৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মোট আমানতের এ বৃদ্ধি মেয়াদি আমানত ও তলবি আমানতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা যথাক্রমে ২৫১২১ মিলিয়ন টাকা এবং ৭৩৪৪ মিলিয়ন টাকা হয়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২১৫৭২ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০১ সালের শেষে ২৩৫৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ছিল ৪১৬৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ২৮৯০১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১১২২৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১২৫৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৫১০০ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৭৮৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৬১০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২৪ মিলিয়ন টাকা ও ১২০৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩৫ মিলিয়ন টাকা ও ১০৩ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ২২টি শিল্প প্রকল্পে মোট ৬০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, তন্মধ্যে ৭টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের মার্চ শেষে মোট ৩২২টি প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩০৭ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ১৩২টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ১১৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯০টি

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯৬৮	১০৭৪	১০৭৪	১০৭৪
৪।	আমানত	৩০০৯৬৬	৩২৪৬৫	৩০৫৫৭	৩৩০০০
	ক) তলবি আমানত	৬৪২৭	৭৩৪৪	৬৯৮৬	৭৫০০
	খ) মেয়াদি আমানত	২৩৬৬৯	২৫১২১	২৩৫৭১	২৫৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১৫৭২	২৩৫৮৩	২৩৯৩৪	২৪৫০০
৬।	বিনিয়োগ	৩৮৫৩	৪১৬৫	৪২৯১	৪৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৬৩৭১	৩৯০৩৭	৩১৮৩১	৪২০০
৮।	মোট আয়	৩০৭৪	৩৬৬০	১১৪৪	২০০০
৯।	মোট ব্যয়	২২২৬	২৪৮৯	১০৬৪	১৪৮০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩১০৫৪	২৮৯০১	৬৩১৬	১৮৬০০
	ক) রপ্তানি	১১৬১৭	১১২২৮	২৫৬৬	৬০০০
	খ) আমদানি	১৬৮৭২	১২৫৭৩	২৫৫০	১০০০০
	গ) রেমিটেন্স	২৫৬৫	৫১০০	১২০০	২৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫০৩২	৫০৫০	৫০৫০	৫০৩৩
	ক) কর্মকর্তা	৩০০৩	২৯৮৭	২৯৮৭	২৯৮০
	খ) কর্মচারী	২০২৯	২০৬৩	২০৬৩	২০৫৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪২৫	৪২৫	৪২৫	৪২৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
	ক) বাংলাদেশে	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১১৯ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণ কর্মসূচী

২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৫৮৩ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ৬৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৭৫৫ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ৬৮ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৫	৬০	৬৩	১২৩	৫৯৬	৭২৪
	আদায়	৪	৯	১৯	৩১	১১৭২	১২০৩
২০০১	বিতরণ	০	৭০	৯৫	১৬৫	৬২৪	৭৮৯
	আদায়	১	১৬	৭	২৪	১৫৮৭	১৬১০
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	০	৪৫	৩০	৭৫	২৬০	৩৩৫
	আদায়	০.১	০.১	২০	২১	৮২	১০৩
৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত	বিতরণ	০	৭৫	৩৫	১১০	৩৫০	৪৬০
	আদায়	০.১৫	১৭	২৫	৪২	৬৫৮	৭০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১২৯	১৮৪	৩১৩
	পরিমাণ	১১৯৪	১০৯	১৩০৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫	১৫	২২
	পরিমাণ	৫০	১০	৬০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৩২	১৯০	৩২২
	পরিমাণ	১১৮৮	১১৯	১৩০৭
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৬	৯
	পরিমাণ	৪৫	৮	৫৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩০ জুন ২০০১* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৬	১২	১৮
	পরিমাণ	১০	১৬	২৬

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২২৩	২১৪	২১০	২০৮
	ক) শস্য	৭৯	৭৭	৭৫	৭৪
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৪৪	১৩৭	১৩৫	১৩৪
২।	শিল্প :	১২৫১	১৩০৩	১৩০১	১৪২৬
ক)	বৃহৎ ও মাঝারি	১১৪৫	১১৯৪	১২৮৭	১৩০৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১০৬	১০৯	১১৪	১২১
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	১৬০২০	১৬৩৮৪	১৬৩৮৫	১৬৪৪৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭৫৬	৮২১	৮৬৭	৮৮০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৮	৯৭	১০৪	১১৬
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৮৭	৯৯	১০৬	১১৪
	ক) দারিদ্র বিমোচন	৫৬	৬৪	৬৮	৭২
	খ) অন্যান্য	৩১	৩৫	৩৮	৪২
৭।	অন্যান্য	৩১৫১	৪৬৬৫	৪৬৮২	৪৭১৫
	সর্বমোট	২১৫৭২	২৩৫৮৩	২৩৭৫৫	২৩৯০৫

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন নামে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের পর এটি উত্তরা ব্যাংক নাম ধারণ করে। আবার সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় পুঁজি প্রত্যাহারপূর্বক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে বেসরকারী খাতে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ১৯৮টি শাখা সম্বলিত এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন টাকা। এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন মোট ১০০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তা ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০২ সালের ৩১শে মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায়

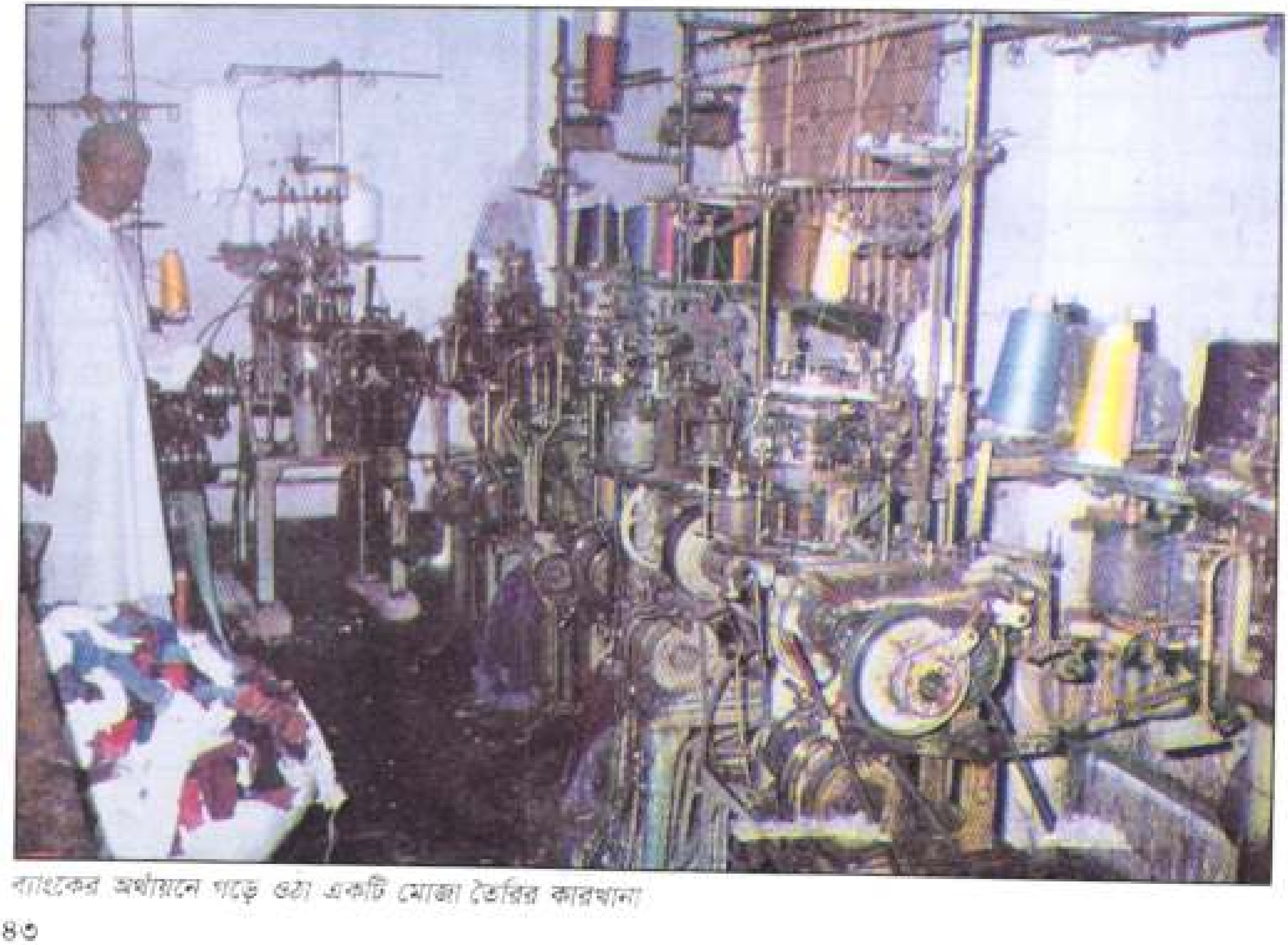

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি মোজা তৈরির কারখানা

১২২৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৫৮ জনে, তন্মধ্যে ২১৮২ জন কর্মকর্তা এবং ৯৭৬ জন কর্মচারী।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দ্রুততম সময়ে দেশে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক (ক) অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদি আমানত (NFCD), (খ) বৈদেশিক মুদ্রা চলতি আমানত (FCAP/FCAD), (গ) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড (WEDB), (ঘ) হোম রেমিটেন্স সেল (HRC) এবং (ঙ) ওয়েজ আর্নার্স বিনিয়োগ সেল (WEIC) গঠন করেছে। বৈদেশিক রেমিটেন্স ব্যবসায় দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য সেভেন ডেজ অ্যাসিউরড পেমেন্ট স্কীম (Seven Days Assured Payment Scheme) নামে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৭০২	১২২৩	১২২৩	১২২৩
৪।	আমানত	২৫৯৪২	২৮৪৩০	২৮৬৬৩	২৯৬০০
	ক) তলবি আমানত	৭৬৫১	৮১৩৪	৭৭৬৯	৮১০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৮২৯১	২০২৯৬	২০৮৯৪	২১৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২২৩০৭	২৪১৮৭	২৫১১৯	২৬১০০
৬।	বিনিয়োগ	৩১৮৪	৩৬৯১	৩৩৩০	৩৭০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩১৪১৯	৩৫৯১৩	৩৭১০০	৩৮৪০০
৮।	মোট আয়	৩০১৫	৩৮১৯	৫৯৮	১২০০
৯।	মোট ব্যয়	১৯৭৩	২২১৬	২১৫	৪৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৮৯৯৮	৫৫৩৩৬	১৪৯৯২	২৯৯০
	ক) রপ্তানি	১৫৫৫০	১৯৩৮৭	৫৪৮৫	১০৯০
	খ) আমদানি	২৯১৬১	২৯৬৩৩	৭৪১৮	১৪৮০০
	গ) রেমিটেন্স	৪২৮৭	৬৩১৬	২০৮৯	৪২০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৯৫৫	৩১৫৯	৩১৫৮	৩১৫১
	ক) কর্মকর্তা	২০৫৫	২১৯৮	২১৮২	২১৮০
	খ) কর্মচারী	৯০০	৯৬১	৯৭৬	৯৭১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৩৯	২৪২	২৪২	২৪২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৯৮	১৯৮	১৯৮	১৯৮
	ক) বাংলাদেশে	১৯৮	১৯৮	১৯৮	১৯৮
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

একটি প্রকল্পও চালু রয়েছে। ট্রেজারীর মাধ্যমে এসব হিসাব পরিচালিত হওয়ায় গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে আরও দ্রুত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ রেমিটেন্স স্কীম চালু করা হয়েছে। এর অধীনে প্রাপকের একাউন্ট উত্তরা ব্যাংকে পরিচালিত হলে বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে প্রেরিত অর্থ প্রাপ্তি দিবসেই প্রাপকের একাউন্টে জমা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে, অন্য ব্যাংকে হিসাব পরিচালিত হলে মেট্রোপলিটন শহরসমূহে ও বিভাগীয় সদরে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং অন্যান্য স্থানে ৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রাপকের ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ডিডির মাধ্যমে প্রাপ্য পৌঁছে দেয়া হয়। এছাড়াও যে সকল গ্রাহকের উত্তরা ব্যাংকে কোন একাউন্ট নেই তাদেরকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের পাসপোর্ট প্রদর্শনপূর্বক বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ নগদ পরিশোধের জন্য ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ট্রান্সফার (Instant Cash Transfer) নামে একটি স্কীমও চালু করা হয়েছে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড তার গ্রাহকদের দ্রুত ও দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য শাখাসমূহকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

২০০১ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৪৩০ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৪৮৮ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.৫৯ ভাগ বেশী। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৬৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৩০৭ মিলিয়ন টাকা, যা ৯৩২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ২৪১৮৭ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ৩৬৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৫৫৩৩৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৩৮৭ মিলিয়ন, ২৯৬৩৩ মিলিয়ন এবং ৬৩১৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ১৪৯৯২ মিলিয়ন

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি ড্রাম ফ্যাক্টরি

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	১৬৫	১১৮০	১৩৪৫	১৯৮৮৩	২১২২৮
আদায়	-	১৫২	৮৫৬	১০০৮	১৪৩১৬	১৫৩২৪
২০০১						
বিতরণ	-	৬৩	২৯৯৬	৩০৫৯	৩০৪৩৭	৩৩৪৯৬
আদায়	-	৪৮	১৮৫৩	১৯০১	২৯৮৯৮	৩১৭৯৯
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	৮৯	৫০২	৫৯১	৬২২৫	৬৮১৬
আদায়	-	৬৪	৪১১	৪৭৫	৫১৫২	৫৬২৭
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	১২৩	৭৬৪	৮৮৭	৭৬৬৩	৮৫৫০
আদায়	-	৯৫	৫৮৭	৬৮২	৬৮৫৫	৭৫৩৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪৮৫ মিলিয়ন, ৭৪১৮ মিলিয়ন এবং ২০৮৯ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৩৩৪৯৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৩১৭৯৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১২২৮ মিলিয়ন ও ১৫৩২৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০৫৯ মিলিয়ন ও ১৯০১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৪৫ মিলিয়ন ও ১০০৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে এই ব্যাংক মোট ৬৮১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৫৬২৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে উত্তরা ব্যাংক ২৪টি প্রকল্পের জন্য মোট ২৯৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, যার মধ্যে ৬টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রকল্পের জন্য ২৭৫২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৮ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পের জন্য ২০৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩৬৯ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৫৭০২ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩৬৬৭ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া, শিল্প খাতে মেশিনারীজ ক্রয়ে সহায়তাদানের জন্য লীজ ফাইন্যান্সিং (Lease financing) নামে বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যার আওতায় ২০০১ সালে ৩৩২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৩	১১৭২	১২৩৫
পরিমাণ	৪০৪৯	৩৫৩৫	৭৫৮৪
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	১৮	২৪
পরিমাণ	২৭৫২	২০৪	২৯৫৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৯	১১৯০	১২৫৯
পরিমাণ	৫৭০২	৩৬৬৭	৯৩৬৯
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৬	৮
পরিমাণ	৮০৭	৩০৫	১১১২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৫	৮
পরিমাণ	১২৫৪	৭০৪	১৯৫৮

* প্রাক্কলিত।

হয়। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

২০০১ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪১৮৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৬৪ মিলিয়ন টাকা। বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার ভাগলপুর শাখার মাধ্যমে ইতোমধ্যে গো-দুগ্ধ উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী পালন খাতে প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০০১ সালে এ খাতে ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড "উত্তরণ" শীর্ষক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে ঋণ সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। ২০০১ সালে এর আওতায় ৪০৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে "ব্যক্তিগত ঋণ প্রকল্প" নামে আরও একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে; যেখানে ২০০১ সালে এর আওতায় ৫০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৩	২৭	২৭	২৬
	ক) শস্য	১১	১২	১২	১১
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১২	১৫	১৫	১৫
২।	শিল্প ঃ	১৭৪৪	২৯৫৭	৩১৫৯	৩৯৮৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৬২১	২৭৫০	২৯০৬	৩৫৭১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১২৩	২০৭	২৫৩	৪১২
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	১০২৩৭	১০৯১৭	১১৫১১	১১২৬০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৬৫৭	২৫১৮	২৫০৩	২৪৮৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৪	৪৮	৪৯	৫৪
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১৪৪	১৬৪	২৩৫	৪৯৯
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	১৪৪	১৬৪	২৩৫	৪৯৯
৭।	অন্যান্য	৭৪৫৮	৭৫৫৬	৭৬৩৫	৭৭৯০
	সর্বমোট	২২৩০৭	২৪১৮৭	২৫১১৯	২৬১০০

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬টি। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহায়তায় বহির্বিশ্ব থেকে স্বদেশে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ব্যাংক বিভিন্ন সেবা কাজ যেমন- ক্রেডিট কার্ড, এটিএম, সঞ্চয়ী বীমা প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, বিশেষ আমানত প্রকল্প ইত্যাদিতে নিয়োজিত আছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৭৪ জনে, তন্মধ্যে ১৪৪৭ জন কর্মকর্তা এবং ৬২৭ জন কর্মচারী।

ব্যাংক ঋণে পরিচালিত একটি চিংড়ী রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৩০	৪৩০	৪৩০	৪৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১১৫	১২৭২	১২৭২	১২৭২
৪।	আমানত	২৩৬১৬	২৪৮৯৭	২১৯৮৪	২৫০০০
	ক) তলবি আমানত	৫৩৬৭	৫৮৬৩	৫০০২	৫৬০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৮২৪৯	১৯০৩৪	১৬৯৮২	১৯৪০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৮৫৫৫	২০২০১	২০৪৯০	২১০০০
৬।	বিনিয়োগ	২৬২৭	২৮৯২	২৬৩৬	২৭০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৭১৪৮	৪৮৭৩২	৪৯২৩২	৪৯৭৩২
৮।	মোট আয়	২৯৮৯	৩২৮৫	৭৮১	১৫৬০
৯।	মোট ব্যয়	২০৬৫	২২৬৫	৫৭৮	১১৩০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৮৭৫৩	৪৭৮২৩	৪৫৯৯	৯২০০
	ক) রপ্তানি	২১৬৭	২২০৭১	১২০৯	২৪০০
	খ) আমদানি	২২৪২০	২০৭৭৩	১৭৬৪	৩৫৫০
	গ) রেমিটেন্স	৪৬৬২	৪৯৭৯	১৬২৬	৩২৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২০২৫	২০৭৩	২০৭৪	২১৯০
	ক) কর্মকর্তা	১৪৬২	১৪৩৪	১৪৪৭	১৫৬৩
	খ) কর্মচারী	৫৬৩	৬৩৯	৬২৭	৬২৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৫৭	১৮১	১৮২	১৮৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৬৬	৭৫	৭৬	৭৬
	ক) বাংলাদেশে	৬৬	৭৫	৭৬	৭৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

২০০১ সাল শেষে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছর শেষের তুলনায় শতকরা ৫.৪২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৮৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত হ্রাস পেয়ে মার্চ শেষে ২১৯৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২০২০১ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৮৯২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি ৪৭৮২৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; তন্মধ্যে রপ্তানি ২২০৭১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২০৭৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৯৭৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৯৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	৭১	১২৬৯	২২৩৯	৩৫০৮	১৩৮৪৮	১৭৪২৭
আদায়	২১	৩১৫	৯৯১	১৩০৬	৫৯৮৩	৭৩১০
২০০১						
বিতরণ	১১৩	৫২২৯	১৩৭১	৬৬০০	২৬৮২০	৩৩৫৩৩
আদায়	৬১	২২০	৭১২	৯৩২	২১৯৯৩	২২৯৮৬
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	১০২	১৭১৮	৯৪৭	২৬৬৫	১৪২১৭	১৬৯৮৪
আদায়	৩১	১৯০	৩৪৯	৫৩৯	৭৫৮২	৮১৫২
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	৫৯	১৭৯৭	৮৫৮	২৬৫৫	১৬৪২০	১৯১৩৪
আদায়	৭	১৬০	২৫১	৪১১	৯৬৩৫	১০০৫৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১০	৩০	১৪০
পরিমাণ	৩৭৬৬	১৪৪	৩৯১০
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮	১২	৩০
পরিমাণ	৭১০	৬৪	৭৭৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২০	৪০	১৬০
পরিমাণ	৩৯৪১	২৪৭	৪১৮৮
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	৭	১১
পরিমাণ	১৭৫	১০২	২৭৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	১২	২২
পরিমাণ	৪০০	১৯৬	৫৯৬

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৬৬	৬৭	৬৮	৭০
	ক) শস্য	৩৬	২৭	২৭	২৮
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩০	৪০	৪১	৪২
২।	শিল্প :	৪০৯৭	৩৯১০	৩৯৮৮	৪১০৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৭৫২	৩৭৬৬	৩৮৪১	৩৯৫৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৪৫	১৪৪	১৪৭	১৫২
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৫৫২১	৬৯৭৬	৭১১৫	৭৩২৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৫১৬	৫২৯	৪৬৮	৫১৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৫০	৬৭	৫৬	৫০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭০০৫	৮৬৫২	৮৭৯৫	৮৯২৯
	সর্বমোট	১৮৫৫৫	২০২০১	২০৪৯০	২১০০০

এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১২০৯ মিলিয়ন, ১৭৬৪ মিলিয়ন এবং ১৬২৬ মিলিয়ন টাকা। সারণি-১-এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক মোট ৩৩৫৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২২৯৮৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৪২৭ মিলিয়ন টাকা ও ৭৩১০ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে ব্যাংকটি কৃষি খাতে ১১৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৬১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১ মিলিয়ন টাকা ও ২১ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৬০০ মিলিয়ন ও ৯৩২ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫০৮ মিলিয়ন টাকা ও ১৩০৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৩০টি প্রকল্পে মোট ৭৭৪ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০১ সালে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩৯১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪১৮৮ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩-এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দেয়া হলো।

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড-এর খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৭ মার্চ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের বর্তমান শাখার সংখ্যা ৭৬। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনবল দাঁড়ায় ১৭২১ জন, যার মধ্যে ১১৩০ জন কর্মকর্তা ও ৫৯১ জন কর্মচারী।

২০০১ সালের শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭১৮৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের শেষে এর

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি কোমল পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	২৪০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬৩	২৬৩	৩৪৩	৩৪৩
৪।	আমানত	১৩৮০৪	১৭১৮৪	১৪২৫৯	১৭২৫০
	ক) তলবি আমানত	২৮৩১	৩৭৮০	৩০৩১	৩৬২২
	খ) মেয়াদি আমানত	১০৯৭৩	১৩৪০৪	১১২২৮	১৩৬২৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৯৬৫	১২৭২৯	১৩৭৫৯	১৪০০০
৬।	বিনিয়োগ	১৬১৪	১৯৭৮	২০৪৪	২২৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৭২০৮	২০৭২৬	২২৫০০	২৫০০০
৮।	মোট আয়	১৩৫৭	১৭৪৯	৭৪৬	১৭৫০
৯।	মোট ব্যয়	১১৬৮	১৩৪২	৬৪৩	১৪৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৭২১	১৮৪৩৮	৫০০৪	১১৫০০
	ক) রপ্তানি	২১৭২	৩৯৮২	১৫৩৬	৩০০০
	খ) আমদানি	৮৬৬৬	১৩৫০৩	৩২১৮	৮০০০
	গ) রেমিটেন্স	৮৮৩	৯৫৩	২৫০	৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬৭৪	১৬৮৮	১৭২১	১৭৭০
	ক) কর্মকর্তা	১০৯২	১০৯৯	১১৩০	১১৬০
	খ) কর্মচারী	৫৮২	৫৮৯	৫৯১	৬১০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৫৫	২৫৫	২৬০	২৬০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
	ক) বাংলাদেশে	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

পরিমাণ ছিল ১৩৮০৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট আমানত ১৪২৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ৯৯৬৫ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০১ সালের শেষে দাঁড়ায় ১২৭২৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০২ শেষে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৭৫৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সাল শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় মোট ১৯৭৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৬১৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ১৮৪৩৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; তন্মধ্যে রপ্তানি ৩৯৮২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩৫০৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৯৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	২৬০	২৪৫	৩৩০	৫৭৫	১১৪৯১	১২৩২৬
আদায়	১৪০	৬৩	১৫৪	২১৭	৮১৮৫	৮৫৪২
২০০১						
বিতরণ	২৭০	৯২০	৯৩০	১৮৫০	১১৫১৭	১৩৬৩৭
আদায়	১৭০	১৬৭	৩৪০	৫০৭	৯১৬৫	৯৮৪২
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	৫	১৫	১৪৬	১৬১	১৭৪৪	২৯১০
আদায়	২	৩	৭৫	৭৮	১৯০৫	১৯৮৫
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	১৭	২৭৬	৩৫৯	৬৩৫	৫৬৮৯	৬৩৪১
আদায়	৭	৪১	১৬৭	২০৮	৩৮৯৫	৪১১০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৩	-	৬৩
পরিমাণ	২৩৭৩	-	২৩৭৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	-	১৭
পরিমাণ	১২৫৪	-	১২৫৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৮	-	৬৮
পরিমাণ	৩০৪৭	-	৩০৪৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৬৭৩	-	৬৭৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৯৭০	-	৯৭০

* প্রাক্কলিত।

৫০০৪ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৫৩৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩২১৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৫০ মিলিয়ন টাকা। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৩৬৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৯৮৪২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৩২৬ মিলিয়ন টাকা ও ৮৫৪২ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০১ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ৫ মিলিয়ন টাকা ও ১৬১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ১২৫৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩০৪৭ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩-এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০২ সালের মার্চ শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট ১৩৭৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (কৃষি খাতে ৭৩ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৪৫৩৮ মিলিয়ন টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাংকের মোট অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ৬৩৮৩ মিলিয়ন টাকা); যা ২০০১-এর শেষে ১২৭২৯ মিলিয়ন টাকা ছিল। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৪১	৬১	৭৩	৮১
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪১	৬১	৭৩	৮১
২।	শিল্প :	৩৪০০	৪১৫৮	৪৫৩৮	৪৬১৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৪০০	৪১৫৮	৪৫৩৮	৪৬১৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৫১৭৯	৬০৯৮	৬৩৮৩	৬৪১০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৯৭	৫৩০	৫৪৩	৫৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬২	৭৯	১১০	১৫০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭৮৬	১৮০৩	২১১২	২১৯৪
	সর্বমোট	৯৯৬৫	১২৭২৯	১৩৭৫৯	১৪০০০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৯ জুন হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কর্মকান্ড শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ২৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ৮০টি এবং মোট জনশক্তি সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮১০ জনে; যার মধ্যে ১১৩১ জন কর্মকর্তা এবং ৬৭৯ জন কর্মচারী।

ব্যাংক ঋণে প্রতিষ্ঠিত একটি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং প্রতিষ্ঠান

২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৪২৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় । যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪২৫৮ মিলিয়ন টাকা ও ৯৯৮৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সাল শেষে এ ব্যাংকের মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৯৪২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৬২ মিলিয়ন টাকা । ২০০১ সালে এ ব্যাংক মোট ১৮৪৪২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৩০৯ মিলিয়ন, ১৩১৩৩ মিলিয়ন এবং ৬২৮ মিলিয়ন টাকা । ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৪০৮৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে । ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৩০২ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৯২২ মিলিয়ন টাকা । এ ক্ষেত্রে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৪৮ মিলিয়ন এবং ৪৪৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংক মোট ৩৮৮০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩৭৩৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সারণি -২-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৩০	২৩০	২৩০	২৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৪৯	৩৪৯	৩৪৯	৩৪৯
৪।	আমানত	১২৩৮৭	১৪২৪৬	১৩২২৭	১৪০০০
	ক) তলবি আমানত	৩৬০৪	৪২৫৮	৩৭৩২	৪০০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৮৭৮৩	৯৯৮৮	৯৪৯৫	১০০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৪৪৪	১০৯৪২	১১৪৫৩	১২০০০
৬।	বিনিয়োগ	২১৬৩	১৯৬২	১৯৫৬	২০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫৯২০	১৮৩৪৯	১৭২৬১	১৭৫০০
৮।	মোট আয়	২১৩৭	২৫২৪	৬২৯	১৬০০
৯।	মোট ব্যয়	১৮৩১	২০২০	৫৩৯	১৩৭০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৯৯৩৩	১৮৪৪২	৪০৮৮	৪৯২৪
	ক) রপ্তানি	৭৩৯৯	৫৩০৯	১৪৬৯	১৬৩৮
	খ) আমদানি	১২৫৩৪	১৩১৩৩	২৬১৯	৩২৮৬
	গ) রেমিটেন্স	৫৬৪	৬২৮	৯১	১৩০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮৪২	১৮১২	১৮১০	১৮১০
	ক) কর্মকর্তা	১১৬৬	১১৩৬	১১৩১	১১২৫
	খ) কর্মচারী	৬৭৬	৬৭৬	৬৭৯	৬৮৫
১২।	বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১০	১১০	১১০	১১০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৯	৭৯	৮০	৮০
	ক) বাংলাদেশে	৭৯	৭৯	৮০	৮০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে ১০০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৭৪২ মিলিয়ন টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে; যার মধ্যে ৩৪৩৭ মিলিয়ন টাকা (৯২%) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য এবং ৩০৫ মিলিয়ন টাকা (৮%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। ২০০১ সালে এ ব্যাংক ১০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৯৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, যার মধ্যে ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা (৯১%) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য এবং ৩৭ মিলিয়ন টাকা (৯%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। শিল্পের আকার ভিত্তিক ব্যাংকটির ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	২৮২	৬৪	৯৮৪	১০৪৮	১৩৩৫২	১৪৪০
	আদায়	১২৩	১১০	-	১১০	১৩০২০	১৩১৩০
২০০১	বিতরণ	-	১০৭	৮৪১	৯৪৮	১৪৩৫৪	১৫৩০২
	আদায়	-	৪৪৯	-	৪৪৯	১৩৪৭৩	১৩৯২২
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	৪৫	২৯৫	৩৪০	৩৫৪০	৩৮৮০
	আদায়	-	১১২	-	১১২	৩৬২৪	৩৭৩৬
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	৮৯	৫৯১	৬৮০	৭৩৪৫	৮০২৫
	আদায়	-	২২৫	-	২২৪	৭১০৩	৭৩২৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৪	৭৩	৯৭
	পরিমাণ	৩৪০১	২৮২	৩৬৮৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৭	১০
	পরিমাণ	৩৫৮	৩৭	৩৯৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	৭৫	১০০
	পরিমাণ	৩৪৩৭	৩০৫	৩৭৪২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
	পরিমাণ	৩৬	২৩	৫৯
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২	৫	৭
	পরিমাণ	৬৬	৩৩	৯৯

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৩৩২৮	৩৬৮৩	৩৭৪২	৩৮১৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩০৬৪	৩৪০১	৩৪৩৭	৩৪৯৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৬৪	২৮২	৩০৫	৩১৮
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫৫২৯	৬৪৭৪	৭০০৮	৭৪৫৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৭৯	৬৪৩	৫৬৩	৫৮০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৬	৭২	৬৯	৭২
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬২	৭০	৭১	৭৮
	সর্বমোট	৯৪৪৪	১০৯৪২	১১৪৫৩	১২০০০

ঋণের স্থিতি

২০০১ সাল শেষে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯৪২ মিলিয়ন টাকা। যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৪৫৩ মিলিয়ন টাকায় । ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮২ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে ২০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৮৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ২০০১ সালের শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪১০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৫৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে ব্যাংকটির ৬৪টি শাখা এবং ১৫৯৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিল।

২০০১ সালে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৯৪১০ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৩৬১৬ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১৫৭৯৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের মার্চ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৬৪২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৪৮৬২ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০০২ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে

ব্যাংক ঋণে পরিচালিত একটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪১০	৪১০	৪১০	৪১০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৩০	৫৪৮	৫৪৮	৫৪৮
৪।	আমানত	১৬৫৯৬	১৯৪১০	১৯৬৪২	২০০৭৫
	ক) তলবি আমানত	৩১৩৫	৩৬১৬	৪৭৫৫	৫১৫৮
	খ) মেয়াদি আমানত	১৩৪৬১	১৫৭৯৪	১৪৮৮৭	১৪৯১৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম*	১২৬৮২	১৪৮৬২	১৬৩১	১৬৬৫৫
৬।	বিনিয়োগ	২৪৩০	২৭০৪	২৭৯৭	২৮২৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫১৬৮	২৯০৩৪	৩০৯২৭	৩১৭২০
৮।	মোট আয়	১৭৮২	২১৯৯	৫৩৫	১১০৯
৯।	মোট ব্যয়	১৬২৩	১৯৩৬	৪০৩	৮১১
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৩১৩৪	২২৩২৫	৬৬৬১	১৩৬০৪
	ক) রপ্তানি	৮৪৩৬	৮২৭৫	২০২১	৪১৫২
	খ) আমদানি	১৩১১৯	১২৪২৮	৪২২৯	৮৬১৩
	গ) রেমিটেন্স	১৫৭৯	১৬২২	৪১১	৮৩৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫৫৫	১৫৯৭	১৫৮৬	১৬৫০
	ক) কর্মকর্তা	১০০৭	৯৪৮	৯৩৬	৯৮০
	খ) কর্মচারী	৫৪৮	৬৪৯	৬৫০	৬৭০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩১০	৩১০	৩১০	৩১৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৬২	৬৪	৬৪	৬৮
	ক) বাংলাদেশে	৬১	৬৩	৬৩	৬৭
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

*=ঋণ ও অগ্রিমের বিপরীতে কোন প্রকার সঞ্চিতি সংস্থান সমন্বয়ের পূর্বে।

১৬৩১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৩২৫ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৮২৭৫ মিলিয়ন, ১২৪২৮ মিলিয়ন এবং ১৬২২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৬৬৬১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ২০০১ সালে ১২৫১৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০৩৩৩ মিলিয়ন টাকা

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	১০০	৫৬৫	৫৮২০	৬৩৮৫	৩৫০৭	৯৯৯২
	আদায়	৪৩	৬১০	৬১৯৯	৬৮০৯	১৩০৮	৮১৬০
২০০১	বিতরণ	১৭৫	৬২৫	৬৫১৫	৭১৪০	৫১৯৮	১২৫১৩
	আদায়	৯৭	৫৮০	৬৫৫০	৭১৩০	৩১০৬	১০৩৩৩
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	৫৫	৭০	১৫৭৫	১৬৪৫	১৪০০	৩১০০
	আদায়	১০	৮৫	১০৯০	১১৭৫	৬৬৭	১৮৫২
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	১০৫	১২০	৩২০০	৩৩২০	২৭৫০	৬১৭৫
	আদায়	৮৫	১৬০	৩১১৫	৩২৭৫	২২৯০	৫৬৫০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪৮	৮৭	১৩৫
	পরিমাণ	১৯৭৮	৬৯৪	২৬৭২
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	১২	১৬
	পরিমাণ	২২৫	৮৮	৩১৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	৯১	১৪০
	পরিমাণ	২০২৩	৭২০	২৭৪৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	৪	৫
	পরিমাণ	৪৫	২৬	৭১
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	১০	১৪
	পরিমাণ	৩০০	৫৫	৩৫৫

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৩৩২	৪১০	৪৮০	৪৯০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৩২	৪১০	৪৮০	৪৯০
২।	শিল্প :	২৪৯৩	২৫০০	২৬৪০	২৬১৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৮৮৭	১৯২০	২০২০	২০১৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬০৬	৫৮০	৬২০	৬০০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৪৮০৫	৬২২০	৬৯০০	৬৯২০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১২৮০	১২৬০	১২৩০	১২০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬০	১৭৫	১৮০	১৮০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৬৩৬	৬৭০	৭০০	৭৫০
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৬৩৬	৬৭০	৭০০	৭৫০
৭।	অন্যান্য	২৯৭৬	৩৬২৭	৪১৮০	৪৫০০
	সর্বমোট	১২৬৮২	১৪৮৬২	১৬৩১০	১৬৬৫৫

ঋণ আদায় করে । এ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৭১৪০ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ এবং ১৭৫ মিলিয়ন টাকা ছিল কৃষি ঋণ। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক শুরু থেকে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৪০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৭৪৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে; যার মধ্যে ২০২৩ মিলিয়ন (৭৪%) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৭২০ মিলিয়ন (২৬%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০০১ সালে এ ব্যাংক ১৬টি প্রকল্পে ৩১৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে; যার মধ্যে ২২৫ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে । শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

১৯৬৭ সালে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মোট শেয়ারের শতকরা ৪০ ভাগের মালিক বাংলাদেশ সরকার । ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড নামে একটি পরিপূর্ণ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪০৬ মিলিয়ন টাকায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ২৬৮ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১৪০ মিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০১ সালে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা বিদেশস্থ ২টিসহ ৫৪টিতে দাঁড়ায়। ২০০১ সালে পাকিস্তানে অবস্থিত ২টি শাখার কার্যক্রম

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	১২	৩৪৮	১৪৮৪	১৮৩২	২৩৮২০	২৫৬৬৪
	আদায়	৭	৪৬৬	১২০৮	১৬৭৪	২৩৮৭৫	২৫৫৫৬
২০০১	বিতরণ	২	৪৪৩	১৪০০	১৮৪৩	১৯৭৬২	২১৬০৭
	আদায়	১	২৬০	১৫৭৭	১৮৩৭	১৮৯৫০	২০৭৮৮
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	২	১২০	৩৬০	৪৮০	৪৯২০	৫৪০২
	আদায়	১	৩৪	১৫৮	১৯২	৪৯৫৫	৫১৪৮
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	৫	২৬০	৭২১	৯৮১	১০৮৩১	১১৮১৭
	আদায়	৪	১১২	৭৩২	৮৪৪	১৫৩০৪	১৬১৫২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সন্তোষজনক ছিল। এছাড়া ব্যাংকটি ওমান নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে স্থাপন করে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী এল এল সি (ওবেক)এবং ১৯৯৪ সালে আইএফআইসি ব্যাংক ও নেপালী নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে কাঠমুন্ডুতে নেপাল-বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপালে আইএফআইসি ব্যাংক ও নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে একটি লীজিং কোম্পানী (নেপাল বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড লীজিং কোম্পানী লিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০১ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত দাঁড়ায় ১৭০৯০ মিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০০০-এ পরিমাণ ছিল ১৬৪৫৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি ৩৬৮৪২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪০৬	৪০৬	৪০৬	৪০৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৬০	৬২৪	৬২৪	৬২৪
৪।	আমানত	১৬৪৫৬	১৭০৯০	১৬০২২	১৭৮২৬
	ক) তলবি আমানত	৩৮০৮	৪০৬৮	৩৫৭২	৪২৮০
	খ) মেয়াদি আমানত	১২৬৪৮	১৩০২২	১২৪৫০	১৩৫৪৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৬২৩৪	১৭০৫৩	১৭৩২৬	১৮১২০
৬।	বিনিয়োগ	৩৩৭৫	১০৩১	২০৫৯	৩৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯৩২৪	২৫৮৮৪	২৪৮৩৯	২৬২৮০
৮।	মোট আয়	২১৪৪	২১৭৪	৪৪২	১২৮৮
৯।	মোট ব্যয়	১৬১০	১৬৩৪	৪১৭	৯৬৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৭৬৫১	৩৬৮৪২	৯১৯৬	২০৪২৩
	ক) রপ্তানি	১৬৬৩৪	১৬৫৩৩	৩৭৭৫	৯১৬৪
	খ) আমদানি	১৭৯৩৯	১৭৪১০	৪৫৯৬	৯৬৫১
	গ) রেমিটেন্স	৩০৭৮	২৮৯৯	৮২৫	১৬০৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭০০	১৭৩৭	১৭৪৯	১৭৫৬
	ক) কর্মকর্তা	১১৫১	১১৮৯	১১৯৮	১২০৩
	খ) কর্মচারী	৫৪৯	৫৪৯	৫৫১	৫৫৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০২	২০২	২০২	২০২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫৪	৫৪	৫৬	৫৮
	ক) বাংলাদেশে	৫২	৫২	৫৪	৫৬
	খ) বিদেশে	২	২	২	২

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	১৭০	২১৬
পরিমাণ	৩৪৯৯	১৪৮৬	৪৯৮৫
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	১৬	২৪
পরিমাণ	১১৩৬	২৩৭	১৩৭৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	১৭৪	২২৩
পরিমাণ	৩৭৭০	১৫০৯	৫২৭৯
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৪	৭
পরিমাণ	২৭১	২৩	২৯৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত *			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	৪	১৩
পরিমাণ	৫৫৮	২৩	৫৮১

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত।

রয়েছে রপ্তানি ১৬৫৩৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৭৪১০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৮৯৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৭০৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৬২৩৪ মিলিয়ন টাকা ছিল। অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

আইএফআইসি ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭
২।	শিল্প :				
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৭৭২	২৮২৫	৩০৬১	৩৩৬২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৭৫৫	৭০৯	৭৬১	৭৮৯
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৩৮৭৫	৪৫১৪	৪৪৩৫	৪৭৮০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৪৪	২০৫	১৮৪	১৮৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২০৯	১৫৭	১৪৫	১৭৩
৭।	অন্যান্য	৮৪০৫	৮৫৬৮	৮৬৬৪	৮৭৫০
	সর্বমোট	১৬২৩৪	১৭০০৩	১৭৩২৬	১৮১২০

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানী; যার মূলধনের শতকরা ৫৯ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক বিনিয়োগকৃত। অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত। ২০০১ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা, ৬৪০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ১২১ টি এবং মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৩১০২ জনে দাঁড়ায়, যার মধ্যে

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি গার্মেন্টস শিল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২০	৬৪০	৬৪০	৬৪০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০৭৫	১৯৯৮	২০০০	২০০০
৪।	আমানত	৩২১১৩	৪১৬৪১	৪৩৯৩৬	৪৫৮২১
	ক) তলবি আমানত	৬০৬৬	৬৮২২	৬৭৩৫	৬৮৭৪
	খ) মেয়াদি আমানত	২৬০৪৭	৩৪৮১৯	৩৭২০১	৩৮৯৪৭
৫।	অগ্রিম ও ঋণ (বিনিয়োগ)	২৭৪৩৭	৩৫২৩৮	৩৫৮১৯	৩৭৮৪৪
৬।	বিনিয়োগ	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪
৭।	মোট পরিসম্পদ (কন্ট্রা ব্যতীত)	৩৯৩৬২	৪৯৫৫২	৫২৪৮০	৫২৬৮০
৮।	মোট আয়	৩২০৮	৪২৬০	১০২৯	২৭৪৫
৯।	মোট ব্যয়	২৮৭৮	৩৬৮৪	৭০০	১৫৪৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৯৮৬০	৫১৮৬৮	১৩৪১১	২৯৫০০
	ক) রপ্তানি	২৫৩২৭	২৫৯০৭	৬০৫৯	১৪০০০
	খ) আমদানি	১৬৮৮৯	১৬০৮২	৩৯৬৩	৯০০০
	গ) রেমিটেন্স	৭৬৪৪	৯৮৭৯	৩৩৮৯	৬৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৬৮৫	৩০৬০	৩১০২	৩২৯০
	ক) কর্মকর্তা	২১৮৬	২৫৫২	২৫৬৩	২৬৬০
	খ) কর্মচারী	৪৯৯	৫০৮	৫৩৯	৬৩০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৭৫	৮১৫	৮৩০	৮৫০
১৩।	শাখা সংখ্যায় (বাংলাদেশ)	১১৬	১২১	১২১	১২১

২৫৬৩ জন কর্মকর্তা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিপালন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে গঠিত একটি "শরীয়াহ কাউন্সিল" আছে।

২০০১ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর মোট আমানতের পরিমাণ ৪১৬৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯৫২৮ মিলিয়ন টাকা বা ৩০% বেশী। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পায় ২২৯৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির ২০০১ সালের অগ্রিম ও ঋণ (বিনিয়োগ) স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭৮০১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫২৩৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ৫১৮৬৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	২৮	২৩৪০	১৫৬৫৯	১৭৯৯৯	৫১৩৭২	৬৯৩৯৯
	আদায়	২৫	৪৮৫	১৭৮৭৬	১৮৩৬১	৪৮২৩২	৬৬৬১৮
২০০১	বিতরণ	৩৫	২১৮৭	১৪০২১	১৬২০৮	৬২৫৫০	৭৮৭৯৩
	আদায়	৩০	৭৪১	১৩৫৯৫	১৪৩৩৬	৫৮৪৪০	৭২৮০৬
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১০	৮৮৪	৫৭৯০	৬৬৭৪	১৮৪৯৭	২৫১৮১
	আদায়	৮	১৫২	৪৫২০	৪৬৭২	১৭৮৬৮	২২৫৪৮
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	২০	২০৩৫	১১৫০	৩১৮৫	৩৬৪৩২	৩৯৬৩৭
	আদায়	১৪	৫০০	৮৬৮৫	৯১৮৫	২৮৬৫৭	৩৭৮৫৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪০	৪৪৭	৪৮৭
	পরিমাণ	১০২৩৩	৯৬২২	১৯৮৫৫
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	৯২	১০৫
	পরিমাণ	৫৯১৯	১৮৩৭	৭৭৫৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪১	৪৪৭	৪৮৮
	পরিমাণ	১০৭২৪	৯৮২৩	২০৫৪৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	১৯	২৩
	পরিমাণ	৪৯১	২০১	৬৯২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত *	প্রকল্প সংখ্যা	৮	২৩	৩১
	পরিমাণ	১৭৮৪	৩৪৫	২১২৯

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৭	৬৪	৭১	৭৫
	ক) শস্য	১৭	২৮	২৩	১৯
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৩৬	৪৮	৫৬
২।	শিল্প :	৯৮৪৯	১২১৫৯	১২৬৯৭	১৩২৪৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪৭৭০	৬৩০৮	৬৩৭৯	৬৩৯২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫০৭৯	৫৮৫১	৬৩১৮	৬৮৫৭
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	১১৬২৬	১৪৭৫৬	১৪৬৫৬	১৫৪৭২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৪২০	২৩৭০	২৫৫২	২৮১৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৯৭	১২৮৫	১৩৭৭	১৪৯৬
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	১৩৬২	১০৫৫	১১২৪	১১৭৯
	ক) দারিদ্র বিমোচন	২৭৩	৩৪১	৩৭২	৩৮৬
	খ) অন্যান্য	১০৮৯	৭১৪	৭৫২	৭৯৩
৭।	অন্যান্য	১১৬৬	৩৫৪৯	৩৩৪২	৩৫৬০
	সর্বমোট	২৭৪৩৭	৩৫২৩৮	৩৫৮১৯	৩৭৮৪৪

২৫৯০৭ মিলিয়ন টাকা, ১৬০৮২ মিলিয়ন টাকা ও ৯৮৭৯ মিলিয়ন টাকা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৭৮৭৯৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ ও ৭২৮০৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯৩৯৯ মিলিয়ন ও ৬৬৬১৮ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৩৫ মিলিয়ন ও ১৬২০৮ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত খাতদ্বয়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০ মিলিয়ন ও ১৪৩৩৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুরী

২০০১ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১০৫টি প্রকল্পের জন্য ৭৭৫৬ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। ২০০১ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটি সর্বমোট ৪৮৭টি প্রকল্পের জন্য ১৯৮৫৫ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্পের জন্য ১০২৩৩ মিলিয়ন টাকা (৫২%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৯৬২২ মিলিয়ন টাকা (৪৮%) মঞ্জুর করা হয়। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ২৩টি প্রকল্পে ৬৯২ মিলিয়ন টাকার শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়। ইসলামী

ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ মঞ্জুরীর তুলনামূলক অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে ব্যাংকের কর্মসূচী ২০০১ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকা এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ ১০০,০০০/- টাকা বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। পুরাতন ও ভাল গ্রাহকের ক্ষেত্রে আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতেও বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া স্বল্প শিক্ষিত বেকার ও কৃষি কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যাংক কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল ও প্রেসার মেশিন ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৭৫০০০/- টাকা বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য "মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ইনভেস্টমেন্ট স্কীম" নামে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে; যার আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে শিল্প স্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ ১০.০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে । এছাড়া দেশের ছিন্নমূল ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত হকারদের জন্য হকার বিনিয়োগ প্রকল্প নামে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীসহ ব্যাংকটির খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক, যা ১৯৮৭ সালের ২০শে মে হতে তফসিলী ব্যাংক রূপে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। সৌদি আরবের দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৬০ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০ মিলিয়ন টাকা। আল বারাকা ব্যাংক সারা দেশে ৩৪টি শাখার মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৩ জন; যার মধ্যে ৪৭৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৬০ জন কর্মচারী।

ব্যাংক ঋণে পরিচালিত একটি অটোমোবাইলস ফ্যাক্টরি

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬০	৮০	৮০	৮০
৪।	আমানত	১০৭৩৬	১৪২৬৩	১২৭৭৮	১৪৬৯৫
	ক) তলবি আমানত	১৬৬৯	২২৪০	১৬৪৩	২০৫৭
	খ) মেয়াদি আমানত	৯০৬৭	১২০২৩	১১১৩৫	১২৬৩৮
৫।	অগ্রিম ও ঋণ (বিনিয়োগ)	৮৭৬০	৯৭১৬	৯১৮৭	১০৭৫৪
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৩০৩	১৪৭৯৮	১৪২৯৪	১৬১১১
৮।	মোট আয়	১০৪১	১২৬৫	১৯৫	৪৮৮
৯।	মোট ব্যয়	৯৬৫	১১৬৬	৩৪২	৬৮৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৭৯৬৫	৮৫৮০	১৮২৩	৪০১৯
	ক) রপ্তানি	১৯৬৮	২৭৭১	৫৭৭	১৪৫০
	খ) আমদানি	৪৮৬৯	৪৫১৮	১০০৮	২০৪০
	গ) রেমিটেন্স	১১২৮	১২৯১	২৩৮	৫২৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৩৭	৬৩৮	৬৩৩	৬৪৬
	ক) কর্মকর্তা	৪৭২	৪৭৬	৪৭৩	৪৮৩
	খ) কর্মচারী	১৬৫	১৬২	১৬০	১৬৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)				
১৩।	শাখা সংখ্যায় (বাংলাদেশ)	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪

২০০১ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মোট আমানত ২০০০ সালের তুলনায় ৩৫২৭ মিলিয়ন টাকা (৩৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৪২৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির আমানত ১৪৮৫ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১২৭৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিম ২০০১ সালে ৯৫৬ মিলিয়ন টাকা (১০.৯১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ৮৫৮০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৭৯৬৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭৭১ মিলিয়ন টাকা, ৪৫১৮ মিলিয়ন টাকা ও ১২৯১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে উক্ত ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৮২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৩	১২৭	১৫৬৩	১৬৯০	৮৪৩৯	১০১৩২
	আদায়	৪	৮০	১৩৪৭	১৪২৭	৮০৪৯	৯৪৮০
২০০১	বিতরণ	৪	১৩৮	১৯৫০	২০৮৮	১০৩৭৮	১২৪৭০
	আদায়	৪	৩৫১	১৫৫৭	১৯০৮	১০০৭২	১১৯৮৪
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	১১	৪৯৫	৫০৬	২৬৬৯	৩১৭৫
	আদায়	-	১৫	৩৮৭	৪০২	২৫৮৫	২৯৮৭
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	৭	১০০	১২০০	১৩০০	৬৬৭০	৭৯৭৭
	আদায়	৬	২৪৭	১০৫০	১২৯৭	৬৫৫০	৭৯৫৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৮৮	-	১৮৮
	পরিমাণ	৪৭৮৭	-	৪৭৮৭
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫৭	-	৫৭
	পরিমাণ	১২১৫	-	১২১৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৯৫	-	১৯৫
	পরিমাণ	৪৬৫৪	-	৪৬৫৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৯	-	১৯
	পরিমাণ	২৭৭	-	২৭৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত *	প্রকল্প সংখ্যা	৩৯	-	৩৯
	পরিমাণ	৫৭৫	-	৫৭৫

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৭	৭	৭	৭
	ক) শস্য	৭	৭	৭	৭
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৪৪৫৯	৪৭৮৭	৪৬৫৪	৫২৫০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪৪৫৯	৪৭৮৭	৪৬৫৪	৫২৫০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২২৪৩	২৬৩৫	২৬৪০	৩৩৫০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৯৩	৭১৭	৭৩২	৯৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৪৪	৪৯৫	৪৯৩	৬৪০
৬।	অন্যান্য	১১১৪	১০৭৫	৬৬১	৫৫৭
	সর্বমোট	৮৭৬০	৯৭১৬	৯১৮৭	১০৭৫৪

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ১২৪৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ১১৯৮৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০১৩২ মিলিয়ন টাকা ও ৯৪৮০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় ২০৮৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৬৯০ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯০৮ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া, কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ মিলিয়ন টাকা ও ৪ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৩৭৮ মিলিয়ন ও ১০০৭২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে উক্ত ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১৭৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৯৮৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৫৭টি শিল্প প্রকল্পের জন্য ১২১৫ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। এর পুরোটাই মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রকল্পের জন্য। ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৯৫টি প্রকল্পের জন্য শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জীভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৫৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

(ওভারসীজ) লিমিটেড (পুনর্গঠন) স্কীম, ১৯৯২-এর বাস্তবায়নকল্পে এবং উক্ত স্কীম অনুযায়ী সংশোধিত/সমন্বিত বাংলাদেশস্থ পূর্বতন বিসিসিআই(ও) এর সমস্ত হ্রাসকৃত/সমন্বিত সম্পদ, দায় ও ক্ষতি নিয়ে ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৭২০ মিলিয়ন ও ১১৯৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২টি ও ৪৯৯ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৪২৯ জন কর্মকর্তা এবং ৭০ জন কর্মচারী।

২০০১ সাল শেষে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৭.২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩২৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭৪৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সাল শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৯৯৪৬ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২২.১৭ ভাগ বেশী। ২০০২ সালের মার্চ শেষে উক্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০৪০৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৫৭ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময় শেষে ব্যাংকটি মোট ১৭২৭২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা

রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পে ব্যাংকের অর্থায়ন

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬০০	৭২০	৭২০	৭২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১০০	১১৯৭	১১৯৭	১১৯৭
৪।	আমানত	১২৩৭৫	১৩২৭৭	১২৭৪৮	১৪০৮৪
	ক) তলবি আমানত	২৪৬০	১৯৩৬	১৭৮৬	২২০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৯৯১৫	১১৩৪১	১০৯৬২	১১৮৮৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮১৪১	৯৯৪৬	১০৪০৮	১১৭৮৮
৬।	বিনিয়োগ	১৮১২	১২৫৭	১১১৪	১২০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬৮৮০	১৮২৮৪	১৭৩২৬	১৮০৫০
৮।	মোট আয়	১৯১৬	২০২৩	৫৩৫	১১৯৩
৯।	মোট ব্যয়	১২৪২	১৩১৯	৩৬৯	৭৫৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০০৮৯	১৭২৭২	৩২৫৭	৯৯৫৭
	ক) রপ্তানি	৭২৮১	৫৪৩২	৯০৩	৩৪৪০
	খ) আমদানি	১২৫৩৩	১১৪১৫	২২৬৪	৬৩৭৫
	গ) রেমিটেন্স	২৭৫	৪২৫	৯০	১৪২
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৫২	৪৯২	৪৯৯	৫০৫
	ক) কর্মকর্তা	৫০৯	৪২২	৪২৯	৪৩৫
	খ) কর্মচারী	১৪৩	৭০	৭০	৭০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৫	৪৭	৪৯	৫৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২১	২২	২২	২২
	ক) বাংলাদেশে	২১	২২	২২	২২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪৩২ মিলিয়ন, ১১৪১৫ মিলিয়ন ও ৪২৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে এই ব্যাংক কর্তৃক মোট ৩২৫৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০৩ মিলিয়ন, ২২৬৪ মিলিয়ন ও ৯০ মিলিয়ন টাকা। ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড মোট ১০৫৯৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮২২১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এ ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৬৬৪ মিলিয়ন ও ১৪১৫৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য ঋণের পরিমাণ ছিল

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৪৫০	২৭৭৭	৩২২৭	১১৪৩৭	১৪৬৬৪
	আদায়	২০০	৩১২৯	৩৩২৯	১০৮২৭	১৪১৫৬
২০০১	বিতরণ	৮৪২	৩২৩১	৪০৭৩	৬৫২৪	১০৫৯৭
	আদায়	৩৪৮	২৭২৪	৩০৭২	৫১৪৯	৮২২১
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১১১	৭১১	৮২২	২৩৬৩	৩১৮৫
	আদায়	৬৩	৬২৫	৬৮৮	১৫৭২	২২৬০
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	৬০৫	১২৫৮	১৮৬৩	২৮৬৮	৪৭৩১
	আদায়	১৭৯	৮৯৬	১০৭৫	২০০৮	৩০৮৩

*সামযিক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১২৫	১০	১৩৫
	পরিমাণ	৯৬৬৮	৫৩	৯৭২১
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২৭	-	২৭
	পরিমাণ	১৭৭৮	-	১৭৭৮
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৩৩	৯	১৪২
	পরিমাণ	৯৯০২	৫০	৯৯৫২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	৩৮৪	-	৩৮৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৭	২৪
	পরিমাণ	১১৩৪	৩৫	১১৬৯

** প্রাক্কলিত।*

৬৫২৪ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে এ ব্যাংক শিল্প খাত থেকে ৩০৭২ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে ৫১৪৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটি কৃষি খাতে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ২০০১ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১৮৫ মিলিয়ন ও ২২৬০ মিলিয়ন টাকা। ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ২৭টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ইউনিটকে মোট ১৭৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ১৩৩টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ইউনিটের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯০২ মিলিয়ন টাকা। ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০১ সালে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ৯৯৪৬ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ৫০০৯ মিলিয়ন, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ২৯৯৭ মিলিয়ন, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৫৫৫ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ১৩৮৫ মিলিয়ন টাকা ঋণের স্থিতি বিদ্যমান। ২০০২ সালের মার্চ শেষে উক্ত ব্যাংকের মোট ১০৪০৮ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ৫৫৮৭ মিলিয়ন, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৩০৫৬ মিলিয়ন, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৪৬৪ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ১৩০১ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৩৪২২	৫০০৯	৫৫৮৭	৬০৯৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৩৮০	৪৯৫০	৫৫৩৫	৬০২৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪২	৫৯	৫২	৬৬
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২৪৮৬	২৯৯৭	৩০৫৬	৩৫০২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৪০	৫৫৫	৪৬৪	৪৮৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৬৮২	১৩৮৫	১৩০১	১৭০৪
	সর্বমোট	৮১৪১	৯৯৪৬	১০৪০৮	১১৭৮৮

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭৫০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৯৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৭ মে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন ও ৪২৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০টি ও ৭৭৭ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৫৯৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৮৪ জন কর্মচারী।

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ শেয়ারড ATM নেটওয়ার্কের সহায়তায় ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের গ্রাহকগণকে দিবা-রাত্রি নগদ উত্তোলন ও বিল প্রদানের সুবিধা দিয়ে আসছে এবং পর্যায়ক্রমে ঢাকা নগরীসহ দেশের অন্যান্য শহরেও এর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি Master Credit Card-এর সদস্য পদ লাভ করার মাধ্যমে গ্রাহকদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম সেবা প্রদানের জন্য একটি নতুন দিগন্তের উম্মোচন করেছে। ব্যাংক কর্তৃক ইতোপূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে MoneyGram, SWIFT-এর সদস্য পদ গ্রহণ এবং Dealing Room Operation-এর সহায়তায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া, চলতি বছরে ব্যাংকটি

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৯০	৪২৯	৪২৯	৪২৯
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮৭	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯
৪।	আমানত	১০৪৬২	১২৬৩১	১২৭৭২	১৩৪০২
	ক) তলবি আমানত	২৩১২	২৩৬৪	২৩৭৫	২৫৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	৮১৫০	১০২৬৭	১০৩৯৭	১০৮৫২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৯৬৫	১০৭৮৯	১১০৬৬	১১৭০১
৬।	বিনিয়োগ	১৭২২	১৭৫৭	১৮০৭	১৮৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৯০৩	২১২৪৭	২১২৫৪	২১৬০৪
৮।	মোট আয়	১৩৭৫	১৭৮০	৪৯৫	১০৩২
৯।	মোট ব্যয়	৯৪৫	১২১২	৩৮২	৭৮০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৭৯৪৫	১৮৫৭৬	৪৬১১	৯২৪৫
	ক) রপ্তানি	৪২১৪	৪৫০৫	১১১০	২৩০৫
	খ) আমদানি	১৩৫৩৪	১৩৭৫৪	৩৪৩০	৬৮০০
	গ) রেমিটেন্স	১৯৭	৩১৮	৭১	১৪০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৯১	৭৫৯	৭৭৭	৮০০
	ক) কর্মকর্তা	৫২৩	৫৭৬	৫৯৩	৬০০
	খ) কর্মচারী	১৬৮	১৮৩	১৮৪	২০০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৫০	২৬৫	২৭২	২৮১
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২৭	২৯	৩০	৩২
	ক) বাংলাদেশে	২৭	২৯	৩০	৩২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

অনলাইন ব্যাংকিং চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে গ্রাহকগণ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজে ও দ্রুততার সাথে টাকা আদান প্রদান করতে পারবে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে সঞ্চয়ে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংকটি বিশেষ আমানত প্রকল্প, বিশেষ সঞ্চয়ী প্রকল্প, ইসলামী ব্যাংকিং প্রকল্প ইত্যাদি নামে নতুন প্রকল্প সেবা প্রবর্তন করেছে। অধিকন্তু, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে কনজ্যুমার ফাইন্যান্সিং এবং লীজ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে।

২০০১ সালের শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের মোট আমানত ১২৬৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। যার মধ্যে তলবি আমানত ২৩৬৪ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১০২৬৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ১০৭৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৭৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮০৭

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	২১	৩৬১	৯৪৫৪	৯৮১৫	৫৯৯৮	১৫৮৩৪
আদায়	০.৪০	৭৬	২৪৫৪	২৫৩০	২৩৭৬	৪৯০৬
২০০১						
বিতরণ	৫৪	৯০৩	৯৮৮৭	১০৭৯০	৭৩০৯	১৮১৫৩
আদায়	১৭	৩৯৭	৫৪৩৮	৫৮৩৫	৫৯৫৭	১১৮০৯
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	৪	১০	১০০০	১০১০	১২০০	২২১৪
আদায়	১৭	১৯	৫০০	৫১৯	৭০০	১২৩৬
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	৬	১৮	১২০০	১২১৮	১৫০০	২৭২৪
আদায়	২০	২৯	৫২৫	৫৫৪	৮৭০	১৪৪৪*

সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩১	২৪	৫৫
পরিমাণ	১০০৬	১০৪	১১১০
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	৭	১১
পরিমাণ	৪৩৫	২৭	৪৬২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	২৮	৬১
পরিমাণ	৯৭৫	৯৯	১০৭৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৪	৭
পরিমাণ	৪০০	৪০	৪৪০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	৬	১২
পরিমাণ	৫১০	৪৪	৫৫৪

* প্রাক্কলিত।

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ১৮৫৭৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫০৪ মিলিয়ন, ১৩৭৫৪ মিলিয়ন ও ৩১৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ৪৬১১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১১০ মিলিয়ন টাকা, ৩৪৩০ মিলিয়ন টাকা ও ৭১ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৮১৫৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১১৮০৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২১৪ মিলিয়ন টাকা ও ১২৩৬ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ১১টি প্রকল্পের জন্য মোট ৪৬২ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট ৬১টি শিল্প প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৭৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির প্রকল্প সংখ্যা ও ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১০৭৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১০৬৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১০৩	৫৪	৫২	৬০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১০৩	৫৪	৫২	৬০
২।	শিল্পঃ	৬০৯	১১১০	১০৭৪	১২০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪৯৬	১০০৬	৯৭৫	১০৮২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১৩	১০৪	৯৯	১১৮
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৬১৮০	৮০১১	৮১০০	৮০৭১
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২০২	৩৪৭	৩৮৭	৬০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৬৮	৮৭৯	৯১০	৯৭০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১০৩	৩৮৮	৫৪৩	৮০০
	সর্বমোট	৭৯৬৫	১০৭৮৯	১১০৬৬	১১৭০১

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ৫০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময় শেষে রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮৩ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৬৬৫ জন কর্মকর্তা এবং ১৮ জন কর্মচারী।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সাল থেকে মাস্টার কার্ড –ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। এ কার্ডের মধ্যে রয়েছে দেশীয় মুদ্রায় লোকাল কার্ড এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক কার্ড। অন লাইন (On Line) ব্যাংকিং সুবিধা প্রবর্তনের ফলে ব্যাংকের গ্রাহকগণ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজে এবং দ্রুততার সাথে টাকা প্রেরণ করতে পারছেন। এছাড়া, এ সুবিধার আওতায় চেকের মাধ্যমে এক শাখার আমানতকারী অন্য শাখায় টাকা জমা ও উত্তোলন করার সুবিধা ভোগ করছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক প্রণীত "কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম"-এর ঋণ সুবিধা ব্যাপক সংখ্যক গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০১ সাল পর্যন্ত এ ব্যাংক উক্ত খাতে ১৭৬৬৮ জন গ্রাহকের মধ্যে ৮৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়াও, এ ব্যাংক "লীজ ফাইন্যান্স"-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইসলামী পদ্ধতিতে সুদমুক্ত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ঢাকার দিলকুশায় একটি ও সিলেটের আম্বরখানায় একটিসহ মোট ২টি ইসলামী শাখা স্থাপন করেছে। শাখা দুটির সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম ও লেনদেন সুদমুক্ত ইসলামি শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হয়। পুঁজি বাজার পরিচালনার জন্য প্রাইম ব্যাংক আলাদাভাবে "Merchant Banking" করার লাইসেন্স পেয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের Dealing Room-এ Reuter Machine স্থাপন করা হয়েছে; যার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে যে কোন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশী টাকার মান সম্বন্ধে অবহিত করা যায় এবং তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচায় সহযোগিতা করা যায়। প্রাইম ব্যাংক SWIFT-এর সদস্য হয়েছে, যার ফলে Letter of Credit Transmission এবং Fund Transfer সঠিকভাবে ও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক কর্তৃক চালুরত উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় প্রকল্পগুলো হলোঃ Contributory Savings Scheme, Education Savings Scheme, Monthly Benefit Deposit Scheme, Insured Fixed Deposit Scheme, Foreign Currency Deposit Account, and Non Resident Foreign Currency Deposit (NFCD) Account।

২০০১ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ১৩২৬০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮৯২ মিলিয়ন ও ৯৩৬৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১৩১৫১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের

পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০৭৫ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৯২৩৩ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ২৭৩০৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার: মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ১২০৩৬ মিলিয়ন, ১২৭২৭ মিলিয়ন ও ২৫৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকে মোট ৭০৪১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে: তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ২৭৩৯ মিলিয়ন, ৩৮৬৬ মিলিয়ন ও ৪৩৬ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সাল শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪৯৯

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪০০	৫০০	৫০০	৫০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৭৪	৮৫৮	৮৫৮	৮৫৮
৪।	আমানত	১১১৬৯	১৩২৬০	১৩১৫১	১৩৫০০
	ক) তলবি আমানত	৩৪৫৯	৩৮৯২	৪৩৪২	৪৪৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	৭৭০৯	৯৩৬৮	৮৮০৯	৯০৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৬৬৮	৯০৭৫	৯২৩৩	৯৫৮৫
৬।	বিনিয়োগ	১৫২৫	১৭৩১	১৭৪৪	১৭৫৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১২৮৪৬	১৫৭৩৭	১৫৮৮২	১৬২৬৫
৮।	মোট আয়	১৫১৬	১৯৮৮	৬৩৭	১৩৭৫
৯।	মোট ব্যয়	৯২২	১২৩১	৪৬০	৯৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩২৬০২	২৭৩০৩	৭০৪১	১৪২৮২
	ক) রপ্তানি	১০১৯২	১২০৩৬	২৭৩৯	৫৬৭৫
	খ) আমদানি	১৯২৮২	১২৭২৭	৩৮৬৬	৭৭৩২
	গ) রেমিটেন্স	৩১২৮	২৫৪০	৪৩৬	৮৭৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫১৮	৬১৩	৬৮৩	৬৯৫
	ক) কর্মকর্তা	৫০১	৫৯৫	৬৬৫	৭৬৫
	খ) কর্মচারী	১৭	১৮	১৮	২০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৫০	৩৯৮	৪০০	৪০৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২১	২৬	২৬	২৮
	ক) বাংলাদেশে	২১	২৬	২৬	২৮
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	৪২১	৮৯	৫১০	১৯২০	২৪৩০
আদায়	-	১০৭	১৮	১২৫	৩৮৪	৫০৯
২০০১						
বিতরণ	৩৩	৫৮৮	১২৫৯	১৮৪৭	৩৬১৯	৫৪৯৯
আদায়	৮	৪৮৪	১৩৩৯	১৮২৩	১৭৩৩	৩৫৬৪
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	৩	১০৫	৪৮৪	৫৮৯	৫০১	১০৯৩
আদায়	১	১৫	৭৫	৯০	১৫৯	২৫০
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	৪	১৩৫	৫২০	৬৫৫	৫৪৮	১২০৭
আদায়	২	১৮	১০০	১১৮	১৭৫	২৯৫

সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৫	১২৩	১৮৮
পরিমাণ	৯৯৩	৬০	৯৯৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯	২০	৩৯
পরিমাণ	১৭৬৩	৬০	১৮২৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৭	১৪৮	২২৫
পরিমাণ	১৮৬৬	৮৫	১৯৫১
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৫	৭
পরিমাণ	২৫	১	২৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	১১	১৬
পরিমাণ	৭৫	২	৭৭

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	৩৩	৩৬	৪০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৩৩	৩৬	৪০
২।	শিল্প ঃ	১৬২৯	১৮৮৫	২০৩৬	২০৯৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১১৪৯	১৮২৫	১৯৫১	২০০৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৮০	৬০	৮৫	৯০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	১৬৪৬	৯৬	১০০	১০৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টে ও ব্যবসা সেবা	৩২০	৩৫৪	৪০৫	৪১৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫০	৪২	৫০	৫৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	২৩৮	৩৭৩	৪০১	৪২৫
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	২৩৮	৩৭৩	৪০১	৪২৫
৭।	অন্যান্য	৩৭৮৫	৬২৯২	৬২০৫	৬৪৫০
	সর্বমোট	৭৬৬৮	৯০৭৫	৯২৩৩	৯৫৮৫

মিলিয়ন ও ৩৫৬৪ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮৪৭ মিলিয়ন ও ১৮২৩ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪৩০ মিলিয়ন ও ৫০৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায় হয়েছে যথাক্রমে ১০৯৩ মিলিয়ন ও ২৫০ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে প্রাইম ব্যাংক ৩৯টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৮২৪ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে; যার মধ্যে ১৭৬৪ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য এবং ৬০ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। ২০০১ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১৮৮টি শিল্প প্রকল্পে ৯৯৩ মিলিয়ন কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০২ সালের মার্চ শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৯২৩৩ মিলিয়ন টাকা; তন্মধ্যে শিল্প খাতে ২০৩৬ মিলিয়ন টাকা, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ১০০ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৪০৫ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৫০ মিলিয়ন টাকা, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ৪০১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৬২০৫ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১২ মার্চ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং উক্ত বছরের ২৫ মে হতে ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭৫ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৪১৩ জন এবং কর্মচারী ১৬২ জন। উক্ত সময় শেষে মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪টিতে।

বৈচিত্র্যময় ব্যাংকিং সেবায় সাউথইস্ট ব্যাংক সর্বদাই বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যে সব ক্ষেত্রে সাউথইস্ট ব্যাংক আন্তরিক ও সময়োপযোগী সেবা প্রদানে এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য, তহবিল সহযোগিতা, মূলধনে অংশগ্রহণ, কর্পোরেট ব্যাংকিং, মাইক্রো ক্রেডিট সুবিধা, চলতি ঋণ ও সিন্ডিকেট ঋণের ব্যবস্থা, লকার সুবিধা এবং লীজিং কোম্পানীসমূহে বিনিয়োগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকটির বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক মাসিক কিস্তি ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে ঃ শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প, বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প, অবসর সঞ্চয় প্রকল্প, মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প, ৩০ দিনের মেয়াদি আমানত প্রকল্প এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদের আমানত প্রকল্প।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড তার দেয় ঋণ সুবিধা বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মধ্যম ও স্বল্প আয়ের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যে কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম প্রকল্প পরিচালনা করছে। ব্যাংকটি পুঁজিবাজার কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব জোরদার করার প্রয়াস নিয়ে Reuter Screen-এর সুযোগের ব্যবস্থা এবং SWIFT (Society for World Wide Interbank Financial Telecommunication)-এর মেম্বার হয়েছে। ঝডওঋঞ-এর মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যবসা পরিচালনা এবং শিল্প বাণিজ্যাদিতে বিনিয়োগার্থ তহবিল স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ব্যাংক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বেসরকারী খাতে বিদ্যুতায়ন, নিউজপ্রিন্ট ও সিমেন্টের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্প্রসারণ এবং গৃহ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করছে।

২০০১ সালে সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ১০৫৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়; তন্মধ্যে তলবি আমানত ৯২০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৯৬৫০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৩৮৮ মিলিয়ন টাকায়; তন্মধ্যে তলবি আমানত ৯৭৪ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৯৪১৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১৭৮ মিলিয়ন টাকায়, যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৯২৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৭২৭ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০১ সালের মার্চ

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৩০	৩৩০	৩৩০	৩৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৩৫	৩৮২	৩৮২	৩৮২
৪।	আমানত	৮৫৭০	১০৫৭০	১০৩৮৮	১৩২৬৫
	ক) তলবি আমানত	৮৬৫	৯২০	৯৭৪	১২৪১
	খ) মেয়াদি আমানত	৭৭০৫	৯৬৫০	৯৪১৪	১২০২৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭০৬২	৯১৭৮	৯২৯১	১১২৪৩
৬।	বিনিয়োগ	১৩৭০	১৭২৭	১৯২৮	২০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৭১১	১৪৪৬৯	১৫৮৭৪	১৬১৬৯
৮।	মোট আয়	১৪৮১	১৯৬৪	৪৯৬	৯৭৪
৯।	মোট ব্যয়	১১২৯	১৪৬২	৩৮৯	৬৭১
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১২৯৬৪	১৫৩১৪	৪০০৩	৮৫২৩
	ক) রপ্তানি	১৩৪৬	২৬৭৫	৬১১	১৫৫৮
	খ) আমদানি	১১২৪২	১২১৮৭	৩২৪৫	৬৯৬৫
	গ) রেমিটেন্স	৩৭৬	৪৫২	১৪৭	৩০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫২৮	৫৭৬	৫৭৫	৫৭৫
	ক) কর্মকর্তা	৩৬৪	৩৯৫	৪১৩	৪১৩
	খ) কর্মচারী	১৬৪	১৮১	১৬২	১৬২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৬৯	২৮০	২৮০	২৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১২	১৩	১৪	১৪
	ক) বাংলাদেশে	১২	১৩	১৪	১৪
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

শেষে ১৯২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ১৫৩১৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ২৬৭৫ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১২১৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৫২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০০৩ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৬১১ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ৩২৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৪৭ মিলিয়ন টাকা। সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সাউথইস্ট ব্যাংক ২০০১ সালে মোট ৩১০৮৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২০৩১৬ মিলিয়ন টাকা আদায়

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	৬০৭	৩৪২	৯৪৯	২১০৩২	২১৯৮১
আদায়	-	২৫৫	১২০	৩৭৫	১৮৬০৫	১৮৯৮০
২০০১						
বিতরণ	-	১১৮০	২৫০	১৪৩০	২৯৬৫৮	৩১০৮৮
আদায়	-	৫৩৬	১৫১	৬৮৭	১৯৬২৯	২০৩১৬
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	২৩৫	১৬১	৩৯৬	৪৭৮১	৫১৭৭
আদায়	-	২৪৫	১৯৬	৪৪১	৩০৩৫	৩৪৭৬
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৪০০	১০০	৫০০	৬৩৫৬	৬৮৫৬
আদায়	-	২৫০	১০	২৬০	৪৬২১	৪৮৮১

সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	১	৩৮
পরিমাণ	২০১২	১	২০১৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪	-	১৪
পরিমাণ	১১০৯	-	১১০৯
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	১	৪৫
পরিমাণ	২৪৮৯	১	২৪৯০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৪৭৭	-	৪৭৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	৬০০	-	৬০০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান	-	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	৯৮৯	১৩১৪	১৪৪৪	১৫৯৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৯৮৮	১৩১৩	১৪৪৩	১৫৯৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১	১	১	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৩৮৫৯	৫৬৩৭	৫৫৭৫	৫৭৫৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৭৩	৯০০	৮৬৭	১১১০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৮	৪৫	৩২	৫৬
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচিঃ	৪৯	১৫	১৮	১৯
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৪৯	১৫	১৮	১৯
৭।	অন্যান্য	১৫৮৪	১২৬৭	১৩৫৫	১৭০৯
	সর্বমোট	৭০৬২	৯১৭৮	৯২৯১	১১২৪৩

করে। এর মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৩০ মিলিয়ন ও ৬৮৭ মিলিয়ন টাকা।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ৫ জুলাই তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালে এ ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০৩ মিলিয়ন টাকা ও ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা। সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে উন্নত সেবা পৌঁছে দেয়াই ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর মূল লক্ষ্য । এ ব্যাংক One Point Customer Service প্রদানের চেষ্টা করে। ব্যাংক ইতোমধ্যেই ডিপোজিট পেনশন স্কীম, বিবাহ সঞ্চয় স্কীম, উপহার চেক স্কীম এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম চালু করেছে। ঢাকা ব্যাংক তার গ্রাহক সেবার পরিধি বিস্তৃত করতে টেলি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। সম্প্রতি ঢাকা ব্যাংক লিঃ গ্রাহকদের অধিকতর সেবার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য M/S. ETN এবং M/S. Vanik (Bd) Ltd-এর সাথে দুটি স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে ঢাকা শহরে ATM-এর সাহায্যে গ্রাহক সেবা দিতে এবং Vanik-এর সাথে দ্বৈত নামে ঈৎবফরঃ ঈধৎফ চালু করেছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল ১৮টি এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ৪৯১ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩৯৩ জন এবং কর্মচারী ৯৮ জন।

২০০১ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭৭০৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানতের পরিমাণ ৫৯৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ছিল ১১৭৪৯ মিলিয়ন টাকা । ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের মোট আমানত ১৭১০১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৯৯৪৪ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে ১০৪৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০০ সালের ৮১৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪৬০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৪৫৮৪ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৬১৮৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৭৬৪৯ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৭৫২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২৩২ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫২৬০ মিলিয়ন ও ২০৪২১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় ছিল যথাক্রমে ৩৬৫১ মিলিয়ন ও ২০৭১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৫৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে মার্চ শেষে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল

যথাক্রমে ৬৮১০ মিলিয়ন ও ৬৩৬৫ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭৬	৩০৩	৩০৩	৫৩১
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	১৭১	৩৫৮	৩৫৮	২৮২
৪।	আমানত	১০৭৪৯	১৭৭০৭	১৭১০১	১৮৫০০
	ক) তলবি আমানত	৪০২৭	৫৯৫৮	৩৮৯৬	৪৫০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৭২২	১১৭৪৯	১৩২০৫	১৪০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৪১৫	৯৯৪৪	১০৪৫৭	১১১৯৩
৬।	বিনিয়োগ	৮১৪	১২৭৪	১৫১৩	১৫৭৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৬৪৬	১৯১৮৪	১৯৬৭১	২১০০০
৮।	মোট আয়	১২০৩	১৯২৬	৭৬৫	১২২৫
৯।	মোট ব্যয়	৯৪৮	১৪৭২	৬২২	৯৫২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০৯১৫	২৪৫৮৪	৭২৩২	১৫৬৬৩
	ক) রপ্তানি	৬৪৯৪	৬১৮৩	১৯২৯	৩৪৪৪
	খ) আমদানি	১৩৮২৮	১৭৬৪৯	৫০৫০	১১৬৫০
	গ) রেমিটেন্স	৫৯৩	৭৫২	২৫৩	৫৬৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যা)	৪০৬	৪৯৫	৪৯১	৫০০
	ক) কর্মকর্তা	৩১৫	৩৯৭	৩৯৩	৪০০
	খ) কর্মচারী	৩১	৯৮	৯৮	১০০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪১৩	৪১৬	৪১৬	৪১৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৪	১৭	১৮	২০
	ক) বাংলাদেশে	১৪	১৭	১৮	২০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	৩৩৫	১১৯৫	১৫৩০	১৭৯৭১	১৯৫০১
আদায়	-	১২৩	১১২৪	১২৪৭	১৬৫৬৫	১৭৮১১
২০০১						
বিতরণ	-	৭০৩	২৯৪৮	৩৬৫১	২১৬০৯	২৫২৬০
আদায়	-	২৭৯	১৭৯২	২০৭১	১৮৩৫০	২০৪২১
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	৩১৯	১৭৩৭	২০৫৬	৪৭৫৪	৬৮১০
আদায়	-	১১৭	১৪৭০	১৫৮৭	৪৭৭৮	৬৩৬৫
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	১৩৮	১২৪০	১৩৭৮	৬৩২৯	৭৭০৭
আদায়	-	৭৫	১১২৩	১১৯৮	৫৭৬৫	৬১৬৩

* সাময়িক । ** প্রাক্কলিত ।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭০	-	৭০
পরিমাণ	৫৭৩৯	-	৫৭৩৯
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২১	-	২১
পরিমাণ	৩২৪৭	-	৩২৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৫	-	৭৫
পরিমাণ	৬২৩৫	-	৬২৩৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৪৯৭	-	৪৯৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	-	১১
পরিমাণ	৮২৭	-	৮২৭

* প্রাক্কলিত ।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	১	১	১
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	১	১	১
২।	শিল্পঃ	১০৯৬	২৩৩১	২৪৪৪	২৭৩৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১০৯৬	২৩৩১	২৪৪৪	২৭৩৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৬৩৯	৮৬৩	১০২২	১১০৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫০	২৯৮	৩০৫	৩১৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬	৪৩	১০১	১১১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচিঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৬২৩	৬৪০৮	৬৫৮৪	৬৯২২
	সর্বমোট	৫৪১৪	৯৯৪৪	১০৪৫৭	১১১৯৩

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক রূপে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালনা করতে অংগীকারবদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক।

২০০১ সালের শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০টিতে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ৭৪১ জন তন্মধ্যে ৫৬৭ জন কর্মকর্তা ও ১৭৪ জন কর্মচারী।

২০০১ সালে শেষে ব্যাংকটির আমানত ছিল ৭৮৯১ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৭৭১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে আল-আরাফাহ্

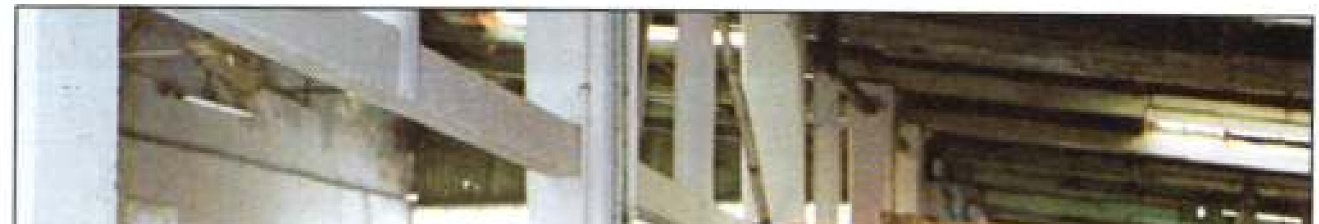

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি

ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম ২০০০ সালের তুলনায় ১৪৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৭৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটি ২০০১ সালে মোট ৮০২১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯০৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৬২৬ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৮৬ মিলিয়ন টাকা।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এবং এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৩	২৫৩	২৫৩	২৫৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯৬৩	২৯১	৩২৪	৩২৪
৪।	আমানত	৭৩০৮	৭৮৯১	৭৭১২	৭৮৯০
	ক) তলবি আমানত	৮০৫	৪৬১৯	৪২০০	৪৩০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৫০৩	৩২৭২	৩৫১২	৩৫৯০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৭২৮	৩৮৭৫	৫০৮৩	৫৪২০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮৫৮৪৯	৮৬৮৭২৩	৯১৯১	৯৫২৬
৮।	মোট আয়	৭৪৮	৩৬০	২৩০	৫০০
৯।	মোট ব্যয়	৫৯২	৩২৮	২১৫	৪২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯৮৩৫	৮০২১	২১৩	৪২৬
	ক) রপ্তানি	৩৩২১	২৯০৯	৬০	১১৯
	খ) আমদানি	৫৮৮৩	৪৬২৬	১২৪	২৪৯
	গ) রেমিটেন্স	৬৩১	৪৮৬	২৯	৫৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৭৪	৬৮৫	৭৪১	৮১৪
	ক) কর্মকর্তা	৫২৩	৫২৬	৫৬৭	৬২৩
	খ) কর্মচারী	১৫১	১৫৯	১৭৪	১৯১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৩৭	৪০	৪০	৪০
	ক) বাংলাদেশ	৩৭	৪০	৪০	৪০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৩	১৭৪	৯১	২৬৫	৮৩৫৪	৮৬২২
	আদায়	০.০৫	৬৯	৪১	১১০	৭৩০৭	৭৪১৭
২০০১	বিতরণ	১৩	১০৮	৩৬	১৪৫	৫৮৪৯	৬০০৭
	আদায়	৮	১১	২৩	৩৪	৫৬০৮	৫৬৫০
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১৭	১৩৮	১৪	১৫২	২৯৫৩	৩১২২
	আদায়	৯	১৮	১১	২৯	২১৯৩	২২৩১
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	৯	১৩	১৪	২৭	২২২৫	২২৬১
	আদায়	৬	১০	৭	১৭	১৭৮২	১৮০৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	৮	৩১
	পরিমাণ	৪৬৬	২৭	৪৯৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩	১০
	পরিমাণ	৩২৩	৭	৩৩০
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৬	১০	৩৬
	পরিমাণ	৫০০	২৮	৫২৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩	২	৫
	পরিমাণ	৩৩	২	৩৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১০	১২	২২
	পরিমাণ	১৭৫	৩৫	২১০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৭৬	৪	৫	১০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৬	৪	৫	১০
২।	শিল্পঃ	৮৭০	৩৫৯	৩০০	৪৪৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৫০	২৯৩	২৭২	৩৭৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫২০	৬৬	২৮	৬৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রস্তোরাঁ/হোটেল	১০৫৩	২৩০৪	৩১৫১	৩৭৫২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩০৪	২৮৫	৫৩৩	৪৫৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৬৩	৪৫	৭৫	৭৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৩০	৯৯	৬৫	৮৮
	ক) দারিদ্র বিমোচন	২	১	১	২
	খ) অন্যান্য	২৮	৯৮	৬৪	৮৬
৭।	অন্যান্য	৯৩২	৭৭৯	৯৫৫	৫৯০
	সর্বমোট	৩৭২৮	৩৮৭৫	৫০৮৩	৫৪২০

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক "সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড" ১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর হতে বেসরকারী তফসিলী ব্যাংক রূপে তার কার্যক্রম শুরু করে। দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং কোম্পানী; যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংক ফরমাল, নন-ফরমাল ও ভলান্টারী ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যাংকটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬১ জনে, যার মধ্যে ৩১৪ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৪৭ জন কর্মচারী।

নন-ফরমাল সেক্টর-এর আওতায় এ ব্যাংক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা উদ্বৃত্ত শ্রম ও সম্পদ সংগ্রহ করে বেকার ও বিত্তহীনদের কর্মসংস্থান, সমাজ সেবা ও সমাজ

ব্যাংক ঋণে স্থাপিত সল্ট ইন্ডাস্ট্রি

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩২	৯৬	৯৬	৯৬
৪।	আমানত	৪৮৬৩	১০৫৬৯	১০২৯১	১৫২৭০
	ক) তলবি আমানত	৪১১	৯৪৮	১২৬১	১৯৮৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৪৪৫২	৯৬২১	৯০৩০	১৩২৮৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৫২৩	৫৪৯৯	৫৭৭৫	৬৬০৪
৬।	বিনিয়োগ	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৬৮৮	১১৩০০	১২৪৫৩	১৩৬০৬
৮।	মোট আয়	৬৪১	৯১৫	৪৩৪	৫৪০
৯।	মোট ব্যয়	৪০৫	৬১৩	৩৪৫	৩১৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৫৪৭	৬১৯৫	২২৩০	৮০২৭
	ক) রপ্তানি	৫৩১	১৪৪০	২৪০	৮৬৪
	খ) আমদানি	২৯৮৩	৪৭২৩	১৭৪০	৬২৬৩
	গ) রেমিটেন্স	৩৩	৩২	২৫০	৯০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩০৭	৩৬১	৩৭৬	৩৯৩
	ক) কর্মকর্তা	২৬৫	৩১৪	৩২৬	৩৩৮
	খ) কর্মচারী	৪২	৪৭	৫০	৫৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৫৯	৯২	১০০	১১০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৪	১৫	১৭	১৯
	ক) বাংলাদেশ	১৪	১৫	১৭	১৯
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী ইত্যাদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। নন-ফরমাল খাতে ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে এ যাবত যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো ক্রেডিট এন্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচী, বস্তি বাসীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচী, বেনারশী শাড়ী ও তাঁত প্রকল্প, মনিপুরি উপজাতীয়দের হস্তশিল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী, সোস্যাল ফলোশীপ কর্মসূচী, অনানুষ্ঠানিক বাস্তব জীবন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্কুল কর্মসূচী।

এ ব্যাংক ভলান্টারী খাতে মূলধন বাজারের কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট স্কীম চালু করেছে। ক্যাশ ওয়াক্ফ হচ্ছে সমাজে

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	৫২	১৪৩	১৯৫	৭৭২১	৭৯১৬
	আদায়	-	২৯	৮৯	১১৮	৫২৯০	৫৪০৮
২০০১	বিতরণ	-	৭২	২৮৪	৩৫৬	১১৫৭৮	১১৯৩৪
	আদায়	-	৩২	২৫৩	২৮৫	৮০৪৭	৮৩৩২
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	৪৬	১২০	১৬৬	৯৬২৫	৯৭৯১
	আদায়	-	১২	৬৭	৭৯	৬৩৫৯	৬৪৩৮
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	১৫৬	২০১	৩৫৭	৯১৭৫	৯৫৩২
	আদায়	-	১৩	৮৭	১০০	৬১৫০	৬২৫০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪	১৮৯	১৯৩
	পরিমাণ	৫৩	৯৩০	৯৮৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২	৫৬	৫৮
	পরিমাণ	৫০	১০৫৫	১১০৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪	১১৮	১২২
	পরিমাণ	৭৩	৭১০	৭৮৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২	৩২	৩৪
	পরিমাণ	৭০	১২৮৪	১৩৫৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২	৫৬	৫৮
	পরিমাণ	১০০	১৫৪৭	১৬৪৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১১২	১৮২	২৩৪	২৩৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪৪	৭০	৬৮	১০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৮	১১২	১৬৬	১৩৬
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	১৯০৩	৩০৯৪	৩২৩১	৪০৯৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৯৩	৩৮৫	৪৩৭	২৬৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৯৫	৩৪৩	৪৬২	৩৬৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৬২	৯২	৮৮	৮৩
	ক) দারিদ্র বিমোচন	৩৪	৬৩	৬৩	৩০
	খ) অন্যান্য	২৮	২৯	২৫	৫৩
৭।	অন্যান্য	১০৫৮	১৪০৩	১৩২৩	১৫৬০
	সর্বমোট	৩৫২৩	৫৪৯৯	৫৭৭৫	৬৬০৪

বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয়পূর্বক এর অর্জিত আয়ের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সেবায় বিনিয়োগ করার একটি মহৎ প্রয়াস।

২০০১ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫৬৯ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে তলবি আমানত ৯৪৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৯৬২১ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪৯৯ মিলিয়ন টাকায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১৯৫ মিলিয়ন টাকা; যার মধ্যে রপ্তানি ১৪৪০ মিলিয়ন, আমদানি ৪৭২৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩২ মিলিয়ন টাকা। সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ইউরোপ-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ৩ জুন হতে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। দি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০১ সাল শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন ও ২০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট ৮ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ ব্যাংকটি পরিচালনা করেন; যার মধ্যে ৫ জন স্থানীয় এবং ৩ জন বিদেশী। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটি ১৩টি শাখার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩৯ জনে, যার মধ্যে ৩৩১ জন কর্মকর্তা।

২০০১ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ছিল ১১৪৫৮ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে ১০৫১৯

ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত একটি বেসরকারী বিদ্যুত কেন্দ্র

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৮০	২০২	২০২	২০২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৩	১১৭	১১৭	১১৭
৪।	আমানত	৬১১৯	১১৪৫৮	১০৫১৯	১২৪৫০
	ক) তলবি আমানত	৪৭৯	১৪০৪	১৬৮৪	১৮৬৭
	খ) মেয়াদি আমানত	৫৬৪০	১০০৫৪	৮৮৩৫	১০৫৮৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৫৮৮	৮০৪৪	৮৩৯৯	৯৩৩৪
৬।	বিনিয়োগ	৭৪২	৭৫২	১০৬০	১৩৪৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৯৬৬	১৩৪৬৩	১৬৫৬৮	১৯৫২১
৮।	মোট আয়	৭৬৭	১২৯৯	৬১৪	১৩৪৪
৯।	মোট ব্যয়	৫২৮	৯০২	৫০২	১০৩৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৯৭৬	১৬৪০০	৩৭৮০	১১৫৩৬
	ক) রপ্তানি	৩৪৩৪	৪৮০১	১২৯০	৪১২৪
	খ) আমদানি	৮৩২৯	১১২১৫	২৪০০	৭০১৯
	গ) রেমিটেন্স	২১৩	৩৮৪	৯০	৩৯৩
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৪৮	৩১৭	৩৩৯	৩৫৯
	ক) কর্মকর্তা	২৪৬	৩০৯	৩৩১	৩৫১
	খ) কর্মচারী	২	৮	৮	৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৫৪	৭০	৭১	৭৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৯	১১	১৩	১৫
	ক) বাংলাদেশ	৯	১১	১৩	১৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০৪৪ মিলিয়ন টাকায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ ৮৩৯৯ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭৫২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি ১৬৪০০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৪৮০১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১১২১৫ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৮৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩৭৮০ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১২৯০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৯০ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	৫১৮	৭৬৫	১২৮৩	১৫২১৯	১৬৫০২
আদায়	-	১২৩	২৫৯	৩৮২	১৩৫৯২	১৩৯৭৪
২০০১						
বিতরণ	১০	১৫০৪	৪৩১৭	৫৮২১	৭৬৭৩	১৩৫০৪
আদায়	৬	২৭৬	৩৫২৭	৩৮০৩	১৮২৮৮	২২০৯৭
৩০ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	২১	৩২৫	১৫৮৪	১৯০৯	৩৯১৫	৫৮৪৫
আদায়	-	১১৮	৭০৮	৮২৬	২১১০	২৯৩৬
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৪৪৬	৩২৫২	৩৬৯৮	৫৪০৪	৯১০২
আদায়	-	৬২	১১০১	১১৬৩	৪৪৫৩	৫৬১৬

* *সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৯	২২	১০১
পরিমাণ	৩৮৩৮	২০৫	৪০৪৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩২	৪	৩৬
পরিমাণ	২৬২৬	২১	২৬৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৮	২২	১১০
পরিমাণ	৪০৮১	২০৫	৪২৮৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	-	৯
পরিমাণ	২৪৩	-	২৪৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২১	২৫	৪৬
পরিমাণ	৮৪১	১৯৭	১০৩৮

* *সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

রাইডার, দুরন্ত, ট্যাক্সী ক্যাব ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য পরিবহন প্রকল্প। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সহজ শর্তে যানবাহন ক্রয়ের জন্য ব্যাংক 'Student Transport Scheme' চালু করেছে। এছাড়া, ব্যাংক স্বাস্থ্য সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে 'First Aid Station.' Mobile Clinic' ও 'Ambulance' ক্রয়ের জন্য 'Rescue Transport Scheme' চালু করেছে। দেশের স্বাস্থ্য সেবা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও উন্নয়নে ব্যাংকের সহায়ক ভূমিকা এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অব্যাহত ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক ফাউন্ডেশনচ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৩৫০৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২২০৯৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০১ সালে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৫৮২১ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ এবং সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	৪	৩১	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৪	৩১	-
২।	শিল্পঃ	১০৭৪	৩৫৬৯	৩৩৫৭	৩৩৪৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৯৯০	৩৫১৭	৩২৩০	৩২৬৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮৪	৫২	১২৭	৭৯
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৯৩৭	১১৩১	১৫১৩	১৫৬৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮৮	৭৩	৮৫	৯৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৯	১৮৪	১৬১	১৬৯
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	২৪০০	২০৮৩	৩২৫২	৪১৫৭
	সর্বমোট	৪৫৮৮	৮০৪৪	৮৩৯৯	৯৩৩৪

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২ জুন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক। ২০০১ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪টি; তন্মধ্যে ২টি পল্লী শাখা এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩৪ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৩২১ জন এবং কর্মচারী ১৩ জন।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো ঃ মাসিক মুনাফা প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, অগ্রিম সঞ্চয় প্রকল্প, দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প, বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প, আজীবন পেনশন স্কীম, কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, ডাক্তার ঋণ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

রপ্তানীমুখী পাদুকা শিল্পে ব্যাংকের অর্থায়ন

২০০১ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২২৩৫ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৪১৫৮ মিলিয়ন টাকা ও ৮০৭৭ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৬৭০৭ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৭৫৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ২২৭৯৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ১০৪৫৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১২০৩১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩০৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম ৩ মাসে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭৪৬ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি ২৮৭৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৮০৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৬৫ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৫	২৭৭	২৭৭	৩১০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১০৪	২৫০	২৫০	২৯৬
৪।	আমানত	৮৬৩৫	১২২৩৫	৯৭০৭	১৩০০০
	ক) তলবি আমানত	৩৪১৯	৪১৫৮	১৬৩০	৩৯০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৫২১৬	৮০৭৭	৮০৭৭	৯১০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৯১৩	৬৭০৭	৭৫৬৪	৮২১০
৬।	বিনিয়োগ	৪৫০	৮৮২	২২২	১১০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৩৬৫	১৩০৭৯	১০৭৯৬	১৪৫০০
৮।	মোট আয়	৬৬৯	১২৬৯	৪৯২	১২০৮
৯।	মোট ব্যয়	৪৭৭	৮৬৫	৩৮২	৯৩৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৬১৪৩	২২৭৯৭	৬৭৪৬	১৪৭৩৯
	ক) রপ্তানি	৬৫৫৪	১০৪৫৮	২৮৭৩	৬৩২০
	খ) আমদানি	৯২২০	১২০৩১	৩৮০৮	৮৩৭৭
	গ) রেমিটেন্স	৩৬৯	৩০৮	৬৫	১৪২
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২১৯	৩০৫	৩৩৪	৩৫৩
	ক) কর্মকর্তা	২১০	২৯২	৩২১	৩৪০
	খ) কর্মচারী	৯	১৩	১৩	১৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০২	১৪৪	১৪৬	১৪৯
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১০	১৪	১৪	১৫
	ক) বাংলাদেশ	১০	১৪	১৪	১৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	২৮৯	১৬৩৭	১৯২৬	২৪৫৯	৪৩৮৫
	আদায়	-	৪৯	১৬৩৭	১৬৮৬	২৪৫৯	৪১৪৫
২০০১	বিতরণ	-	৯৪৬	৪১০৯	৫০৫৫	৩২৫৪	৮৩০৯
	আদায়	-	৩১১	৪১০৩	৪৪১৪	৩২৫৪	৭৬৬৮
৩০ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	২৬০	১১৩০	১৩৯০	৮৫৯	২২৪৯
	আদায়	-	৯৪	১১২৮	১২২২	৮৫৯	২০৮১
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	৫২০	২২৬০	২৭৮০	১৭০০	৪৪৮০
	আদায়	-	১৫৭	২২৩৪	২৩৯১	১৭০০	৪০৯১

*সামন্থিক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	-	৪৪
	পরিমাণ	১৪০৬	-	১৪০৬
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৮	-	১৮
	পরিমাণ	৯৪৬	-	৯৪৬
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫২	-	৫২
	পরিমাণ	১৮১১	-	১৮১১
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	৪০৫	-	৪০৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
	পরিমাণ	৯০১	-	৯০১

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১৪১০	৪৫৪৩	৫০৭০	৫৪৮৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৪১০	৩৮০৯	৪১৯০	৪৫৭১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৭৩৪	৮৮১	৯১৬
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫৭	১৪০	১৬১	১৬৮
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	২৪৫	২৫৯	২৯৬	৩০৭
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	২৪৫	২৫৯	২৯৬	৩০৭
৭।	অন্যান্য	২১০১	১৭৬৫	২০৩৭	২২৪৮
	সর্বমোট	৩৯১৩	৬৭০৭	৭৫৬৪	৮২১০

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক মোট ৮৩০৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৭৬৬৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। উক্ত সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০৫৫ মিলিয়ন টাকা ও ৪৪১৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২৪৯ মিলিয়ন টাকা ও ২০৮১ মিলিয়ন টাকা।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশে উন্নততর প্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতার সমন্বয়ে গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ৩রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তির আওতায় উন্নত মানের ব্যাংকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যার ফলে, গ্রাহকদের অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম সেবা দান সম্ভব হচ্ছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ২৪০ জনে; যার মধ্যে ১৬১ জন কর্মকর্তা। উক্ত সময় শেষে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টিতে।

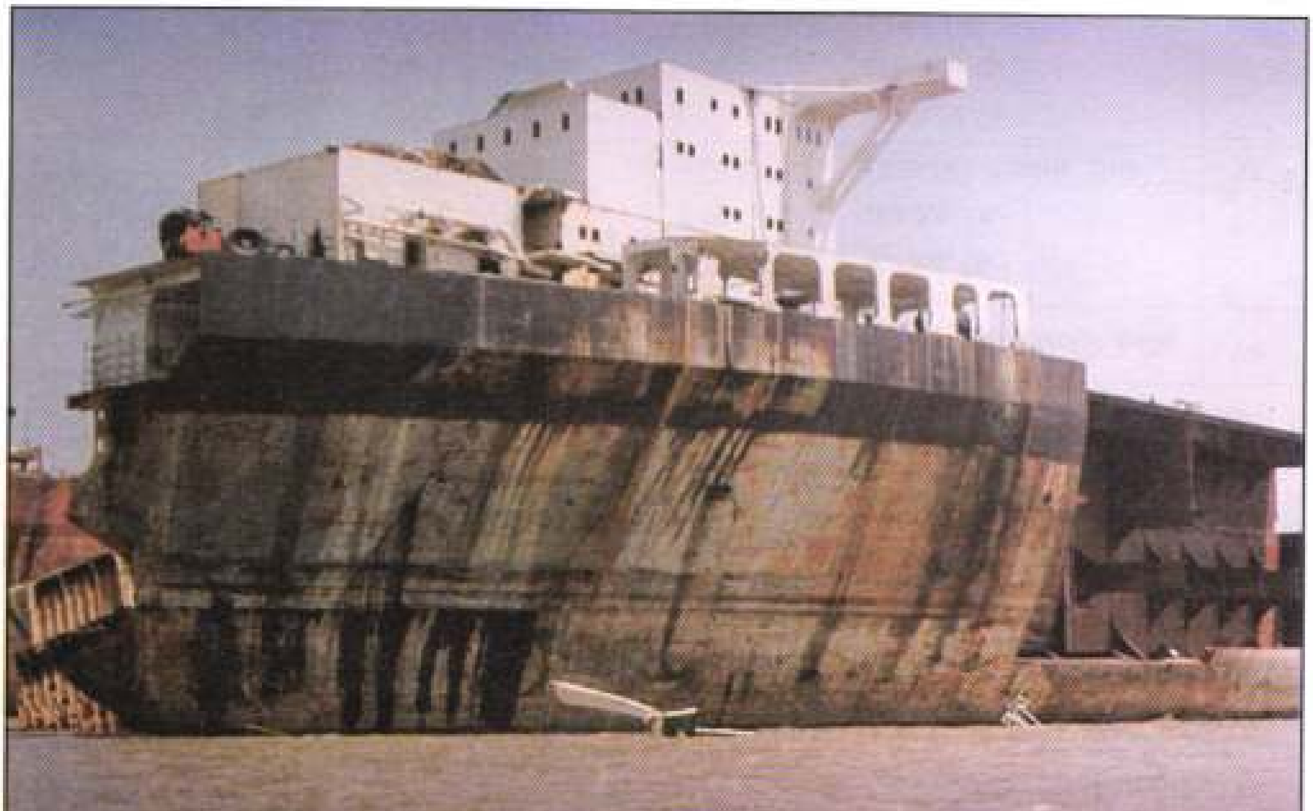

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত শীপ ব্রেকিং প্রকল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১০	১৯	১৯	১৯
৪।	আমানত	২০৫৪	২৭৪৮	২৬৫৩	২৯৫০
	ক) তলবি আমানত	৩৮৩	৫৭৯	৪৮৭	৬০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৬৭১	২১৬৯	২১৬৬	২৩৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৫২	২৩৬৫	২৫৬২	৩০২৮
৬।	বিনিয়োগ	২২২	২৬২	৭০	৩০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৩৩৫	৪০৩৮	৪৭৯১	৫৭৯১
৮।	মোট আয়	৩৩৯	৩২২	১৩৬	৩০০
৯।	মোট ব্যয়	২৮৭	২৪৫	১১৩	২২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৫৪২	৩৩৯৩	১২৫৬	২৫১৩
	ক) রপ্তানি	৮৩	৬৮২	২৪২	৪৮৪
	খ) আমদানি	১৪৫৭	২৬৯৯	১০০৬	২০১২
	গ) রেমিটেন্স	২	১২	৮	১৭
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৪৪	২৪০	২৪০	২৫৫
	ক) কর্মকর্তা	১৮১	১৬১	১৬১	১৭০
	খ) কর্মচারী	৬৩	৭৯	৭৯	৮৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১	১৫	১৬	১৬
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৯	১০	১০	১২
	ক) বাংলাদেশে	৯	১০	১০	১২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

২০০১ সাল শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৪৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৭৯ মিলিয়ন ও ২১৬৯ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ২৩৬৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে এ ব্যাংক মোট ৩৩৯৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮২ মিলিয়ন, ২৬৯৯ মিলিয়ন ও ১২ মিলিয়ন টাকা। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬২৫

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	-	২১০	১১২	৩২২	১২১৮	১৫৪০
	আদায়	-	৩৩	৮০	১১৩	৮২১	৯৩৪
২০০১							
	বিতরণ	-	৩৫২	১৭২	৫২৪	৩১০১	৩৬২৫
	আদায়	-	৪৯	১০৬	১৫৫	১৩৬৪	১৫১৯
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	-	৩৫৩	৪৮২	৮৩৫	৩৬৫৩	৪৪৮৮
	আদায়	-	৯৪	২১২	৩০৬	১৭৯৯	২১০৫
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-	৩৭৩	৭৬৫	১১৩৮	৪৩২৩	৫৪৬১
	আদায়	-	৯৯	২৪২	৩৪১	২৩৫৯	২৭০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	১১	১৮
	পরিমাণ	২৩০	২৯৫	৫২৫
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	১১	১৮
	পরিমাণ	২৩০	২৯৫	৫২৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	১৭	৩১
	পরিমাণ	৪৭০	৩৯০	৮৬০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৬	১৩
	পরিমাণ	২৪০	৯৫	৩৩৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১	১২	২৩
	পরিমাণ	২৬৭	১৬৫	৪৩২

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৬২	৩৬৯	৫৩৯	৬৭৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬২	২১১	২৬৪	৩১২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	১৫৮	২৭৫	৩৬৪
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২২১৯	১১২২	১১৩১	১৩৬৭
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	৩৫	৩৫	৩৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৩১	১৭০	১৯৩	১৯১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২৪০	৬৬৮	৬৬৫	৭৫৬
	সর্বমোট	৭৫২	২৩৬৫	২৫৬২	৩০২৮

মিলিয়ন ও ১৫১৯ মিলিয়ন টাকা; যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ হলো ৫২৪ মিলিয়ন ও ১৫৫ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে কৃষি খাতে এ ব্যাংকের কোন ঋণ কর্মসূচী নেই। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ এবং সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ২২৩ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫টি ও ১৩৩ জন। মোট জনশক্তির ১২২ জন ছিল কর্মকর্তা এবং ১১ জন কর্মচারী।

২০০১ সালে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৯৮ মিলিয়ন টাকা; যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৫৪ মিলিয়ন ও ৫৮৪৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫৫০ মিলিয়ন টাকায়। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৪৩৯২ মিলিয়ন টাকা; যা শতকরা ১০.৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৪৮৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৪০ মিলিয়ন

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত জি পি শীট তৈরির কারখানা

টাকা। ২০০১ সালে এ ব্যাংক মোট ৬৪৬২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; যার মধ্য রপ্তানি ১৫০১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৮৮৬ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৭৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ২৭১৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৫৬৫ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২১৩৩ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ২১ মিলিয়ন টাকা। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড মোট ৫১৯৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৬৭৩ মিলিয়ন টাকা আদায়

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০২	২২৩	২২৩	২২৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩	২১	২১	২১
৪।	আমানত	২২১০	৬৩৯৮	৬৫৫০	৭১২০
	ক) তলবি আমানত	২৪৫	৫৫৪	৫৫০	৫২০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৯৬৫	৫৮৪৪	৬০০০	৬৬০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৬৩০	৪৩৯২	৪৮৫০	৫৫০০
৬।	বিনিয়োগ	২৪০	৫৪০	৭০০	৯০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৭২২	৭৪৩১	৭৮৮০	৮৫৩০
৮।	মোট আয়	৮৫	২১৪	৬৯	১৫২
৯।	মোট ব্যয়	৫৪	৯৪	২৯	৫৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৬১৮	৬৪৬২	২৭১৯	৫১৪৫
	ক) রপ্তানি	১৮৬	১৫০১	৫৬৫	৯০০
	খ) আমদানি	২৩৭০	৪৮৮৬	২১৩৩	৪২০০
	গ) রেমিটেন্স	৬২	৭৫	২১	৪৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০৯	১৩৩	১৩৮	১৪৫
	ক) কর্মকর্তা	৯৮	১২২	১২৬	১৩২
	খ) কর্মচারী	১১	১১	১২	১৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১২	১৮	১৯	২০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৫	৬	৮
	ক) বাংলাদেশে	৪	৫	৬	৮
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	৪৯৬	২৬৩	৭৫৯	৬৬১	১৪২০
	আদায়	-	১০	১০৫	১১৫	২০৫	৩২০
২০০১	বিতরণ	-	১০৮৭	৬৬৪	১৭৫১	৩৪৪৫	৫১৯৬
	আদায়	-	১৫৫	৪৫৭	৬১২	২০৬১	২৬৭৩
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	১৫০	১০৫	২৫৫	৮৬৮	১১২৩
	আদায়	-	২১	৭৫	৯৬	২১১	৩০৭
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	১১০	১২০	২৩০	৯০০	১১৩০
	আদায়	-	২২	৮০	১০২	৫০০	৬০২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৮২	৯	৯১
	পরিমাণ	২২০২	১৫০	২৩৫২
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	৮	৪১
	পরিমাণ	৯৮৯	১৩০	১১১৯
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৯৩	১০	১০৩
	পরিমাণ	২৫৮৫	১৬০	২৭৪৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১১	১	১২
	পরিমাণ	৩৮৩	১১	৩৯৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩	১০
	পরিমাণ	৫৫০	৬০	৬১০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৩	১২	১৩	১৩
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩	১২	১৩	১৩
২।	শিল্প :	৪১৪	১৫০১	১৫৪৮	১৬৩৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৩৪	১৪২১	১৪৬২	১৫৫০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮০	৮০	৮৬	৮৮
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২৫০	২০১	৫১৭	৫২০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬৫	২৫	২৬	২৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৯	৬৯	৭০	৮৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৬৯	৫১	৫২	৫৫
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৬৯	৫১	৫২	৫৫
৭।	অন্যান্য	৭৭০	২৫৩৩	২৬২৪	৩১৬১
	সর্বমোট	১৬৩০	৪৩৯২	৪৮৫০	৫৫০০

করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১২৩ মিলিয়ন টাকা ও ৩০৭ মিলিয়ন টাকা। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ৩৩টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ৯৮৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ১১টি প্রকল্পে মোট ৩৮৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) ১৯৯৯ সালের ৩ আগস্ট হতে বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখার মানসে এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাংক রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন করে থাকে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে এক্সিম ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে।

এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২২৫ মিলিয়ন টাকা। পাবলিক অফারিং-এর মাধ্যমে এ ব্যাংকের

ব্যাংক ঋণে স্থাপিত একটি নিটিং ফ্যাক্টরি

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২৫	২২৫	২২৫	২২৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮	১২০	১২৪	১২৮
৪।	আমানত	৩৯৩৫	৭৩৯০	৬৪২১	৭০৩০
	ক) তলবি আমানত	৮৯৬	১৯৪৩	১৫০৭	১৭৫৭
	খ) মেয়াদি আমানত	৩০৩৯	৫৪৪৭	৪৯১৪	৫২৭৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১৭১	৫১৩৩	৫৫৪২	৫৯৫৩
৬।	বিনিয়োগ	৩৪৫	৮২৯	৭৯৭	৮৭০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৩০১	৮০৩৫	৭২০৮	৮৩৪৮
৮।	মোট আয়	১৮৭	৪২০	৩২১	৭৫০
৯।	মোট ব্যয়	৮৮	১৪৬	২৬৪	৫৮০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৭১০৬	১৬৩৬৫	৫৩৩৮	৯৭৫০
	ক) রপ্তানি	২৭৯৭	৭৪৪২	২০৩৯	৪৫০০
	খ) আমদানি	৪২০০	৮৫২০	৩১৭৬	৫০০০
	গ) রেমিটেন্স	১১০	৪০৩	১২৩	২৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৩৭	৩৫৭	৩৯৪	৪২০
	ক) কর্মকর্তা	১৭৪	২৮৭	৩২১	৩৪১
	খ) কর্মচারী	৬৩	৭০	৭৩	৭৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংকে (সংখ্যায়)	১৫৪	১৭৫	১৭৬	১৭৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭	১০	১২	১৫
	ক) বাংলাদেশে	৭	১০	১২	১৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

পরিশোধিত মূলধন ৪৫০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে। ২০০১ সালে এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩৯০ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে তলবি আমানত ১৯৪৩ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৫৪৪৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি ১৬৩৬৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি ৭৪৪২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮৫২০ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৪০৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালের শেষে ব্যাংকটির অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১৩৩ মিলিয়ন টাকা ও ৮২৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ১২টি। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ৩৯৪ জন। তন্মধ্যে ৩২১ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৭৩ জন কর্মচারী।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	১৮৩	৫৭৮	৭৬১	১৩৪৬	২১০৭
আদায়	-	১১	১০০	১১১	৪০২	৫১৩
২০০১						
বিতরণ	৩৫	১৯৪	৪৩২	৬২৬	১০৭৮	১১৪৪৮
আদায়	০.১৫	৪৫	৭২	১১৭	৭২৫৪	৭৩৭১
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	৩৮	১৬	৩৫	৫১	৮৬৪	৯৫৩
আদায়	৩০	৪	৬	১০	৫৮১	৬২১
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	৭৬	৩১	৬৯	১০০	১৭২৮	১৯০৪
আদায়	৬০	৭	১১	১৮	১১৬২	১২৪০

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৮	৩	১০১
পরিমাণ	১৭৬৩	৮	১৭৭১
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫০	৩	৫৩
পরিমাণ	১৭৬৩	৮	১৭৭১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১২	-	১১২
পরিমাণ	১৯০৪	৮	১৯১২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪	-	১৪
পরিমাণ	১৪১	-	১৪১
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৩২	-	৩২
পরিমাণ	২৮২	-	২৮২

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৩৯	-	-
২।	শিল্প :	১১৮	১৭৭১	১৯১২	২০৫৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৯৫	১৭৬৩	১৯০৪	২০৪৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৩	৮	৮	৯
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	১০০৩	২২২৯	২৪০৭	২৫৮৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৩	১১৮	১২৭	১৩৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০১	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৯১৬	৯৭৬	১০৯৬	১১৭৬
	সর্বমোট	২১৭১	৫১৩৩	৫৫৪২	৫৯৫৩

এক্সিম ব্যাংক ব্যাংকিং সেবায় বৈচিত্র আনয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে মাসিক আয় প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প, সুপার সেভিংস, মাল্টি প্লাস সেভিংস এবং স্মার্ট সেভার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাংক ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আরও যে সব সেবা দক্ষতার সাথে দিয়ে যাচ্ছে সেগুলো হলো- রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা ও অর্থায়ন, সরাসরি ঋণপত্র খোলার সুবিধা, বাণিজিক ঋণ, কর্পোরেট ঋণ, শিল্প ঋণ, প্রকল্পে অর্থায়ন, পুঁজিবাজার কার্যক্রম, সিন্ডিকেট ফাইন্যান্স, লীজ ফাইন্যান্স, হায়ার পারচেজ, বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব, রিয়েল এস্টেট ফাইন্যান্স, লকার সুবিধা, এনএফসিডি এবং আরএফসিডি। এক্সিম ব্যাংকের অগ্রগতির সার্বিক চিত্র সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে এক্সিম ব্যাংক শিল্প ঋণসহ মোট ১১৪৪৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং এর বিপরীতে ৭৩৭১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৫৩ মিলিয়ন ও ৬২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

এক্সিম ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিসংখ্যান সারণি-৩ ও ৪-এ দেয়া হলোঃ-

সারণি-৩

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

সাবেক বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (বিসিআই)কে পুনর্গঠন করে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার ১৩ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে একটি আইন পাশ করে। এ আইনের বিধান মোতাবেক সাবেক বিসিআই কে পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ তারিখে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ১লা জুন বিসিআই লিমিটেড একটি ব্যাংকিং কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ-এর অনুমোদিত মূলধন ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মুলধন ৯২০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ নিম্নবর্ণিত হারে ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়ঃ

ক) ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ (অতঃপর 'ক' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লিখিত) ২০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

খ) তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অতঃপর 'খ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লিখিত) ২০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

গ) আমানতকারী (অতঃপর 'ক' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লিখিত) ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের নিকট হতে কোন আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু করতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমানতকারীরা ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ক্রয় করলেই সরকার ৩০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ারের অর্থ যোগান দেবে। আমানতকারীরা ৫২০ মিলিয়ন টাকার বেশী শেয়ার কিনতে আবেদন করেন এবং তাদের ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। ফলশ্রুতিতে অর্থ মন্ত্রণালয় ৩০০ মিলিয়ন টাকার মূলধন যোগান দিলে ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু করার পথ সুগম হয়। অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন টাকার মূলধন সংগ্রহের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে আমানতকারীগণের নিকট শেয়ার বিক্রি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১২ জন (ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ); তন্মধ্যে ৮ জন সরকার কর্তৃক নিয়োজিত এবং বাকী ৪ জন আমানতকারীদের মধ্যে হতে নির্বাচিত।

১৯৯৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রিন্সিপাল শাখা খোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ-এর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। প্রচলিত সেবা খাত ছাড়াও এ ব্যাংক ৮টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছেঃ কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম, স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য পেনশন স্কীম, মাসিক মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদি আমানত প্রকল্প, শেয়ার বিনিয়োগ সহায়তা প্রকল্প, লকার সুবিধাসহ বিল কালেকশনের ব্যবস্থা, সুদবিহীন আমানত ও ঋণ প্রকল্প, চাকুরীজীবীদের জন্য বিশেষ ঋণ প্রকল্প এবং স্বল্পবিত্ত বেকার মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজনকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮২০	৮২০	৮২০	৯২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪	১০	১০	১০
৪।	আমানত	১৬০৮	১৯৬৪	১৯৪৩	২৪৬০
	ক) তলবি আমানত	৮৭৮	৬৮৮	২২৮	৩৬০
	খ) মেয়াদি আমানত	৭৩০	১২৭৬	১৭১৫	২১০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩১১	১৯৩১	২০৩২	২১৫২
৬।	বিনিয়োগ	৩৩	১০	১১	১৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১২২৪	৩২৫৪	৪০৬৭	৪৬৭৭
৮।	মোট আয়	১১৪	২০০	৫০	১৬৭
৯।	মোট ব্যয়	১৪০	১৯৮	৫৭	১২৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৩	৪৫৭	৫৩	১০৫
	ক) রপ্তানি	১	৫২	২৮	৩০
	খ) আমদানি	৪২	৪০৫	২৫	৭৫
	গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৭২	৩৮৪	৩৮৪	৪০০
	ক) কর্মকর্তা	২০৮	২২১	২২১	২৩০
	খ) কর্মচারী	১৬৪	১৬৩	১৬৩	১৭০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮	১০	১০	১০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২৪	২৪	২৪	২৬
	ক) বাংলাদেশে	২৪	২৪	২৪	২৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৪ জন তন্মধ্যে ২২১ জন; কর্মকর্তা। ২০০১ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৬৪ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে তলবি আমানত ৬৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১২৭৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৩১ মিলিয়ন টাকা ও ১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ৪৫৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৫২ মিলিয়ন টাকা ও ৪০৫ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	-	-	-	১০০	১০০
আদায়	-	-	-	-	১২০	১২০
২০০১						
বিতরণ	-	৭৫	২৩	৯৮	৪৭৩	৫৭১
আদায়	-	-	-	-	১১৩	১১৩
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	১৬	-	১৬	২৮	৪৪
আদায়	-	-	-	-	১৭	১৭
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	২৫	৩০	৫৫	৩২	৮৭
আদায়	-	৫	-	৫	২০	২৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২৬	-	২৬
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২৬	-	২৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	২৫		২৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	২৫	-	২৫

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	-	২৬	২৬	৪৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	২৬	২৬	৪৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৯৪৪	১৪৬৬	১৫৭৫	১৬৩১
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	৭৫	৯১	৯৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৬	৩৩	-	৩৮
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৩৪১	৩৩১	৩৪০	৩৪২
	ক) দারিদ্র বিমোচন	৪০	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৩০১	৩৩১	৩৪০	৩৪২
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	১৩১১	১৯৩১	২০৩২	২১৫২

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ১৯৯৯ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ব্যাংকটির মোট জনশক্তি ছিল ১২৫, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১০০ ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৫। বর্তমানে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৭টি।

২০০১ সাল শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৩৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সাল শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯১০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪০০ মিলিয়ন টাকা।

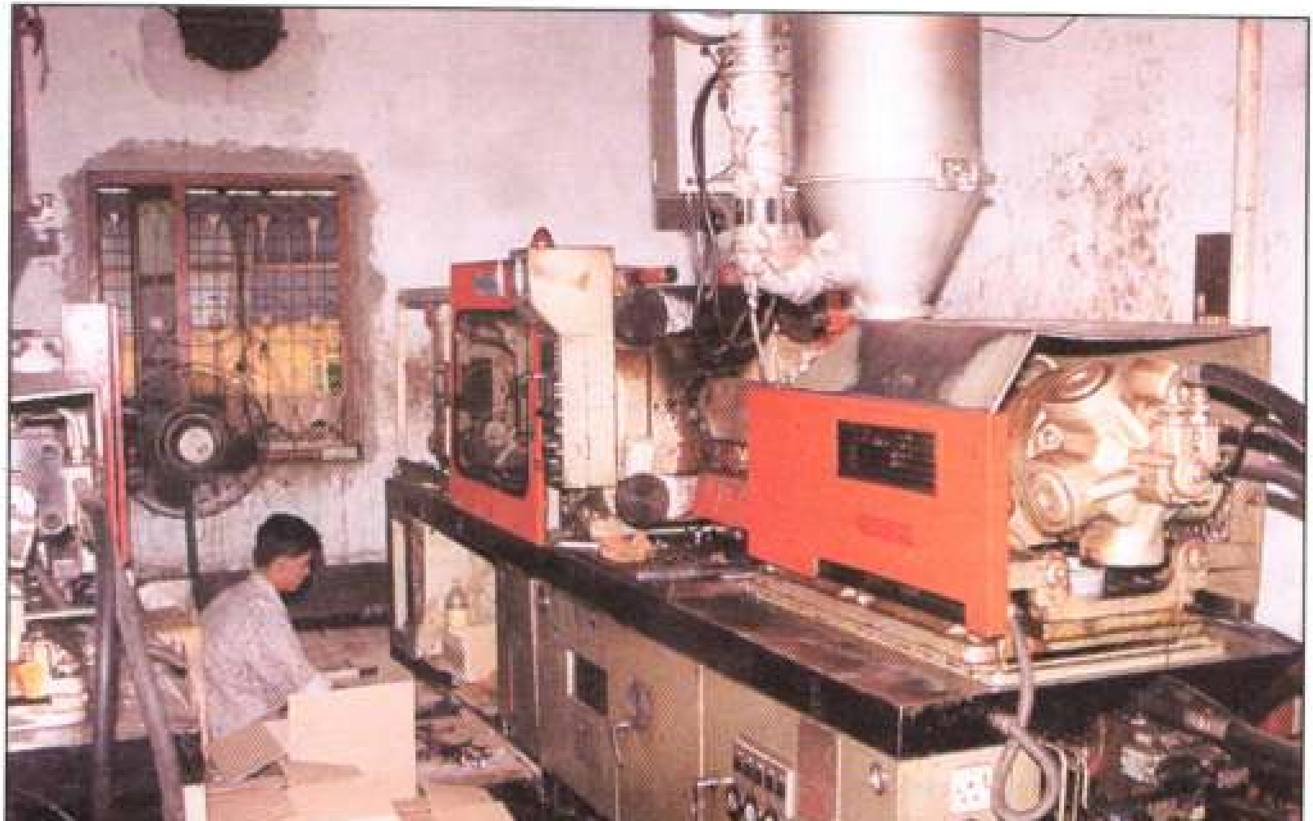

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি অডিও ক্যাসেট তৈরির কারখানা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮	২৭	২৭	২৭
৪।	আমানত	১৬৭৪	৩৩৫৮	৩৭০০	৪১০০
	ক) তলবি আমানত	১৮৮	৪৫৮	৩৯৫	৪৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৪৮৬	২৯০০	৩৩০৫	৩৬৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬০২	১৯১০	২৩০০	২৭০০
৬।	বিনিয়োগ	১২৫	৩১৫	৪০০	৪২৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯১৪	৩৭১৬	৪১৫০	৪৪৭৫
৮।	মোট আয়	১৭৮	৪২৯	১৪০	৩০০
৯।	মোট ব্যয়	১৫৮	৩২১	১০৫	২২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০৪৯	৪৫৮০	১৫৯৫	৩১২০
	ক) রপ্তানি	৪৮৫	১১৩০	৪৩৫	৮০০
	খ) আমদানি	১৫৩৩	৩৪১২	১১৪৮	২৩০০
	গ) রেমিটেন্স	৩১	৩৮	১২	২০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৮	১০১	১২৫	১৩০
	ক) কর্মকর্তা	৫৪	৭৭	১০০	১০০
	খ) কর্মচারী	১৪	২৪	২৫	৩০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪	১৪	১৯	১৯
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৭	৭	৮

এ ব্যাংক ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ১৯টি ব্যাংকের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেনের জন্য সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে। তন্মধ্যে সিটি ব্যাংক এন এ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এন্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, মাশরেক ব্যাংক-দুবাই, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, ব্যাংক অব টোকিও মিটসুবিশি- জাপান, কমার্জ ব্যাংক- জার্মানী, ডয়েস ব্যাংক- জার্মানী, উবাফ ব্যাংক- ফ্রান্স, ডেনডেসকি ব্যাংক এ/এস-ডেনমার্ক, ক্রেডিট লাইওনেইজ- ইন্দোনেশিয়া এবং লয়েড এস বি ব্যাংক- লন্ডন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালে ব্যাংকের বৈদেশিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৪৫৮০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৯৫ মিলিয়ন টাকা।

আমানত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাংক ইতোমধ্যে ৪টি সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্পগুলো হলোঃ ব্রিক বাই ব্রিক সঞ্চয় প্রকল্প, সঞ্চয় প্রতিদিন প্রকল্প, মাসিক মুনাফা ভিত্তিক

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	১৫	২৪২	২৫৭	৫৫১	৮০৮
	আদায়	১০	১৮	২৮	১৭৮	২০৬
২০০১	বিতরণ	২৫১	৬৫০	৯০১	১২৪৯	২১৫০
	আদায়	২৩	২১৫	২৩৮	৬০২	৮৪০
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১১৫	১৩৫	২৫০	৩৮০	৬৩০
	আদায়	২৭	৪৫	৭২	১৪৯	২২১
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	২৩৭	৩৪২	৫৭৯	৭৩০	১৩০৯
	আদায়	৮২	১৩৩	২১৫	২৯২	৫০৭

*সামায়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১১	৫	১৬
	পরিমাণ	৪৩৭	২৬	৪৬৩
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১১	৩	১৪
	পরিমাণ	৪৩৭	১৪	৪৫১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১১	৫	১৬
	পরিমাণ	৪৩৭	২৬	৪৬৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
	পরিমাণ	১০০	১৫	১১৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	৬
	পরিমাণ	২০০	২৩	২২৩

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	২২৯	৬৬০	৮০৬	৮৭০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	৪২৯	৫৮০	৬৩০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২২৯	২৩১	২২৬	২৪০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৮২	৩৭২	৫৯৮	৬৮৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৪	৫	৫	৬
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৪	৫	৫	৬
৭।	অন্যান্য	২৮৭	৮৭৩	৮৯১	১১৩৬
	সর্বমোট	৬০২	১৯১০	২৩০০	২৭০০

মেয়াদি আমানত প্রকল্প এবং উৎসব সঞ্চয় প্রকল্প। ইতোমধ্যে সঞ্চয় প্রতিদিন প্রকল্প এবং উৎসব সঞ্চয় প্রকল্প বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ব্যাংকের ঋণ সুবিধা শুধু বিত্তবানদের মাঝে সীমিত না রেখে স্বল্প ও সীমিত আয়ের ব্যাপক জনগোষ্ঠির মাঝে পৌঁছে দেয়া ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক "ভোগ্যপণ্য ক্রয় সহায়তাচ" ঋণ প্রকল্প চালু করেছে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো ।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়, আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ এবং ৪-এ দেখানো হলো।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯টি। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৩ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা হলো ২০৯ জন।

২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানত ছিল ৩৪৯০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৮৮২ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২৬০৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে মোট আমানত-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৩০ মিলিয়ন টাকা; যার মধ্যে তলবি আমানত ১০৫১ মিলিয়ন এবং মেয়াদি আমানত ২২৭৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংক ৩৭৯৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ১৫১৪ মিলিয়ন,

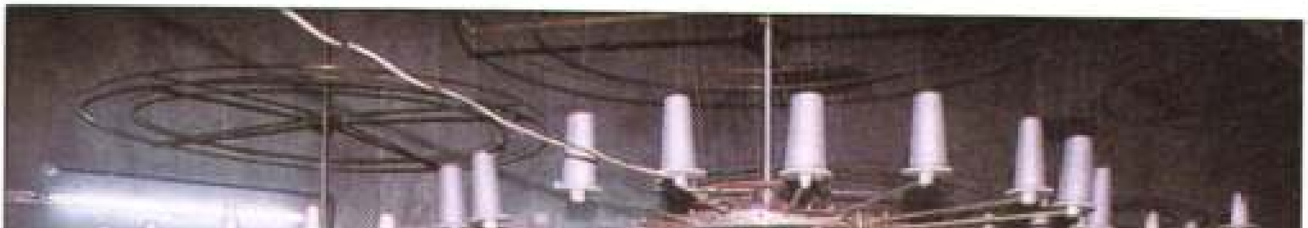

ব্যাংক অর্থায়িত একটি আধুনিক সিউইং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রি

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	৮	৮	৮
৪।	আমানত	১২০৩	৩৪৯০	৩৩৩০	৩৩৫০
	ক) তলবি আমানত	৫০	৮৮২	১০৫১	১০৫৮
	খ) মেয়াদি আমানত	১১৫৩	২৬০৮	২২৭৯	২২৯২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮৬৮	২৫৪০	২৮৯৩	৩২০০
৬।	বিনিয়োগ	১৫০	৩৪০	৩৭০	৪০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০	১৫১	১৬১	১৭০
৮।	মোট আয়	১৫৯	৪৩৮	১৬৭	৩৫০
৯।	মোট ব্যয়	১৪২	৩৫৭	১৩৯	৩৪৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৪৪৩	৩৭৯৭	৯৫০	২৫৫০
	ক) রপ্তানি	৫৪১	১৫১৪	৩০০	৮০০
	খ) আমদানি	১৬৬১	২২২২	৫৫০	১৫০০
	গ) রেমিটেন্স	২৪১	৬১	১০০	২৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৪৮	২৮৯	৩০৩	৩২৫
	ক) কর্মকর্তা	১০৬	২০০	২০৯	২২৫
	খ) কর্মচারী	৪২	৮৯	৯৪	১০০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৫	৩১	৩২	৫০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৮	৯	১০
	ক) বাংলাদেশে	৪	৮	৯	১০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

আমদানি ২২২২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৬১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৯৫০ মিলিয়ন টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ৩০০ মিলিয়ন,আমদানি ৫৫০ মিলিয়ন এবং রেমিটেন্স ১০০ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	১০৩	৩২৫	৪২৮	৬২২	১০৫০
	আদায়	-	২০	৭৪	৯৪	৮৮	১৮২
২০০১	বিতরণ	৬	২২৬	৫৯৬	৮২২	২৪৩৭	৩২৬৫
	আদায়	৪	৫৫	৪৫	১০০	৬২১	৭২৫
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	১৫	৯৫	১১০	২৮০	৩৯০
	আদায়	-	৫	১২	১৭	২০	৩৭
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ		২০	১০০	১২০	৩০০	৪২০
	আদায়		৮	১৫	২৩	২৫	৪৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	৯৪	-	৯৪
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১৭০	-	১৭০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১৭৫	-	১৭৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	২৫	-	২৫

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	২৬	২৮	৩০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	২৬	২৮	৩০
২।	শিল্প :	৮৩	১৯২	১৯৫	২০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৮৩	১৯২	১৯৫	২০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৭১৬	২১৩৯	২৪৭৩	২৭৩০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৯	৫৬	৩৩	৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৫৪	৬৫	৭০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২০	৭৩	৯৯	১২০
	সর্বমোট	৮৬৮	২৫৪০	২৮৯৩	৩২০০

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২৬ অক্টোবর হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২২২ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের ১৩ জন উদ্যোক্তার মধ্যে একজন তাইওয়ান বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের নাগরিকও আছেন। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮টিতে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৬ জনে।

২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট আমানত ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২০৬ মিলিয়ন টাকা এবং ২০৫৮ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৭০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি ৬১৭৮ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা করেছে। তন্মধ্যে রপ্তানি ২১৩০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪০২৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল ১৯

ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত প্লাস্টিক জিপার ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২২	২২২	২২২	২২২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৫	২৫	২৫	২৫
৪।	আমানত	১৮৫৬	২২০৬	২০৯২	২৩২৫
	ক) তলবি আমানত	১৮৯	৪৫০	৪৩৬	৫০১
	খ) মেয়াদি আমানত	১৬৬৭	১৭৫৬	১৬৫৬	১৮২৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১০৮৯	২০৫৮	২০৯১	২৩০০
৬।	বিনিয়োগ	১৪০	২৭০	৩০০	৩৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৮৩২	৩৪৪৯	৩১৮১	৩৪৯৮
৮।	মোট আয়	২২৪	৪১৫	১১০	২৪০
৯।	মোট ব্যয়	১৯৯	২৯১	৭২	১৪৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৩৬৬	৬১৭৮	২০৫৫	৪১২৫
	ক) রপ্তানি	৩৩৩	২১৩০	৬৭৯	১৩৬০
	খ) আমদানি	২০১৫	৪০২৯	১৩৭০	২৭৫০
	গ) রেমিটেন্স	১৮	১৯	৬	১৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১২৭	১৬৩	১৬৬	১৮০
	ক) কর্মকর্তা	১০৫	১৩৩	১৩৬	১৪৫
	খ) কর্মচারী	২২	৩০	৩০	৩৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০৩	১৩১	১৩১	১৩৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৬	৭	৮	৮
	ক) বাংলাদেশে	৬	৭	৮	৮
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

মিলিয়ন টাকা। দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১, ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ বিতরণ সারণি-৩ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০					
বিতরণ	৪০৬	১৫	৪২১	১৮৫২	২২৭৩
আদায়	৬৩	-	৬৩	১১২০	১১৮৩
২০০১					
বিতরণ	২১৮	১৬৬	৩৮৪	৩৭২২	৪১০৬
আদায়	২	৬৪৩	৬৪৫	২৭৪১	৩৩৮৬
৩১ মার্চ ২০০২*					
বিতরণ	২৫১	২২২	৪৭৩	৩৪০৬	৩৮৭৯
আদায়	৬৫	২৮৭	৩৫২	২২০০	২৫৫২
৩০ জুন ২০০২**					
বিতরণ	৩৩৬	৩৭৮	৭১৪	৪৫৩৫	৫২৪৯
আদায়	৯৩	২১১	৩০৪	৩৩১৩	৩৬১৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	২	২২
পরিমাণ	৬৪৯	১০	৬৫৯
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	১	১৮
পরিমাণ	২৬৩	৭	২৭০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২১	২	২৩
পরিমাণ	৮২৬	১০	৮৩৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৩০	-	৩০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	২	১	৩
পরিমাণ	৪৮	৩	৫১

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৩৪৮	৬৫৯	৮৩৬	৮৩০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৪৬	৬৪৯	৮২৬	৮৩০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২	১০	১০	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	১৩৯	১৭৬	১৮৪	২০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	৭২	৮১	৮৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৯	৯১	৮১	৮৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৫০৩	১০৬০	৯০৯	১১০০
	সর্বমোট	১০৮৯	২০৫৮	২০৯১	২৩০০

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ২৭ নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সাল শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন টাকা ও ২১৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৫ জনে, যার মধ্যে ১৬৪ জন কর্মকর্তা এবং ২১ জন কর্মচারী।

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বহুজাতিক বিদেশী ব্যাংক "ব্যাংক অব নোভা স্কশিয়া"-এর ঢাকার কার্যক্রম অধিগ্রহণ করেছে এবং ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে "মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড"-এর বাংলাদেশস্থ কার্যক্রম অধিগ্রহণ করেছে।

২০০১ সাল শেষে এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৮৪৯ মিলিয়ন টাকা (তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৭৪ মিলিয়ন টাকা ও ৩০৭৫ মিলিয়ন টাকা), যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৪৩৭৫ মিলিয়ন টাকায় (তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৬৭ মিলিয়ন ও ৩৫০৮ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকটির মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ২০০১ সাল শেষের ৩০১২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৩৪৯২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০২ শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪১ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ৫১৪৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১১৩৫ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ৩৯৫৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬৫২ মিলিয়ন টাকায়; যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৬৩ মিলিয়ন, ৪৯২৭ মিলিয়ন এবং ১৬২ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংক এশিয়ার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ব্যাংক এশিয়া লিঃ-এর মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০২৬০ মিলিয়ন ও ৮১২০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯২৫ মিলিয়ন ও ১৬১৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন সারণি-৩ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২১৮	২১৮	২১৮	২১৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২	২৬	৩১	৩৬
৪।	আমানত	১৫১২	৩৮৪৯	৪৩৭৫	৪৯০২
	ক) তলবি আমানত	২৫১	৭৭৪	৮৬৭	৯৬১
	খ) মেয়াদি আমানত	১২৬১	৩০৭৫	৩৫০৮	৩৯৪১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১১১৪	৩০১২	৩৪৯২	৪০১৮
৬।	বিনিয়োগ	১৩০	৩৮০	৫৪১	৭০২
৭।	মোট পরিসম্পদ	২১২৩	৪৭২২	৫৭১১	৬৬৯৯
৮।	মোট আয়	১৫৩	২২৮	৪১০	৫৯৩
৯।	মোট ব্যয়	১৩৩	১০২	২৬২	৪২৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫০৯	৫১৪৫	৬৬৫২	৮১৫৯
	ক) রপ্তানি	২১০	১১৩৫	১৫৬৩	১৯৯১
	খ) আমদানি	১৯৯৫	৩৯৫৩	৪৯২৭	৫৯০১
	গ) রেমিটেন্স	৩০৪	৫৭	১৬২	২৬৭
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৯২	১৩৭	১৮৫	১৮৫
	ক) কর্মকর্তা	৮১	১২৪	১৬৪	১৬৪
	খ) কর্মচারী	১১	১৩	২১	২১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৭	১৪৫	১৫০	১৫৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৭	৯	১০
	ক) বাংলাদেশে	৫	৭	৯	১০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	০.১০	২২৯	১০৫৩	১২৮২	৩২৯	১৬১১
	আদায়	-	৪২	১৯৩	২৩৫	২৬২	৪৯৭
২০০১							
	বিতরণ	-	৩৬৬	২৯৯৪	৩৩৬০	৬৯০০	১০২৬০
	আদায়	-	১০৩	২০১২	২১১৫	৬০০৫	৮১২০
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	-	৪০	১০৪৫	১০৮৫	৮৪০	১৯২৫
	আদায়	-	১০৩	২০১২	২১১৫	৬০০৫	৮১২০
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-	৩৫	১৭৮৯	১৮২৪	১২৮৭	৩১১১
	আদায়	-	২৮	১৭৩০	১৭৫৮	৮৮৯	২৬৪৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩০	৯	৩৯
	পরিমাণ	১৭৯৫	৩৫৫৭	৫৩৫২
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	৯	২৪
	পরিমাণ	৮৯২	৩৫৫৭	৪৪৪৯
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	৯	৪৪
	পরিমাণ	৯৬৩	৩৫৫৭	৪৫২০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	৫৮০	-	৫৮০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১	৪	১৫
	পরিমাণ	১২০০	১০৫	১৩০৫

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	১৫	২১৬৮	২৪২৯	২৭৯৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৫	২০১১	২২৫২	২৫৯২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	১৫৭	১৭৭	২০৩
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৩১৭	২৭৯	৩১৯	৩৬৭
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫১	১৮০	২৪৮	২৮৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	০.১	১৩৬	১৭৭	২০৪
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	০.১০	০.২৯	০.৩৫	০.৪১
	ক) দারিদ্র বিমোচন	০.১০	০.২৯	০.৩৫	০.৪১
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭৩০	২৪৯	৩১৯	৩৬৭
	সর্বমোট	১১১৪	৩০১২	৩৪৯২	৪০১৮

দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের মে মাসে নিবন্ধিত এবং একই বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ঐ বছরেরই ২৯শে নভেম্বর থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ৫০০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকার অর্ধেক ২৫০ মিলিয়ন টাকা ব্যাংকের মূল উদ্যোক্তা আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে এবং বাকী ২৫০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ট্রাস্ট ব্যাংকের মোট রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ১০টি এবং ১৫৩ জন কর্মকর্তা ও ৪২ জন কর্মচারী নিয়ে মোট জনশক্তি ১৯৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

ট্রাস্ট ব্যাংক আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে গঠিত এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সেনাবাহিনীতে কর্মরত হলেও এটি অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতই একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক তফসিলী ব্যাংক। তবে মুনাফা বন্টনে এর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা কখনই মূল উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত সম্পদকে স্ফীত করবে না, যা কিছুই উপার্জিত হবে সবই আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কল্যাণমুখী কার্যক্রমে বিনিয়োজিত হবে। এ ব্যাংকের অর্থনৈতিক সেবা দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। তবে মুনাফা পুঞ্জিভূত করার চেয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তুলনামূলক দুর্বল জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এ ব্যাংক বিভিন্ন ধরণের কল্যাণমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগযোগ্য দীর্ঘ মেয়াদি সঞ্চয় গড়ে তোলা এবং ছোট পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট ব্যাংক ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন করেছে। যুগপৎভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহজ শর্তে এবং সরল সুদে "কনজ্যুমার ডিউরেবল ক্রেডিট স্কীম" চালু করেছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে কর্মরত দেশের গর্বিত সৈনিকদের এবং সকল শ্রেণীর প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজে দেশে প্রেরণের সুবিধার্থে ট্রাস্ট ব্যাংক ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকের সংগে প্রতিসংগী ব্যবস্থা সম্পাদন করেছে। ভিলিং হাউজের মাধ্যমে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

২০০১ সালে ট্রাস্ট ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৫৩ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৭৬ মিলিয়ন ও ২৫৭৭ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ১৬০৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে এ ব্যাংক মোট ৬৭১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১, খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ সারণি-৩ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫	১১	২৭	২৭
৪।	আমানত	১১০৯	৩১৫৩	২৭০৮	৩১৬০
	ক) তলবি আমানত	১২৯	৫৭৬	৫৬৯	৫৮০
	খ) মেয়াদি আমানত	৯৮০	২৫৭৭	২১৩৯	২৫৮০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫২৬	১৬০৩	১৭২৩	১৮০০
৬।	বিনিয়োগ	২০২	৩৬৩	৩৯৩	৪০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪২৮	৩১৫৩	৪৮১৭	৫০০০
৮।	মোট আয়	৮৫	৩৩৯	১২৮	২৭৬
৯।	মোট ব্যয়	১০	২৬৯	৯৪	২০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৭২	৬৭১	৩৫৬	৬২৬
	ক) রপ্তানি	১	২৩	৮	১৬
	খ) আমদানি	৫৬১	৬২৬	৩৪২	৬০০
	গ) রেমিটেন্স	১০	২২	৬	১০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭২	১৭৪	১৯৫	২০৮
	ক) কর্মকর্তা	৫৯	১৩৮	১৫৩	১৬৩
	খ) কর্মচারী	১৩	৩৬	৪২	৪৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪	৪	৬	৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৮	১০	১০	১১
	ক) বাংলাদেশে	৮	১০	১০	১১
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০১						
বিতরণ	-	৩০৮	৩২৩	৬৩১	১১৪১	১৭৭২
আদায়	-	১৪	৭৮	৯২	২২৮	৩২০
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	৫	১৭২	১৭৭	২৮৫	৪৬২
আদায়	-	৩	২৮	৩১	৩১১	৩৪২
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৫	১৬৬	১৭১	২৭৭	৪৪৮
আদায়	-	৩	২২	২৫	৩০৩	৩২৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	১০২৪	-	১০২৪
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	১০২৪	-	১০২৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	-	১৩
পরিমাণ	১৫৪২		১৫৪২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৫১৮	-	৫১৮
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	৭১৮	-	৭১৮

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	-	৫৩৯	৬৮৫	৮৩১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪	১৪	১৩	১৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১২৭	৬০৯	৫৬৫	৫৬০
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	১২৭	৬০৯	৫৬৫	৫৬০
৭।	অন্যান্য	৩৯৫	৪৪১	৪৬০	৩৯৬
	সর্বমোট	৫২৬	১৬০৩	১৭২৩	১৮০০

শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড

কল্যাণমূখী আর্থ-সামাজিক সেবাকে লক্ষ্য রেখে "শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড" ১০ মে ২০০১ তারিখে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। শাহজালাল ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হয়। ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে। বিনিয়োগলব্ধ মুনাফা থেকে আনুপাতিক হারে ব্যাংকে আমানতকারীদেরকে মুনাফা প্রদান করা হয়। দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি ও দারিদ্র বিমোচনে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং গতিশীল চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাংক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে এ ব্যাংক যে ১০টি আকর্ষণীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলো হলোঃ টাকা দ্বিগুন বৃদ্ধি স্কীম, মাসিক উপার্জন স্কীম, মাসিক আমানত স্কীম, কিস্তিতে গৃহসামগ্রী ক্রয় স্কীম, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিনিয়োগ স্কীম, আত্মকর্মসংস্থান

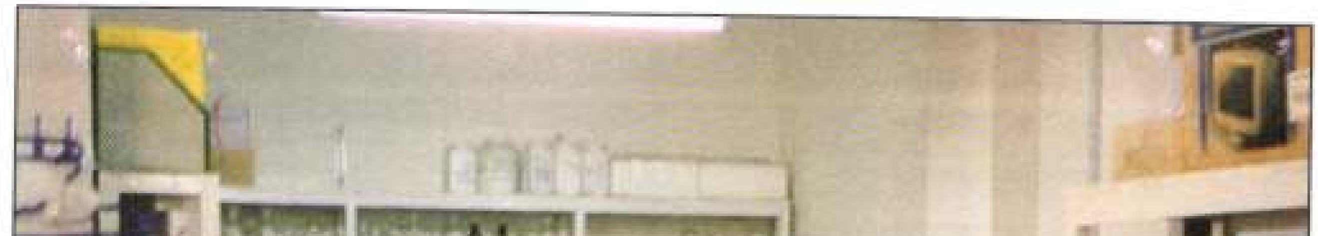

ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় পরিচালিত একটি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০৫	২০৫	২০৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২	২	২
৪।	আমানত	১৪০১	১১৮৫	১৫০০
	ক) তলবি আমানত	২২০	১৫২	৩৫২
	খ) মেয়াদি আমানত	১১৮১	১০৩	১১৪৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১৭	৪৫০	১৪১৭
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬২৫	১৪৬৪	২৫২৩
৮।	মোট আয়	৯৯	৪১	১০৫
৯।	মোট ব্যয়	৯১	৩৮	৮৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৮	৯৫	১৮১
	ক) রপ্তানি	২	১৩	৩০
	খ) আমদানি	২৬	৮২	১৫০
	গ) রেমিটেন্স	০.২০	০.১০	১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮৪	১০২	১৪০
	ক) কর্মকর্তা	৭৩	১০২	১৪০
	খ) কর্মচারী	১১	১৫	৩০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-		
১৩।	শাখা সংখ্যায় (বাংলাদেশ)	২	৫	৮

স্কীম, মাহিলাদের জন্য বিনিয়োগ স্কীম, হজ্ব ডিপোজিট স্কীম, প্রবাসীদের জন্য সেবা স্কীম ও মিলিয়নিয়ার স্কীম। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন টাকা ও ২০৫ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭ জনে, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১০২ জন ও কর্মচারী ১৫ জন।

২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪০১ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ২২০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ১১৮১ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১১৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ১৫২ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ১০৩৩ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২১৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	১০	৯৬	১০৬	২৯৩	৩৯৯
আদায়	-	-	৭৮	৭৮	১০৫	১৮৩
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	২০৩	৭৭	২৮০	২৪৬	৫২৬
আদায়	-	১	৪১	৪২	২০৩	২৪৫
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	১০	৩৫০	৩০০	৬৫০	৭৫৭	১৪১৭
আদায়	১	২০	১০০	১২০	২৫০	৩৭১

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	-
পরিমাণ	৫৫৯	-	-
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	-
পরিমাণ	৫৫৯	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	১	১৪
পরিমাণ	৬৬৮	১	৬৬৯
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	১	৬
পরিমাণ	১১৮	১	১১৯
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	৫	২৫
পরিমাণ	৪৭০	১৩	৪৮৩

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্প :	২৭	২৫৬	৬৫৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৭	২৫৫	৬৫১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	১	৫
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	১১৪	৯৪	৩৫১
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩	৮	১৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	৫১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	২
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	২
৭।	অন্যান্য	৭৩	৯২	৩৩৪
	সর্বমোট	২১৭	৪৫০	১৪১৭

ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২ মিলিয়ন টাকা ও আমদানি ২৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ৯৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ১৩ মিলিয়ন টাকা ও আমদানি ৮২ মিলিয়ন টাকা)। শাহ্জালাল ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

২০০১ সালে শাহ্জালাল ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৯৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ১০৬ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ২৯৩ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৮৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২৬ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২৮০ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ২৪৬ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৪৫ মিলিয়ন টাকা। শাহ্জালাল ব্যাংক লিমিটেড -এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

যমুনা ব্যাংক লিমিটেড

যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ২০০১ সালের ৩রা জুন হতে বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি উন্নত ও দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে যমুনা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৯০ মিলিয়ন টাকা। পাবলিক অফারিং-এর মাধ্যমে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ৮০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে। ২০০২ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটি মোট ৬টি শাখার মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এ সময়ে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩১ জনে, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৯৪ জন ও কর্মচারী ৩৭ জন।

২০০১ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭৯৪

ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত কোমল পানীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৬০০	১৬০০	১৬০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৯০	৩৯০	৩৯০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড			
৪।	আমানত	৩৭৯৪	২১৩৫	২৬২৭
	ক) তলবি আমানত	১৯৫২	৪১৯	৬১৫
	খ) মেয়াদি আমানত	১৮৪২	১৭১৬	২০১২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৪৯	৫১৩	৭০০
৬।	বিনিয়োগ	২৯৬৩	১১৫৪	১২৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৮৮৩	৩১০৯	৩২১০
৮।	মোট আয়	২২৯	৬৬	১৫০
৯।	মোট ব্যয়	২২৯	৬৯	১৪৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২১৫	৫৩৪	৮১০
	ক) রপ্তানি	৯০	২০৪	৩৫০
	খ) আমদানি	১২৫	৩৩০	৪৬০
	গ) রেমিটেন্স	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৪০	২৩১	২৭০
	ক) কর্মকর্তা	১১৫	১৯৪	২২০
	খ) কর্মচারী	২৫	৩৭	৫০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৪	৯২	১০০
১৩।	শাখা সংখ্যায় (বাংলাদেশ)	৩	৬	৮
	ক) বাংলাদেশে	৩	৬	৮
	খ) বিদেশী	-	-	-

মিলিয়ন টাকা(তলবি আমানত ১৯৫২ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১৮৪২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সাল শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৯ মিলিয়ন টাকায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি ৯০ মিলিয়ন ও আমদানি ১২৫ মিলিয়ন ও টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে ২০৪ মিলিয়ন টাকার রপ্তানি ও ৩৩০ মিলিয়ন টাকার আমদানি মাধ্যমে ব্যাংকটি ৫৩৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৫৬	৫৭	১১৩	২২৬	৩৩৯
আদায়	-					
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	৫১	৫০	১০১	৪২৪	৫২৫
আদায়	-					
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৮	২৫	৩৩	৩৩৮	৩৭১
আদায়	-	-	-	-	১৩	১৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৫৬	-	৫৬
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	২০	-	২০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	১০০	-	১০০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	২৪	-	২৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	২	৫
পরিমাণ	৫৯	৪০	৯৯

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	৬৯	৫২	৪৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬৯	৫২	৪৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	১	৪৯	৮৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৮১	১৯৬	২১৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৩	৬৬	৭০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	৮৩	৮৩
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	৮৩	৮৩
৭।	অন্যান্য	৩৯	২২২	২৪৯
	সর্বমোট	৩৪৯	৫১৩	৭০০

যমুনা ব্যাংক লিঃ-এর বেশ কিছু আকর্ষণীয় প্রকল্প রয়েছে। সেগুলো হলো- রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা ও অর্থায়ন, সরাসরি ঋণপত্র খোলার সুবিধা,বাণিজ্যিক ঋণ, কর্পোরেট ঋণ, প্রকল্পে অর্থায়ন, সিন্ডিকেট ফিন্যান্স, হায়ার পারচেজ, কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম, মুদ্রাবাজার কার্যক্রম, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, মাসিক মুনাফা প্রকল্প, দ্বিগুণ/তিন গুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প। যমুনা ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৩৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১১৩ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ২২৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১০১ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৪২৪ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ -এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

ব্র্যাক সারা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পুণর্গঠনে এ উন্নয়ন সংস্থা সারা বিশ্বে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ব্র্যাকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত একটি তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি দেশের কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির গতিধারায় ফলপ্রসূ অবদান রাখা, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা, রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন করে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান ইত্যাদি কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ২৫০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২০০১ সালের জুলাই মাসে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২টি ও ১৩০ জন।

২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১১০ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ২৪ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৮৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ২৭ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ১৯৯ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ২৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (আমদানি ২২ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৪ মিলিয়ন টাকা)। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো ঃ

২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪ মিলিয়ন টাকা ও ১০ মিলিয়ন টাকা। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ সারণি-৩ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	১	১
৪।	আমানত	১১০	২২৬	২৭৪
	ক) তলবি আমানত	২৪	২৭	৩৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৮৬	১৯৯	২৩৯
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭০	১৩৩	৪৩৬
৬।	বিনিয়োগ	৪০	৬০	৭২
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৬১	৬১৫	৭০৭
৮।	মোট আয়	২০	১৫	৫০
৯।	মোট ব্যয়	২২	১৯	৪৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	-	২৬	৬৫
	ক) রপ্তানি	-	-	৫
	খ) আমদানি	-	২২	৪০
	গ) রেমিটেন্স	-	৪	২০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭১	১৩০	১৭০
	ক) কর্মকর্তা	৬৯	১২৮	১৬৮
	খ) কর্মচারী	২	২	২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯	১১	১৫
১৩।	শাখা সংখ্যায় (বাংলাদেশ)	-	২	৬
	ক) বাংলাদেশে	১	২	৬
	খ) বিদেশী	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	০.৫০	০.৩০	০.৮০	৬৯	৭০
আদায়	-	-	-	-	০.১০	০.১০
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	১	-	১	৭৩	৭৪
আদায়	-	-	-	-	১১	১১
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৬৫	৩৭	১০২	২৩২	৩৩৩
আদায়	-	৬	২	৮	২২	৩০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	২	২
পরিমাণ	-	১	১
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১	১
পরিমাণ	-	১	১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪	৪
পরিমাণ	-	২	২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	২	২
পরিমাণ	-	১	১
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	২	১২০	১২২
পরিমাণ	৬৫	৩৬	১০১

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্প :	১	২	১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	৬৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১	২	৩৯
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	৬৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩২	৩৮	৬৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	৩৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	৩৬
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	৩৬
৭।	অন্যান্য	৩৭	৯৩	১২৪
	সর্বমোট	৭০	১৩৩	৪৩৬

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড বিশ্বব্যাপী ৪২টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্পোরেশন, বিত্তশালী উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা গ্রাহক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২০ মিলিয়ন টাকার মূলধন নিয়ে ঢাকার মতিঝিলে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ধানমন্ডিতে ব্যাংকের তৃতীয় শাখা খোলা হয়। এ তিনটি শাখা ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৫টি বুথ খোলা হয়েছে। ২০০১ সালের জুন মাসে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন-এর রপ্তানিমুখী কোম্পানীগুলোকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট খোলে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধানত কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, বৈদেশিক মুদ্রা সার্ভিস, কনজ্যুমার ব্যাংকিং এবং করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল রিলেটেড সার্ভিসেস (টিআরএস)-এর মাধ্যমে ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা ও কার্ড ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে নব প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি কল্পে ব্যাংকটি অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ও নতুন নতুন সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০০০ সালে ব্যাংকটি এটিএম (ATM) প্রবর্তন করেছে। এছাড়া ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক সর্বদাই কর্পোরেট মূল্যবোধের অংশ হিসেবে সুনাগরিকত্বের ধারণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০০১ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক আইসিডিডিআরবি-এর ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ প্রোগ্রাম-এ আর্থিক সাহায্য করে।

২০০১ সাল শেষে বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১১৫৬ মিলিয়ন ও ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৮৬৩ মিলিয়ন এবং ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৪১৫ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৭০৭০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২৩৪৫ মিলিয়ন টাকা), যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৮৮৭৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ৬৫৫৮ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২৩১৮ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ১৭২৫ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০২

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩
২।	আমানত	৮৪০৫	৯৪১৫	৮৮৭৬	৮৯১০
	ক) তলবি আমানত	২৪৬০	১৯৩৬	১৭৮৬	২২০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৯৯১৫	১১৩৪১	১০৯৬২	১১৮৮৪
৩।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭৭০	১৭২৫	১৫১৮	১৫৯২
৪।	বিনিয়োগ	২৪৮৩	২৫৭৮	২৬১৬	২৬১৬
৫।	মোট পরিসম্পদ	১০০৮১	১১১৫৬	১২৮৬৩	১২৯০১
৬।	মোট আয়	১০৭৫	১০১৬	২৯১	৫৮২
৭।	মোট ব্যয়	৭৮৭	৯২৭	২০৮	৪১৬
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৯৫৬৬	৩০২৩৩	৭২৭১	১৩৭৮০
	ক) রপ্তানি	৫৩২৯	৮৫৫৬	১৪৬৭	২৯৩৪
	খ) আমদানি	৩৯৬১	৫৬৭৩	১১২০	২২৪০
	গ) রেমিটেন্স	২০২৭৬	১৬০০৪	৪৬৮৪	৮৬০৬
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬৫	১৭৯	১৭৪	১৭৫
	ক) কর্মকর্তা	১৩৫	১৪৬	১৪১	১৪২
	খ) কর্মচারী	৩০	৩৩	৩৩	৩৩
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৭	৭৬	৭৬	৭৬
ক)	বাংলাদেশে	৩	৩	৩	৩
খ)	বিদেশে	৭৪	৭৩	৭৩	৭৩

সালের মার্চ শেষে ১৫১৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩০২৩৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮৫৫৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৫৬৭৩ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১৬০০৪ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংক ৭২৭১ মিলিয়ন টাকার (রপ্তানি ১৪৬৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১১২০ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৪৬৮৪ মিলিয়ন টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা ছিল ১৭৪ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৪১ জন ও কর্মচারী ৩৩ জন। বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি ১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ২০০১ সালে ৫৪২০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ৬০৮২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৬১২৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	২৯৮	৩৪৬১	৩৭৫৯	১৩৮৮	৫১৪৭
আদায়	-	২৮৭	৩৪৮৫	৩৭৭২	১১০২	৪৮৭৪
২০০১						
বিতরণ	-	৪৭	৪৯৪৯	৫৪২০	৬৬২	৬০৮২
আদায়	-	৪২৬	৫৩৪৩	৫৭৬৯	৩৫৮	৬১২৭
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	৪১	৬৩৮	৬৭৯	২৮৬	৯৬৫
আদায়	-	১১	৬৫০	৭৬৬	৪০৬	১১৭২
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৪৫	৭৩৪	৭৭৯	২৯৩	১০৭২
আদায়	-	১২০	৬৭৬	৭৯৬	২০২	৯৯৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	-	৩৫
পরিমাণ	৭৪৩৫	-	৭৪৩৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	-	৩৫
পরিমাণ	৭৪৩৫	-	৭৪৩৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৪	-	৩৪
পরিমাণ	৭২৭৭	-	৭২৭৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১১৩	-	১১৩
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	-	১১
পরিমাণ	২৪৪৯	-	২৪৪৯

* প্রাক্কলিত।

২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬৫ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ আদায় হয় ১১৭২ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সাল শেষে এ ব্যাংকের শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৭৪৩৫ মিলিয়ন টাকা (প্রকল্প সংখ্যা ৩৫টি) যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৭২৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেখানা হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০১ সালের শেষে এ ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭২৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৯৯৩ মিলিয়ন টাকা), যা ২০০১ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৫১৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৮৪৬ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	১২৮২	৯৩৩	৮৪৬	৮২৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১২৮২	৯৩৩	৮৪৬	৮২৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৯৬	৩৯	১৯	৪২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	১০	১৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	৪১৬	২৭৬	২২৩
	ক) দারিদ্র দূরীকরণ	-	১৪৩	-	-
	খ) অন্যান্য	-	২৭৩	২৭৬	২২৩
৭।	অন্যান্য	৩৯২	৩৩৭	৩৬৭	৪৮১
	সর্বমোট	১৭৭০	১৭২৫	১৫১৮	১৫৯২

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৯৪৮ সাল থেকে এ দেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ দেশে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭৫ মিলিয়ন টাকা । এ সময়ে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০০১ সালের ৩৬৬১৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৭১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমানে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৭ জনে যার মধ্যে ২৫৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৪ জন কর্মচারী। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ৬টি শাখা রয়েছে । সাভারে অবস্থিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) ব্যাংকের একটি বিশেষ শাখা অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) সার্ভিস চালু করেছে এবং ঢাকার তেজগাঁও, উত্তরা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে নন ব্রাঞ্চ এটিএম বুথ স্থাপন করেছে।

২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩৯৫৬ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৬১০২ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৭৮৫৪ মিলিয়ন টাকা), যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ২৬১৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ১১৮৫৬ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ১৪৩১০ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালের শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৫৭৯৩ মিলিয়ন টাকা, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ২৪২৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৬৭৬০২ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৯৭৭৯ মিলিয়ন, আমদানি ২২০৭১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫৭৫২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫৯৪ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৫১৬৯ মিলিয়ন, আমদানি ৭২৮৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৭১৪১ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৫৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ১৯২২ মিলিয়ন টাকা) ও ৫৭১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১৪৭৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে (শিল্প ঋণ ১০৮১ মিলিয়ন টাকা) এবং ৯৯৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো ।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৫৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৮৬৯ মিলিয়ন টাকা । ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	পরিশোধিত মূলধন	৬৭৫	৬৭৫	৬৭৫	৬৭৫
২।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৩।	আমানত	১০৯৮৯	১৩৯৫৬	২৬১৬৬	৩১৩৯৪
	ক) তলবি আমানত	৪৪৮৯	৬১০২	১১৮৫৬	১৫০৬৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৫০০	৭৮৫৪	১৪৩১০	১৬৩২৯
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১০১৭৩	১৫৭৯৩	২৪২৮৭	২৯২৭৯
৫।	বিনিয়োগ	২০১২	১৯২৭	২৩৭৭	২২৫৯
৬।	মোট পরিসম্পদ	৩০৮৯৯	৩৬৬১৭	৩৭৭১০	৪৩৪৮০
৭।	মোট আয়	২৭০৮	৩১৭৭	৭০০	১৭৭৮
৮।	মোট ব্যয়	১৬৫৮	১৮৯০	২৪৪	৬৬৩
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৬৯৯৪	৬৭৬০২	১৯৫৯৪	৪০৫১৩
	ক) রপ্তানি	১৮৪০৮	১৯৭৭৯	৫১৬৯	১০৮৫৪
	খ) আমদানি	২০১৮০	২২০৭১	৭২৮৪	১৫২৯৭
	গ) রেমিটেন্স	১৮৪০৬	২৫৭৫২	৭১৪১	১৪৩৬২
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২২১	২৬৯	২৬৭	২৬৭
	ক) কর্মকর্তা	১৩২	২৪৬	২৫৩	২৫৩
	খ) কর্মচারী	৮৯	২৩	১৪	১৪
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১২।	শাখার সংখ্যা (বাংলাদেশে)	৬	৬	৬	৬

কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৩৯ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধু বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	-	১৪২	২২১১	২৩৫৩	২২২৪	৪৫৭৭
	আদায়	০.০৮	২৩০	৭৫৫	৯৮৫	২৬৫৫	৩৬৪০
২০০১							
	বিতরণ	-	২৪৩	১৬৭৯	১৯২২	৪৩৩৬	৬২৫৮
	আদায়	-	৬১১	১০৯০	১৭০১	৪০১৪	৫৭১৫
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	-					
	আদায়	-	১৫২	১৩৩	৪৮৫	৫১১	৯৯৬
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-					
	আদায়	-	৩০৩	৩৪৬	৬৪৯	৮২৫	১৪৭৪

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	-	৩৬
পরিমাণ	১৮৬৯	-	১৮৬৯
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৪৫৪	-	৪৫৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	-	৩৬
পরিমাণ	১৭৩৯	-	১৭৩৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৩২৩	-	৩২৩
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	২৭২	-	২৭২

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১২৩২	১১০১	১৫৯৪	২০৪০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১২৩২	১০২৮	১৪৯০	১৯১৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৭৩	১০৪	১২৫
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪২	৫৭	৮৩	১১২
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	২৮৫	৩৪২	৪৯৬	৫৯০
৬।	অন্যান্য	৮৬১৪	১৪২৯৩	২২১১৪	২৬৫৩৭
	সর্বমোট	১০১৭৩	১৫৭৯৩	২৪২৮৭	২৯২৭৯

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড-এর পূর্ব নাম ছিল এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক অধিগ্রহণের পর এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের পরিবর্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক নাম রাখা হয়। ১৯০৫ সাল থেকে এ ব্যাংক এ দেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ১৩টি শাখা রয়েছে। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাংক এ দেশে প্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কৌশল (Electronic Banking Strategy) চালু করে যার অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে ATM মেশিনের মাধ্যমে এ ব্যাংক দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটিতে ক্রেডিট কার্ড ব্যবসা চালু আছে এবং ১০ এপ্রিল, ২০০২ পর্যন্ত ৫০,০০০টি ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। ব্যাংকটি e-banking Ges internet banking-এর মাধ্যমে মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত ২০০ জন গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট কাস্টমারের সংগে কম্পিউটার যোগাযোগ স্থাপন করেছে, যার ফলে তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের একাউন্টের ব্যালান্স চেক বা অনুসন্ধান করা, এলসি দেখা ও খোলা এবং এলসি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানা ইত্যাদি কাজসমূহ করতে পারে। অধিকন্তু, ব্যাংকটি একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র চালু করেছে যেখান থেকে গ্রহীতারা তাদের পিআইএন (PIN) নম্বরের মাধ্যমে ফোন করে একাউন্টের বিস্তারিত জানতে পারেন। এ অনুসন্ধান কেন্দ্র প্রতিদিন খোলা থাকে।

২০০২ সালের ৩১ মার্চ শেষে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪১ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২৩৭ জন ও কর্মচারী ৪ জন। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮০৬২ মিলিয়ন টাকা ও ৬৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২০৬৬০ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৬২০৩ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ১৪৪৫৭ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৯.৭৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৩৩০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৪৭৪৭৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৬৯৩১ মিলিয়ন, আমদানি ১৯৫৫২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১১৩৯৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০১৩৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৮০০ মিলিয়ন, আমদানি ১৪৪৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৬৮৮৪ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৫৪৮ মিলিয়ন টাকা ও ৮৪৮৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬
৪।	আমানত	২৩৬৮৮	২০৬৬০	১০১৮৭	৬৩১২
	ক) তলবি আমানত	৬২৫১	৬২০৩	৬৬৮৫	৪১৬৬
	খ) মেয়াদি আমানত	১৭৪৩৭	১৪৪৫৭	৩৫০২	২১৪৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৬৫৮২	১৩৩০২	৫৪২৫	১৫৫১
৬।	বিনিয়োগ	৪৪০৫	৩৪০৮	৩৪০৮	৩৪০৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৭৮৮৬	৩৮০৬২	২৭১৯৭	২৩৩২৩
৮।	মোট আয়	৩৩০৯	৩৬৫৪	৩৭৫	৪৮৫
৯।	মোট ব্যয়	১৯১৩	২০৭১	২১২	২৭২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৩৯৩৭	৪৭৪৭৮	১০১৩৩	২০১৫৮
	ক) রপ্তানি	৬২৬৮	১৬৯৩১	১৮০	৩৭৮০
	খ) আমদানি	২১৩৪৬	১৯৫৫২	১৪৪৯	২৬১০
	গ) রেমিটেন্স	১৬৩২৩	১১৩৯৫	৬৮৮৪	১৩৭৬৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৫১	২৪৭	২৪১	২৪১
	ক) কর্মকর্তা	৩০২	২৪০	২৩৭	২৩৭
	খ) কর্মচারী	৪৯	৭	৪	৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখার সংখ্যা (বাংলাদেশে)	১৩	১৩	১৩	১৩

প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৮৫৯৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮৫৩২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় কেবল শিল্প খাতে সীমাবদ্ধ ছিল। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো ।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৬৩৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৩১৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৬ মিলিয়ন টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০৪ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধু বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০					
বিতরণ	১২০	১৩৮৩	১৫০৩	-	১৫০৩
আদায়	১১০	৮৯৯	১০০৯	-	১০০৯
২০০১					
বিতরণ	১৩৬৮	৭১৮০	৮৫৪৮	-	৮৫৪৮
আদায়	১৭৩৪	৬৭৫০	৮৪৮৪	-	৮৪৮৪
৩১ মার্চ ২০০২*					
বিতরণ	১৩৮৮	৭২০৭	৮৫৯৫	-	৮৫৯৫
আদায়	১৭৫৫	৬৭৭৭	৮৫৩২	-	৮৫৩২
৩০ জুন ২০০২**					
বিতরণ	১৪০৯	৭২৩৪	৮৬৪৩	-	৮৬৪৩
আদায়	১৭৭৫	৬৮০৪	৮৫৭৯	-	৮৫৭৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৬	-	৫৬
পরিমাণ	২৩১৮	-	২৩১৮
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৬৩৮	-	৬৩৮
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৯০৪	-	৯০৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	২৬৬	-	২৬৬
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১৬৫৫	১৫৮৫	৪২৮	২৫২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৬৫৫	১৪৯২	৩৭৩	২১৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৯৩	৫৫	৩৯
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৯৮৮	৫১	৪৭	২৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১২৯৬	৩৪২	২৫৭	১২৬
৭।	অন্যান্য	১২৬৪৩	১১৩২৪	৪৬৯৩	১১৫০
	সর্বমোট	১৬৫৮২	১৩৩০২	৫৪২৫	১৫৫১

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭৬ সালের ৯ জুলাই তারিখে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দুটো শাখা অফিস রয়েছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ২৪৮৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯ জনে, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩১ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৮ জন।

২০০১ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১০৩৮ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৩৪৫ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৬৯৩ মিলিয়ন টাকা), যা হ্রাস পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৮৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ৩১৩ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৫৬৯ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭৪৮ মিলিয়ন টাকা, যা হ্রাস পেয়ে

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	-	-	৩৯৩	৩৯৩	১৮৫	৫৭৮
	আদায়	-	-	২০১	২০১	১৮০	৩৮১
২০০১							
	বিতরণ	-	-	৪৮৪	৪৮৪	৫৬৮	১০৫২
	আদায়	-	৪	২৫৪	২৫৮	৪৫৬	৭১৪
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	-	-	১২৫	১২৫	১৪৬	২৭১
	আদায়	-	১	৬৯	৭০	১৩৯	২০৯
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-	-	১৯৯	১৯৯	২০০	৩৯৯
	আদায়	-	১	৭৬	৭৭	১৭৮	২৫৫

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৮০	৮০	৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪	১৪	১৪	১৪
৪।	আমানত	১০০২	১০৩৮	৮৮২	৮৮৫
	ক) তলবি আমানত	৩০৭	৩৪৫	৩১৩	৩১৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৯৫	৬৯৩	৫৬৯	৫৭০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮১৯	৭৪৮	৬৩১	৭১০
৬।	বিনিয়োগ	৩২০	৬০৫	৩৬০	৩৬০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৯৮	২৫৫৭	২৪৮৮	২৫০০
৮।	মোট আয়	২০৩	১৭৭	৪০	৮০
৯।	মোট ব্যয়	১২৮	১৩০	৩৪	৬৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৫৭	২২৫৩	৬৬৩	১৩২৬
	ক) রপ্তানি	৪৫৩	২৯২	৫৭	১১৪
	খ) আমদানি	২৫৮৮	১৯৩৯	৬০১	১২০২
	গ) রেমিটেন্স	১৬	২২	৫	১০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭২	৭০	৬৯	৬৮
	ক) কর্মকর্তা	৩৬	৩৩	৩১	৩০
	খ) কর্মচারী	৩৬	৩৭	৩৮	৩৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২
	ক) বাংলাদেশে	২	২	২	২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

২০০২ সালের মার্চ শেষে ৬৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২২৫৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২৯২ মিলিয়ন, আমদানি ১৯৩৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাস সময়ে ব্যাংকটি ৬৬৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৫৭ মিলিয়ন, আমদানি ৬০১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১০৫২ মিলিয়ন টাকা

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১১৯	২৭২	২৬০	২৮৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১১৯	২৬৯	২৫৯	২৮৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৩	১	২
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২০৭	১৪১	১১৫	১৪২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	৫৫	৫৬	৬২
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	১	১	১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৪৯৩	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৪৯৩	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৮	২৭৯	১৯৯	২১৮
	সর্বমোট	৮১৯	৭৪৮	৬৩১	৭১০

ঋণ বিতরণ করে এবং ৭১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭১ মিলিয়ন ও ২০৯ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো ।

ঋণের স্থিতি

হাবিব ব্যাংক লিমিটেডে-এর ঋণের স্থিতি ২০০১ সালে ছিল ৭৪৮ মিলিয়ন টাকা, যা হ্রাস পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৬৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি মাত্র শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৫ মে তারিখে এ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬২ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২ জনে, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৯ জন ও কর্মচারী ২৩ জন।

২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৪৪ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ২৭৫ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৬৬৯ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ২৫৪ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৬৯৯ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭২০ মিলিয়ন টাকা এবং এ সময়ে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭৮০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৩৭০ মিলিয়ন, আমদানি ১৬৭২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৭৩৮ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১৩০৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ২১৭ মিলিয়ন, আমদানি ৬৭২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪১৮ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫৮৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৩৩৭ মিলিয়ন ও কৃষিসহ অন্যান্য খাতে ২৫১ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৭০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৪২৪ মিলিয়ন টাকা ও কৃষিসহ অন্যান্য খাতে ৭৬ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৬৭ মিলিয়ন টাকা। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২১০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০১ সালে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৬০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৪০	৫৫৬	৫৬২	৫৬২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	১০০৪	৯৪৪	৯৫৩	৯৭৫
	ক) তলবি আমানত	৩৫১	২৭৫	২৫৪	২৭০
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৫৩	৬৬৯	৬৯৯	৭০৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭১৪	৭২০	৮৬৭	৮৭০
৬।	বিনিয়োগ	১৯০	২০০	২০০	২০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৩১	১৮২৫	২০৬৪	২০৭০
৮।	মোট আয়	১৯৭	২১৪	৫৭	১১৮
৯।	মোট ব্যয়	৭৭	৮৫	২৪	৫২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪২৫৪	৪৭৮০	১৩০৭	২৮২৫
	ক) রপ্তানি	১১৭৩	১৩৭০	২১৭	৫৮১
	খ) আমদানি	১১৫৩	১৬৭২	৬৭২	১৩৪৪
	গ) রেমিটেন্স	১৯২৮	১৭৩৮	৪১	৯০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪০	৪২	৪২	৪২
	ক) কর্মকর্তা	১৭	১৯	১৯	১৯
	খ) কর্মচারী	২৩	২৩	২৩	২৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮২	৮৪	৮৭	৮৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১
ক)	বাংলাদেশে	১	১	১	১
খ)	বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	১০	৪৩৪	৪৪৪	২৭৪	৭১৮
	আদায়	-	৭	৩৪৮	৩৫৫	৪৩২	৭৮৭
২০০১	বিতরণ	২	২২	৩১৫	৩৩৭	২৪৯	৫৮৮
	আদায়	১	৩	১৫০	১৫৩	২১৬	৩৭০
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	৪	১৬৫	২৫৯	৪২৪	৭২	৫০০
	আদায়	-	২	৩২৪	৩২৬	৪১	৩৬৭
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	৫	৫৫	৬৫	১২০	১৭৪	২৯৯
	আদায়	-	৭	২	৯	৩৭	৪৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	৩৬০	-	৩৬০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	২১০	-	২১০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	৪৩১	-	৪৩১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	৮০	-	৮০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	১৩০	-	১৩০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৮	১৯	৫	৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৮	১৯	৫	৫
২।	শিল্প :	২৭৪	২৮৭	৩২৭	৩৫০
ক)	বৃহৎ ও মাঝারি	২৭৪	২৮৭	৩২৭	৩৫০
খ)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৩৫	৭৯	৩৪	৩৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫	-	১	৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩০৪	২৭১	৩১৮	৩০০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭৮	৬৪	১৮২	১৭৫
	সর্বমোট	৭১৪	৭২০	৮৬৭	৮৭০

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক)

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর পূর্বের নাম ছিল ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ। ১৯৯৭ সালের মে মাসে ব্যাংকটি 'ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ' নাম ধারণ করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটো পূর্ণাংগ শাখা নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে ব্যাংকটি বাংলাদেশে এর কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ঢাকার মতিঝিলস্থ শাখাটির অধীনে গুলশানে ১টিসহ ও সোনারগাঁও হোটেলে ১টি মোট দুটো বুথ অফিস রয়েছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৯৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটি করপোরেট ব্যাংকিং-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যদিও আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণপত্র স্থাপন, ডকুমেন্টারী লেনদেন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কাজও করে থাকে।

২০০১ সালে বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৯৯৭ মিলিয়ন টাকা

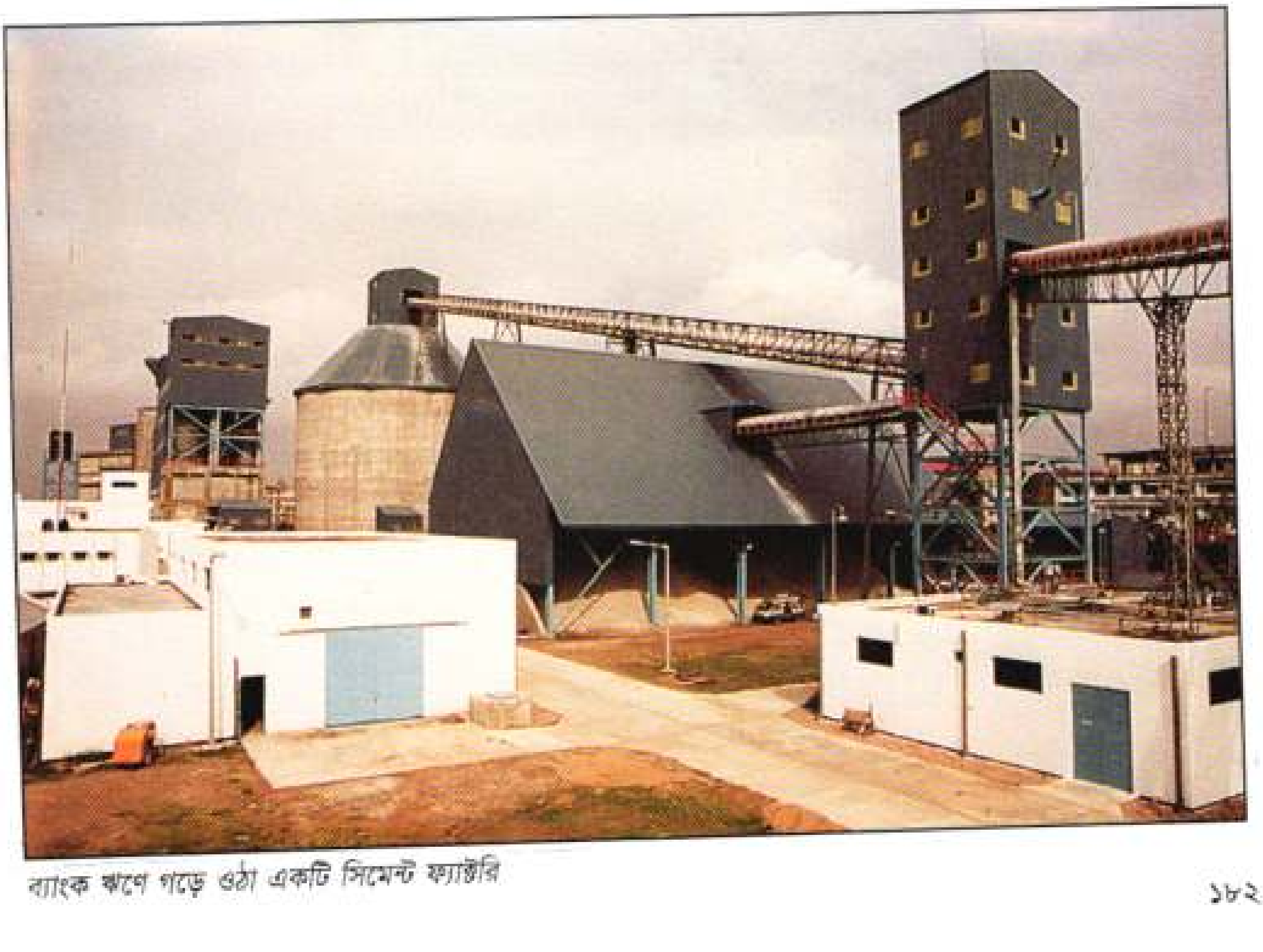

ব্যাংক ঋণে গড়ে ওঠা একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৫৭	৮৬১	৯৩৬	১০১১
৪।	আমানত	৬৬৯৪	৫৯৯৭	৬৫২০	৭১৬০
	ক) তলবি আমানত	২৬০১	২৬০৯	২৭১৩	২৯৭৯
	খ) মেয়াদি আমানত	৪০৯৩	৩৩৮৮	৩৮০৭	৪১৮১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৪৩৭	৩৮০৯	৩৭৩৭	৪৩৪৮
৬।	বিনিয়োগ	১৯৫০	২০১০	১২০০	১৯০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮৬৫৮	৮৮৮২	৮৩১৭	৯১২৭
৮।	মোট আয়	১০১২	৯৫৫	২৩৩	৪৬৬
৯।	মোট ব্যয়	৫৪১	৫২৪	১১৮	২৩৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৩৫৬৫	৪১০৪৯	১৭৪৯১	২৬৩৭৮
	ক) রপ্তানি	৮৬১৫	১০২১৮	৬৮৭৬	৯৫০০
	খ) আমদানি	১২৯৩৪	১৩৪০৭	৭৫৭১	১১৫০০
	গ) রেমিটেন্স	১২০১৬	১৭৪২৪	৩০৪৪	৫৩৭৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৫২	৪৯২	৪৯৯	৫০৫
ক)	কর্মকর্তা	১০৯	১০৯	১০৮	১১০
খ)	কর্মচারী	২৯	২৪	২৪	২৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮	১৪	১৩	১৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২

(তলবি আমানত ২৬০৯ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৩৩৮৮ মিলিয়ন টাকা), যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ২৭১৩ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৩৮০৭ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৮০৯ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭৩৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৪১০৪৯ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১০২১৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩৪০৭ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১৭৪২৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ১৭৪৯১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৬৮৭৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৭৫৭১ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৩০৪৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৩৩ জন, যার মধ্যে ১০৯ জন কর্মকর্তা ও ২৪ জন কর্মচারী। বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৫৫০	৭০৩	৮০৭৫	৮৭৭৫	১৫০৫	১০৮৩৩
	আদায়	৫০১	৬১৫	৭৫৮১	৮১৯৬	১৪৫৬	১০১৫৩
২০০১	বিতরণ	৬২৪	৬৮৮	১১১৮৫	১১৮৭৩	৬৭০	১৩১৬৭
	আদায়	৫৮৮	৪৬৮	১০৯০১	১১৩৬৯	৬৪৮	১২৬০৫
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১৪৩	-	১৬৬৯	৬৬৯	১৪৩	১৯৫৫
	আদায়	১৪১	২৪৪	১০৬৬	১৩১০	৭৮	১৫২৯
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ						
	আদায়						

* সাময়িক।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৭৩	-	৭৩
	পরিমাণ	৩২৯১	-	৩২৯১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২৪	-	২৪
	পরিমাণ	২৪৬৭	-	২৪৬৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৬৭	-	৬৭
	পরিমাণ	৩১২৯	-	৩১২৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	৭৫২	-	৭৫২
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১০১	১১৪	১০৬	১২৪
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১০১	১১৪	১০৬	-
২।	শিল্প :	২৫৫৬	৩০১৫	৩০৭২	৩৫৭৫
	ক) বৃহৎ	২৫৫৬	৩০১৫	৩০৭২	৩৫৭৫
	খ) মাঝারি	-	-	-	-
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	২৩৭৩৫৩	২৭৭	৩২২	
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৯	৫২	৪৯	৫৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৩	৬৩	৭৯	৯১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৪১	২১২	১৫৪	১৭৮
	সর্বমোট	৩৪৩৭	৩৮০৯	৩৭৩৭	৪৩৪৮

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৩১৬৭ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১১৮৭৩ মিলিয়ন টাকা, কৃষি খাতে ৬২৮ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৬৭০ মিলিয়ন টাকা) এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২৬০৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১৬৬৯ মিলিয়ন টাকা, কৃষি খাতে ১৪৩ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ১৪৩ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫২৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০১ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৪৬৭ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০১ সাল শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩২৯১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫২ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১২৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

২০০১ সালে ইন্দোসুয়েজ-এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩৮০৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে স্থিতি ৩০১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৩৭৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্প খাতে ৩০৭২ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন দিয়ে বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭১৫ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা রয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ১৯ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১২ জন ও কর্মচারী ৭ জন।

২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৯৭ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৮৫ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২১২ মিলিয়ন টাকা), যা ২০০২ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ৮৭ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ২৪৯ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সাল শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৭৬ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০০২ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৪০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬৭২ মিলিয়ন, আমদানি ৭৫৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১২ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৩৪৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭০২ মিলিয়ন, আমদানি ৬৪২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫ মিলিয়ন ও ২৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

২০০১ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৬০৯ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংক মোট ৭২৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে । পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৩ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

২০০১ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী শুধু ৫ টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ-দেখানো হলো।

২০০১ সালের শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৬ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে স্থিতি ১০০ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১২২ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ঋণের স্থিতি ৯৯ মিলিয়ন টাকা)। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি -৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১৩	১১৩	১১৩	৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১১৩	১১৩	১১৩	৫০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	২৪৩	২৯৭	৩৩৫	৩৬৫
	ক) তলবি আমানত	১০২	৮৫	৮৭	১০৫
	খ) মেয়াদি আমানত	১৪১	২১২	২৪৯	২৬০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২২	১৭৬	১০৪	২২০
৬।	বিনিয়োগ	৪০	-	৩০	৪০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৭২	৬৪৫	৭১৫	৭৬০
৮।	মোট আয়	৪২	৪৫	১৩	২৯
৯।	মোট ব্যয়	২১	২৩	৭	১৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৪৭	১৪৪০	৪৮৮	১০২৮
	ক) রপ্তানি	৭০২	৬৭২	২৭৮	৬০০
	খ) আমদানি	৬৪২	৭৫৬	২০২	৪১৫
	গ) রেমিটেন্স	৩	১২	৮	১৩
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২	১৯	১৯	২১
	ক) কর্মকর্তা	১১	১২	১২	১৩
	খ) কর্মচারী	৭	৭	৭	৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১	৯	৯	৯
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২৫	২৮	২৮	২৮
	ক) বাংলাদেশে	১	১	১	১
	খ) বিদেশে	২৪	২৭	২৭	২৭

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৬	-	৫৩	৫৩	-	৫৯
	আদায়	৩	৯	৭	১৬	-	১৯
২০০১	বিতরণ	৪২	১৪	৫৯৫	৬০৯	১৯৩	৮৪৪
	আদায়	২৩	৯	৫৭৩	৫৮২	১১৮	৭২৩
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১৬	১০	১	২৮	৫৮	১০২
	আদায়	১৩	৬	১১	১৭	৪৪	৭৪
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	২৫	২৮	৭৫	১০৩	১০০	২২৮
	আদায়	১৩	৬	২৩	২৯	৮০	১২২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৮১	-	৮১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	২১	-	২১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	৮৮	-	৮৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	৩	-	৩
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	২৮০	-	২৮০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৬	২৪	২২	৩০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত	৬	২৪	২২	৩০
২।	শিল্প :	৯৯	১০০	১১৩	১৪১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৯৯	১০০	১১৩	১৪১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	অন্যান্য	১৭	৫২	৬৯	৪৯
	সর্বমোট	১২২	১৭৬	২০৪	২২০

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ১৯৯৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার রিজার্ভ ফান্ড ও ৭২৫ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দুটি শাখা ও একটি বুথ অফিস রয়েছে। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক সর্বপ্রকার ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবিত "MCB Money Plant" প্রকল্প চালু করেছে। ব্যাংকটি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচ বি এফ সি) এবং বেসরকারী তালিকাভুক্ত কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে ২০০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। এছাড়াও ব্যাংকটি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের আওতায় ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড নামক কোম্পানীর ইকুইটিতে শতকরা ৩০ ভাগ বিনিয়োগ করেছে। ২০০১ সালে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৮৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৫০ জন ও কর্মচারী ৮ জন। ব্যাংকটি ২০০২ সালের জানুয়ারী থেকে স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক "ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড"-এর সাথে একীভূত হয়।

২০০১ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৫৭ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৩৪৩ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২১৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ৩৮৩ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯১ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩৩১৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৮৮৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১২১৯ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ২০৪ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ২০৬৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৯৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। উক্ত সময়ে ব্যাংকের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৯৮ মিলিয়ন ও ৬০৩ মিলিয়ন টাকা। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন				
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০		
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৬	৭৫		
৪।	আমানত	৮৫৫	৫৫৭		
	ক) তলবি আমানত	৫৩৩	৩৪৩		
	খ) মেয়াদি আমানত	৩২২	২১৪		
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৮৪	৩৮৩		
৬।	বিনিয়োগ	১৪৩	৯১		
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৬০৮	১২৮৪		
৮।	মোট আয়	১৩৭	১১৯		
৯।	মোট ব্যয়	৯৬	৯৪		
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪০৮৬	৩৩১৩		
	ক) রপ্তানি	১৭৫৬	১৮৮৯		
	খ) আমদানি	১৫২০	১২২০		
	গ) রেমিটেন্স	৮১০	২০৪		
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬২	৫৮		
	ক) কর্মকর্তা	৫৪	৫০		
	খ) কর্মচারী	৮	৮		
১২।	বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৬	৭৬		
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২		
	ক) বাংলাদেশে	২	২		
	খ) বিদেশে	-	-		

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	২	৭৮১	৭৮৩	১৮৮৬	২৬৬৯
	আদায়	-	৬	৮৪৬	৮৫২	১৭৮৪	২৬৩৬
২০০১	বিতরণ	-	৩	৪৯৫	৪৯৮	১৫৭১	২৬৯
	আদায়	-	১৪	৫৮৯	৬০৩	১৩৬৭	১৯৭০
৩১ মার্চ ২০০২	বিতরণ						
	আদায়						
৩০ জুন ২০০২	বিতরণ						
	আদায়						

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	৯৭	-	৯৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত**	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৪	০.০৯		
	ক) শস্য	-	-		
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪	০.০৯		
২।	শিল্প :	২১৮	২৯১		
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৮১	১৬৪		
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৭	২৭		
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৯৬	৭৫		
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-		
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-		
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-		
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-		
	খ) অন্যান্য	-	-		
৭।	অন্যান্য	১৬৬	১১৭		
	সর্বমোট	৪৮৪	৩৮৩		

সিটি ব্যাংক এন এ

সিটি ব্যাংক এন এ ১৯৮৭ সালে স্থাপিত একটি প্রতিনিধি অফিসকে উন্নীত করে ১৯৯৫ সালের ২৪ জুন তারিখে ২০৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮০৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে ব্যাংকটির ২টি শাখা অফিস রয়েছে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির কর্মরত

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
২।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৬২	৭৭৬	৭৮৬	৯১১
৩।	আমানত	১৭৯৩	৪৪৯৫	৪৯৯১	৫৬৮১
	ক) তলবি আমানত	৩৬৯	১৯৩০	২০৮৭	২১৭৭
	খ) মেয়াদি আমানত	১৪২৪	২৫৬৫	২৯০৪	৩৫০৪
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১৪৪৩	২১৩৩	২৫৯১	২৯০০
৫।	বিনিয়োগ	৬৪০	৭০০	৭০০	১০০০
৬।	মোট পরিসম্পদ	৩০৮৩	৫৮৫১	৭০৭৭	৮৪৭৮
৭।	মোট আয়	২২৫	৩৩৮	১৮১	৩৬১
৮।	মোট ব্যয়	৯৫	১১৮	১১৮	২৩৭
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫১৩৬	১৬৯৮৭	৭৩৭৬	১৪৭৫২
	ক) রপ্তানি	৯৫	১১৪৩	৬৬০	১৩২০
	খ) আমদানি	২১৩২	৩৩৬৪	৭৩২	১৪৬৪
	গ) রেমিটেন্স	২৯০৯	১২৪৮০	৫৯৮৪	১১৯৬৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪১	৪২	৪৮	৫০
	ক) কর্মকর্তা	৪১	৪২	৪৮	৫০
	খ) কর্মচারী	-	-	-	-
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৫	৪৭	৪৯	৫৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	-	১৪৬৬	১৪৬৬	-	১৪৬৬
আদায়	-	-	১৬১২	১৬১২	-	১৬১২
২০০১						
বিতরণ	-	-	১৫১৮	১৫১৮	-	১৫১৮
আদায়	-	-	১৫৮৭	-	১৫৮৭	
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	৩১৪	১৩২০	১৬৩৪	-	১৬৩৪
আদায়	-	১১২	১৪২৩	১৫৩৫	-	১৫৩৫
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৩৪৫	১৪৫২	১৭৯৭	-	১৭৯৭
আদায়	-	১২৩	১৫৬৫	১৬৮৮	-	১৬৮৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮ জন, যাদের সবাই কর্মকর্তা। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন এ যে সকল সেবাদি প্রদান করে আসছে সেগুলো হলোঃ একাউন্ট সার্ভিসেস, গ্লোবাল এন্ড লোকাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ট্রেজারী সার্ভিসেস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ ও অগ্রিম। সিটি ব্যাংক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম Electronic Cash Management Product চালু করেছে। সৌদি আরবে প্রবাসীদের দ্রুত টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক Saudi-American Bank (SAMBA) ও জনতা ব্যাংকের সহযোগিতায় "Speed Cash" নামে নতুন পদ্ধতি চালু করেছে।

২০০১ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৭০১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৯৫ মিলিয়ন টাকায় (তলবি আমানত ১৯৩০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২৫৬৫ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে মোট আমানত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ২০৮৭ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২৯০৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৯০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২১৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২৫৯২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ৭০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সিটি ব্যাংক এন এ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ২০০১ সালে ছিল ১৬৯৮৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১১৪৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৩৬৪ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১২৪৮০ মিলিয়ন টাকা), যা ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ৭৩৭৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (রপ্তানি ৬৬০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৭৩২ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৫৯৮৪ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন এ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সিটি ব্যাংক এন এ ২০০১ সালে শিল্প খাতে ১৫১৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫৮৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাস

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১০৩৯	২০৮২	২৪৬৪	২৭৫৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১০৩৯	২০৮২	২৪৬৪	২৭৫৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬	০.১৬	৬১	৬৯
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৮৭	৫১	৬৬	৭৪
	সর্বমোট	১৪৪৩	২১৩৩	২৫৯১	২৯০০

সময়ে ব্যাংকটি মোট ১৬৩৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ১৫৩৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। সিটি ব্যাংক এন এ কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন এ-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

হানভিট ব্যাংক

হানিল ব্যাংক ১৯৯৯ সাল হতে কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক 'কমার্শিয়াল ব্যাংক অব কোরিয়া'-এর সংগে একীভূত হয়ে 'হানভিট ব্যাংক' নাম ধারণ করে বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ডিসেম্বর, ২০০১ শেষের ২৮৪৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে ৩২৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০২ তারিখে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৯ জনে, যার মধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা এবং ৩ জন কর্মচারী।

ব্যাংকটির মোট আমানত ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় ৫৯০ মিলিয়ন টাকায় (তলবি আমানত ৪৮১ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১০৯ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ২০০১ শেষের ৬৭৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে ৮৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০১ সালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার

ব্যাংক ঋণে পরিচালিত একটি স্পিনিং মিল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৪০	৫৭০	৫৭৯	৫৭৯
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৪৫	২০২	২০২	২০২
৪।	আমানত	৫৪৫	৫৯০	৭০৯	৯২১
	ক) তলবি আমানত	৪৩৯	৪৮১	৫৯৯	৭৭৮
	খ) মেয়াদি আমানত	১০৬	১০৯	১১০	১৪৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৯৬	৬৭৪	৮৪৫	৯৫৩
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮৭৫	২৮৪৩	৩২৫৪	৩৭৪০
৮।	মোট আয়	২৫৪	২৯২	৫৯	১৩০
৯।	মোট ব্যয়	৯৬	৯১	১৮	৩৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৮৮৮১	১৮৮৭১	৪৫০৩	৯৯০০
	ক) রপ্তানি	৭১০৮	৭৪৫৬	১৩০৬	৩৩০০
	খ) আমদানি	৭১০৯	৭৯৯৬	১৮৯২	৩৯০০
	গ) রেমিটেন্স	৪৬৬৪	৩৪১৯	১৩০৫	২৭০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২০	১৯	১৯	১৯
	ক) কর্মকর্তা	১৬	১৬	১৬	১৬
	খ) কর্মচারী	৪	৩	৩	৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৬	৪১	৪১	৪১
১৩।	শাখার সংখ্যা (বাংলাদেশে)	১	১	১	১

* অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

পরিমাণ ছিল ১৮৮৭১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭৪৫৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৭৯৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৪১৯ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫০৩ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ১৩০৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৮৯২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৩০৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০১ সালে ব্যাংকটির মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯২ মিলিয়ন টাকা ও ৯১ মিলিয়ন টাকা।

হানভিট ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে ব্যাংকটি মোট ৩৩৬২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ৩৬৮৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির ঋণ বিতরণের

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	-	৫৪০১	৫৪০১	৩	৫৪০৪
	আদায়	-	২৩	৪৯৮৭	৫০১০	২	৫০১২
২০০১	বিতরণ	-	-	৩৩৫৮	৩৩৫৮	৪	৩৩৬২
	আদায়	-	-	৩৬৭৮	৩৬৭৮	৫	৩৬৮৩
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	-	৬৭৮	৬৭৮	৫	৬৮৩
	আদায়	-	-	৭৭৯	৭৭৯	৫	৭৮৪
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	-	৯৭১	৯৭১	৯	৯৮০
	আদায়	-	-	১০৫৪	১০৫৪	৭	১০৬১

*নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ। * সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪৩	-	৪৩
	পরিমাণ	১১২০৫	-	১১২০৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	৩৩৬২	-	৩৩৬২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪৮	-	৪৮
	পরিমাণ	১২৭২৬	-	১২৭২৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	১৫২১	-	১৫২১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	২৬০০	-	২৬০০

*নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ। * প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৯০৭	৬২৩	৭৯২	৯০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৯০৭	৬২৩	৭৯২	৯০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭৩	৪৭	৪৮	৪৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬	৪	৫	৮
	সর্বমোট	৯৯৬	৬৭৪	৮৪৫	৯৫৩

নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

পরিমাণ ৬৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ৭৮৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ঋণ মঞ্জুরী

ব্যাংকটি শুরু থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ৪৮টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ১২৭২৬ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে, যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৪৩টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত ১১২০৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষের ৬৭৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ শেষে ৮৪৫ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ৭৯২ মিলিয়ন টাকা সহ) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হয়েছে।

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ১৭ ডিসেম্বরে ঢাকায় তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। ইতোমধ্যে এ ব্যাংক বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করে চট্টগ্রামে একটি শাখা, ঢাকায় দুটি ক্যাশ বুথ ও একটি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্থাপন করেছে। ২০০১ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৭ জনে।

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড বহুবিধ আর্থিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে যার মধ্যে পার্সোনাল, কমার্শিয়াল এবং কর্পোরেট ব্যাংকিং, ট্রেড সার্ভিস, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, ট্রেজারী, কনজ্যুমার এবং বিজনেস ফাইন্যান্স, সিকিউরিটিজ এবং কাস্টডিয়াল

দ্রুত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালুকৃত ব্যাংকের সেলফ সার্ভিস কার্যক্রম

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৪২	৪৪২	৪৪২	৪৪২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩২৩৪	৪৫৭১	৫২৮৯	৫৮১৮
৪।	আমানত	৩২৩৪	৪৫৭১	৫২৮৯	৫৮১৮
	ক) তলবি আমানত	১০৬৩	১২৭৩	১৯৮০	১৭৯৪
	খ) মেয়াদি আমানত	২১৭১	৩২৯৮	৩৩০৯	৪০২৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০৫৫	৩০৩১	৩৪৫৯	৪০০০
৬।	বিনিয়োগ	২৫১	৬১১	৬৮৭	৮৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮৮৮	৫৫৫৩	৬৩২১	৬৬৪৭
৮।	মোট আয়	৪১২	৫৯৬	২৩৩	২৯৪
৯।	মোট ব্যয়	৩৬৩	৪৬৪	১৮৯	১৮৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৮১১৪	৩৭৬৫০	৬৩২৬	১২৮০০
	ক) রপ্তানি	৮০৮০	১১১৪৭	২০৪৯	৪০০০
	খ) আমদানি	৮১৯৬	৯২১৩	২০৫৬	৪০০০
	গ) রেমিটেন্স	১১৮৩৮	১৭২৯০	২২২১	৪৮০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭২	২২৯	২২৭	২৭০
	ক) কর্মকর্তা	২৮	৩৭	৩৭	৩৮
	খ) কর্মচারী	১৪৪	১৯২	১৯১	২৩২
১২।	বিদেশী প্রতিযোগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২
	ক) বাংলাদেশে	২	২	২	২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট অর্ন্তভুক্ত নয়।

সার্ভিস উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ব্যাংকটি তাদের শাখাসমূহে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) সার্ভিস চালু করেছে।

২০০১ সালে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৪৪২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকের আমানত ৪৫৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে তলবি আমানত ১২৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৩২৯৮ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে এইচএসবিসি-এর অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০৩১ মিলিয়ন টাকা ও ৬১১ মিলিয়ন টাকায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটি ৩৭৬৫০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	-	৯৮০	-	৯৮০	১০১৯	১৯৯৯
	আদায়	-	৩১৭	-	৩১৭	৮০৭	১১২৪
২০০১							
	বিতরণ	-	২১১৭	১৪৪৮৯	১৬৬০৬	৬৯২	১৭২৯৮
	আদায়	-	২০৪২	১৪১৯৯	১৬২৪১	৬০৩	১৬৮৪৪
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	-	১০২২	১৫৯৩৮	১৬৯৬০	৩৪১	১৭৩০১
	আদায়	-	৫৯১	১৫৬১৯	১৬২১০	১৯৭	১৬৪০৭
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-	১১৭৬	১৭৫৩২	১৮৭০৮	৬৮০	১৯৩৮৮
	আদায়	-	৬৮০	১৭১৮১	১৭৮৬১	২২৭	১৮০৮৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭৬	-	৭৬
	পরিমাণ	৩১৪৪	-	৩১৪৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
	পরিমাণ	১৫৯৪	-	১৫৯৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
	পরিমাণ	৩৬২২	-	৩৬২২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	৪৭৮	-	৪৭৮
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	৫৭৯	-	৫৭৯

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১০৩৩	১৯২০	২১৫০	২৩০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১০৩৩	১৯২০	২১৫০	২৩০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৩৬৮	৫০০	৬২৫	৭০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১০২	৪২	৫৯	৭০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২১৫	১৯২	২৫০	৩০০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৩৭	৩৩৭	৩৭৫	৬৩০
	সর্বমোট	২০৫৫	৩০৩১	৩৪৫৯	৪০০০

নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

রপ্তানি ১১১৪৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৯২১৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৭২৯০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি (ইসলামিক ব্যাংকার্স)

শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি (ইসলামিক ব্যাংকার্স) সাবেক ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন (ই সি) আগস্ট ১৯৯৭ থেকে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এটি ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০১ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০১৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৯২৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০৭ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০০৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি ২০০১ সালে ২৬২৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ১৪৮৩ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১১৪৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ৪২ জনে, যাদের মধ্যে ২৩ জন কর্মকর্তা এবং ১৯ জন কর্মচারী। শামিল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে শামিল ব্যাংক ১৬৯৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫৫৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিন মাসে ব্যাংকটি ৩৯৪

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	৯৯	২৬০৩	২৭০২	-	২৭০২	
	আদায়	৩৪	২৮৮৯	২৯২৩	-	২৯২৩	
২০০১							
	বিতরণ	৮৩	১৬১৫	১৬৯৮	-	১৬৯৮	
	আদায়	৯৭	১৪৫৮	১৫৫৫	-	১৫৫৫	
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	-	৩৯৪	৩৯৪	-	৩৯৪	
	আদায়	১৬	৩০০	৩১৬	-	৩১৬	
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-	৮০০	৮০০	-	৮০০	
	আদায়	৩০	৬০০	৬৩০	-	৬৩০	

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৬৪	১৭১	১৭৪	১৭৪
৪।	আমানত	৯৬৫	১০১৮	৯৫৩	১০৫০
	ক) তলবি আমানত	১৮৭	৮৯	৯৯	১৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	৭৭৮	৯২৯	৮৫৪	৯০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮৩৩	১০০৭	১০০৪	৯৯৪
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১২৮২	১৪০৮	১৩৬৫	১৩৫০
৮।	মোট আয়	১৮৬	২০০	৪৭	৯৪
৯।	মোট ব্যয়	১৩৫	১২০	২	৫৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৭৪	২৬২৬	৭৩৯	১৪০০
	ক) রপ্তানি	১৪৩৮	১৪৮৩	৩৮৪	৭০০
	খ) আমদানি	১৬৩৬	১১৪৩	৩৫৫	৭০০
	গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৫	৪২	৪২	৪২
	ক) কর্মকর্তা	২২	২৩	২৩	২৩
	খ) কর্মচারী	২৩	১৯	১৯	১৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	৩	৩	৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৫	৫	৫
	ক) বাংলাদেশে	১	১	১	১
	খ) বিদেশে	৪	৪	৪	৪

মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩১৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

শামিল ব্যাংক ২০০১ সালে মোট ৬২টি প্রকল্পে ৭২৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে, যার মধ্যে ৬৮৬৫ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে। ব্যাংকটির শিল্প ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

শামিল ব্যাংক-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১৩	১৬৭	২০
পরিমাণ	৮৮৪২	৬৪৯	৯৪৯১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮	৪৪	৬২
পরিমাণ	৬৮৬৫	৩৮৫	৭২৫০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১৪	১৬৮	২২
পরিমাণ	৯১০২	৬৫০	৯৭৫২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	১	১
পরিমাণ	২৬০	০১	২৬১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৪	৯
পরিমাণ	১০০৬	২০	১০২৬

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৫২৩	৫৬৭	৬৪৬	৬৪০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৫০০	৫৫০	৬২০	৬২০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৩	১৭	২৬	২০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৭	২৫	২৪	২৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২৮৩	৪১৫	৩৩৪	৩৩০
	সর্বমোট	৮৩৩	১০০৭	১০০৪	৯৯৪

নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

বিশেষায়িত ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণ দানকারী বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ ব্যাংকের সৃষ্টি। এ দেশের কৃষি ঋণ বিতরণের সিংহভাগই এককভাবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অবদান। কৃষি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা, বাণিজ্যিক ঋণ, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ, প্রকল্পের চলতি মূলধন ঋণ ইত্যাদি খাতে ঋণ সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের জন্য একটি

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি চা বাগান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২১	৮২১	৮২১	৮২১
৪।	আমানত	৩১৪৩৮	৩৮৭০০	৪২০৫০	৪৪২০০
	ক) তলবি আমানত	২৪২৪	২৮৭৯	৩৩৭০	৩৬৯০
	খ) মেয়াদি আমানত	২৯০১৪	৩৫৮২১	৩৮৬৮০	৪০৫১০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৯০২২	৫৩৩৮০	৫৫২৮০	৫৭৮৮০
৬।	বিনিয়োগ	১৪৫৩	২৫৬০	২৫৬০	২৬৪০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৯৮২০	৭৬৬৫৩	৭৮৬৫০	৮১৫৫০
৮।	মোট আয়	২৯১০	৫৮১০	৩৫০০	৪৮৮০
৯।	মোট ব্যয়	৫৫৫০	৫৭৮০	৪৫০০	৬১৮০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৫৮৩	৮৩৬৫	৪৬৪০	৫১০৪
	ক) রপ্তানি	২৬৪০	৩১৬৭	১৩৩৮	১৪৭২
	খ) আমদানি	১৭৯৪	৪৩৩৫	২৭৭০	৩০৪৭
	গ) রেমিটেন্স	১৪৯	৮৬৩	৫৩২	৫৮৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১২৫৫	১১৪০১	১১৩৯০	১১৬০০
	ক) কর্মকর্তা	৪৭১৯	৪৮৬২	৪৮৫০	৫০০০
	খ) কর্মচারী	৬৫৩৬	৬৫৩৯	৬৫৪০	৬৬০০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৭০	১৭০	১৬০	১৬০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৮৫৪	৮৮৯	৯২১	৯২১
	ক) বাংলাদেশে	৮৫৪	৮৮৯	৯২১	৯২১
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক হলেও এটি অন্যান্য বাণিজিক ব্যাংকের মতই সকল ধরনের ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা। ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৯২১টি এবং কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮৫০ ও ৬৫৪০ জন।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন, কৃষি খাতের বর্ধিত ঋণ চাহিদা পূরণ, কৃষি খাতকে আরো সুদৃঢ়করণ, কৃষির নতুন নতুন খাত চিহ্নিতকরণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি ব্যাংকের ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ,

ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০০০ মিলিয়ন টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় হয়েছে যথাক্রমে ১০৫৪৭ মিলিয়ন টাকা (৬৬%) ও ১১৪০৪ মিলিয়ন টাকা (৭৬%)।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৫০০ মিলিয়ন টাকা, যার বিপরীতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ৫৫৭ মিলিয়ন টাকা (১০%)। ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ জুন ২০০১ শেষে ৩৮৭০০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০২ শেষে ৪২০৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ জুন ২০০১-এর ৫৩৩৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে ৫৫২৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে এ কাজে বর্তমানে তাদের রয়েছে মাত্র ১২টি অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় শাখা এবং ১৬০টি বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৭৭০ মিলিয়ন, ১৩৩৮ মিলিয়ন এবং ৫৩২ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ৪১৬ জন হজ্ব যাত্রীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১৬০০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও কৃষকদের অর্থনৈতিক ভিতকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১০১৫০ মিলিয়ন

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯-২০০০							
	বিতরণ	৮৯৯১	৩৫৪	১২০৫	১৫৫৯	৪৮৪৩	১৫৩৯৩
	আদায়	৮৪০৫	৪৬০	১৩৩০	১৭৯০	৫০০১	১৫১৯৬
২০০০-২০০১							
	বিতরণ	১০৭২১	৮৮৯	৩৩৫১	৪২৪০	২৮৬৩	১৭৮২৪
	আদায়	৯১২০	১১৪৬	৩৬৫০	৪৭৯৬	২৭০০	১৬৬১৬
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	৬৭০৮	২০১	৮৫০	১০৫১	২৭৮৮	১০৫৪৭
	আদায়	৭১৭৫	২৩৫	১৫০৮	১৭৪৩	২৪৮৬	১১৪০৪
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	১০৮৯৫	৩০০	৯০০	১২০০	৩৯০৫	১৬০০০
	আদায়	১০৫৫২	৩৫০	১৫৫০	১৯০০	২৫৪৮	১৫০০০

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯৫০০৫	৩৭৮২২	২৩২৮২৭
পরিমাণ	১৩৮৮৮	৫৯৪	১৪৪৮২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৪	৪২০	৫১৪
পরিমাণ	১৬৩	৯২	২৫৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২* তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯৫০২৬	৩৭৯২৪	২৩২৯৫০
পরিমাণ	১৩৯২৭	৬১৫	১৪৫৪২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২১	১০২	১২৩
পরিমাণ	৩৯	২১	৬০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	২০৭	২৫২
পরিমাণ	৮০	৪৩	১২৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

টাকা, যা মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৬৩%। ফসল মৌসুমে যথাসময়ে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে কৃষকদের হাতে ঋণ পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ বছরেও দূরবর্তী ইউনিয়নসমূহে বুথ খুলে ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়াও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত প্রায় ১০৫৪৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৬ শতাংশ। এ ঋণ পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতোই শস্য উৎপাদন (চাসহ), হালের বলদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্তে ঋণ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৫০০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ১১৪০৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৭৬%। চলতি অর্থ বছরে ব্যাপক হারে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ও ব্যাংকের আর্থিক ভিতকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ঋণ অদায়ের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গওজঅঈথউ (গধীরসঁস ওহপবহঃরাব ভড়ৎ জবপড়াবৎ ড়ভ অ ঈষধংংরভরবফ খড়ধহ উহঃরৎবয়) কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২-এ দেয়া হলো।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

কৃষি ব্যাংক ২০০১ সালে (১ জানুয়ারি-৩১ ডিসেম্বর) ছোট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোট ৫১৪টি প্রকল্প অনুমোদন করে, যার

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৮৯৩০	৩২৪৬৫	৩২১১০	৩৪৪১১
	ক) শস্য	১৭৯৪৭	২১৬১৬	২১৪৭৮	২২৯১২
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১০৯৮৩	১০৮৪৯	১০৬৩২	১১৪৯৯
২।	শিল্প ঃ	৭৮৫১	৯৪১৭	৬৫৬০	৬৮৯০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৭২১৭	৬৫	৬০	৯০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৩৪	৯৩৫২	৬৫০০	৬৮০০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৯৫৪	১০০৯	১০২০	১০৬৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৮৯৬	৩৩২৮	৩২৬১	৩৫২৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৩১	৫৪৭	৫২৯	৫৭৯
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	২৮৬০	২৯৯০	২৯৪২	৩১৬৫
	ক) দারিদ্র বিমোচন	২৫৬২	২৮২৭	২৭৮০	২৯৯৯
	খ) অন্যান্য	২৯৮	১৬৩	১৬২	১৬৬
৭।	অন্যান্য	৪৮০০	৩৬২৪	৮৮৫৮	৮২৩৮
	সর্বমোট	৪৯০২২	৫৩৩৮০	৫৫২৮০	৫৭৮৮০

বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৫ মিলিয়ন টাকা। এ ঋণের ৯৬ শতাংশ পেয়েছে ছোট এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ২০০০-২০০১ সালের শেষে ৫৩৩৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের মার্চ শেষে ৫৫২৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১ মার্চ ২০০২-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, ঋণের স্থিতি কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩২১১০ মিলিয়ন (মোট ঋণ স্থিতির ৬৪%), শিল্প খাতে ৬৫৬০ মিলিয়ন (১৩%) এবং বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ২৯৪২ মিলিয়ন টাকায় (৬%) দাঁড়িয়েছে। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তথা রাজশাহী বিভাগের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার এবং কৃষি ঋণ সরবরাহকারী বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল কার্যালয়/শাখা অংগীভূত করে এবং সমস্ত দায় ও সম্পদ গ্রহণ করে ১৫ মার্চ ১৯৮৭ সালে এ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং এ অঞ্চলের কৃষক ও কৃষির সকল মৌলিক খাত/উপ-খাতের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ সরবরাহ, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ বিতরণ ছাড়াও এ ব্যাংক সকল প্রকার সাধারণ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০২ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৮০ মিলিয়ন

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে ছাগল খামার

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৮০	১০৮০	১০৮০	১২৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০৮	২০৮	২০৮	২০৮
৪।	আমানত	৫০৫৪	৬৭১১	৭৬৩৩	৮৫২০
	ক) তলবি আমানত	৪১৪	৬৬৯	৭০১	৯০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৪৬৪০	৬০৪২	৬৯৩২	৭৬২০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২৫৭৫	১৩৪৬০	১৩৭৮২	১৪৬০০
৬।	বিনিয়োগ	২	১২	২৮	২৮
৭।	মোট সম্পদ	১৯৮৬৯	২১১৮৭	২২২১৪	২৩০৫০
৮।	মোট আয়	১১৯৯	১১৩৪	৯৮৮	১৫১৬
৯।	মোট ব্যয়	১১৭৮	১১১০	৮৮৪	১৩৪০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৭৩৭	৩৭১৬	৩৬৯২	৩৬৮৯
	ক) কর্মকর্তা	১৬৭৫	১৬৭৪	১৬৫৫	১৬৫৪
	খ) কর্মচারী	২০৬২	২০৪২	২০৩৭	২০৩৫
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৩০১	৩৩১	৩৪১	৩৫০

টাকায়। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় রাজশাহী মহানগরীতে অবস্থিত। চলতি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে নতুন খোলা ১০ টি শাখাসহ বর্তমানে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৩৪১ টি। জেলা সদরে অবস্থিত পাঁচটি জোনাল ও ১৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় সরাসরি শাখাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে রয়েছে ১৮টি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়। নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যাংকের রয়েছে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ। এছাড়া নীতি নির্ধারণে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রয়েছে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি। মার্চ ২০০২ শেষে রাকাবের মোট জনবলের সংখ্যা ছিল ৩৬৯২ জন, যার মধ্যে ১৬৫৫ জন কর্মকর্তা ও ২০৩৭ জন কর্মচারী।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসলেও অতীতে এ ব্যাংক তেমন ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ যাবত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩০৭১ মিলিয়ন টাকা। এ সংকট উত্তরণ করে রাকাব-কে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে অতীতে গৃহীত পাঁচ বছর মেয়াদি সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন পদক্ষেপ জোরদার করা হয়। সংস্কার কর্মসূচীর তৃতীয় বছরে (২০০১-২০০২) প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের ন্যায় ব্যাংকের সার্বিক কর্মকান্ড আরও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ক্রমাগত সাত বছর লোকসানগ্রস্ত থাকার পর দ্বিতীয় বারের মতো ব্যাংক ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ২৩.৯ মিলিয়ন টাকা

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯-২০০০							
	বিতরণ	২৬৪০	১০	২৯০	৩০০	৭২১	৩৬৬১
	আদায়	২৯২৫	৫৯	২২৯	২৮৮	৬৬৮	৩৮৮১
২০০০-২০০১							
	বিতরণ	২৮০০	১১৭	৩২৬	৪৪৩	৮৩২	৪০৭৫
	আদায়	২৯৭৬	৫১	৩৮২	৪৩৩	৮২৯	৪২৩৮
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	২১৪৯	১০৪	২৪৯	৩৫৪	৬১৯	৩১২১
	আদায়	১৯১৮	২৭	৩৮৯	৪১৬	৬২১	২৯৫৫
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	৩৩৫০	২৫০	৪০০	৬৫০	১০০০	৫০০০
	আদায়	৩৭৫০	১০০	৪৫০	৫৫০	৯০০	৫২০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

মুনাফা অর্জন করে। ৩০ জুন ২০০১ তারিখে পুঞ্জিভূত লোকসান কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৫৭ মিলিয়ন টাকায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে ব্যাংক ৭৬ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

আলোচ্য ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের শীর্ষ নির্বাহীসহ শাখা পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক ঋণ আদায়, সুষ্ঠু ঋণ বিতরণ ও আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ব্যাংককে সর্বোচ্চ লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কলা-কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে PARL (Participation of All in Recovery of total Loans) কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। PARL কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপঃ

- প্রধান কার্যালয়, জোন/ অঞ্চল ও শাখা পর্যায়ের শীর্ষ ২০ (কুড়ি) জন ঋণ খেলাপীদের ঋণ আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি পর্যায়ে পৃথক পৃথক ঋণ আদায় কমিটি গঠন এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ খেলাপীদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠানসহ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম নীতি অনুসরণ করে সর্বোচ্চ পরিমাণ খেলাপী ঋণ আদায়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ২০০১-২০০২ বছরকে "শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় বছর" হিসেবে ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ঋণ আদায়ে সম্পৃক্তকরণ।
- শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় এবং অশ্রেণীকৃত ঋণ শ্রেণীকরণরোধের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা (action plan) বাস্তবায়ন।
- শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে দায়েরকৃত অর্থ ঋণ/ সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিস্পত্তির কর্মপরিকল্পনা (action plan) বাস্তবায়ন এবং এতদ্‌বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য প্রধান কার্যালয়/ জোনাল/আঞ্চলিক কার্যালয় পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দ্রুত নিস্পত্তির

লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা দেয়া।

● বর্তমানে চালুকৃত MIRACLE (Maximum Incentive for Recovery of A Classified Loan Entirely) কর্মসূচীকে সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার মাধ্যমে অধিক কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

● দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি ভিত্তিক নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপনে দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে অর্থায়নের লক্ষ্যে জোন/অঞ্চল পর্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি চউঈ (Project Evaluation Committee) গঠন ও কার্যকরীকরণ।

● ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে পুঞ্জিভূত লোকসান কাটিয়ে রাকাবের আর্থিক ভিত্তি আরও মজবুত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে চলতি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১৭৬.২০ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জনের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন।

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ

কৃষির সকল খাত, উপখাত ও সহযোগী খাতে ঋণ বিতরণ ছাড়াও ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি বহির্ভূত পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকে বর্তমানে ছয়টি স্বকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনমূলক ঋণ কর্মসূচী চালু রয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরের (২০০১-২০০২) ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০০ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে শস্য খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩০০০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪০৮৯৭	৪০৮৯৭
পরিমাণ	-	১৫২০	১৫২০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	২১৫	২১৫
পরিমাণ	-	১৯১	১৯১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২* তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪০৯১৩	৪০৯১৩
পরিমাণ	-	১৫৭৮	১৫৭৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১৬	১৬
পরিমাণ	-	৫৮	৫৮
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১১০	১১০
পরিমাণ	-	৩০০	৩০০

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৯১৪৮	৯৬৬৫	৯৯০০	১০২০০
	ক) শস্য	৫৩২২	৫৯৯৮	৬২০০	৬৪০০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৮২৬	৩৬৬৭	৩৭০০	৩৮০০
২।	শিল্প ঃ	১৬২৯	১৭৭০	১৮১০	১৮৪০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৬২৯	১৭৭০	১৮১০	১৮৪০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫১০	৪৮০	৪৫০	৫০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪২	৪০	৫০	৪২০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	৪০০	৪৫৮	৫১০	৫৪০
	ক) দারিদ্র বিমোচন	৩৫৭	৩৮৮	৪৫০	৪৭৫
	খ) অন্যান্য	৪৩	৭০	৬০	৬৫
৭।	অন্যান্য	৮৪৬	১০৪৭	১০৬০	১১০০
	সর্বমোট	১২৫৭৫	১৩৪৬০	১৩৭৮০	১৪৬০০

একই সময়ে ৪৪২ মিলিয়ন টাকা বেশী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে মোট বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১২১ মিলিয়ন টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৬২ ভাগ। চলতি অর্থ বছরের শেষ নাগাদ ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

ঋণ আদায়

চলতি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ ঋণ আদায় এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে চঅজঞখ (Participation of All in Recovery of Total Loans) প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া ১ নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে চালুকৃত MIRACLE কর্মসূচীকে সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার মাধ্যমে এই কর্মসূচীকে আরও কার্যকরী করার এবং সর্বাধিক পরিমাণ শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সার্বিক ঋণ আদায়ে আশাব্যঞ্জক সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ৫২০০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে প্রথম নয় মাসের তুলনায় চলতি অর্থ বছরে একই সময়ে ৩৪৩ মিলিয়ন টাকা বেশী ঋণ আদায় হয়েছে এবং শ্রেণীকৃত ঋণ বেশী আদায় হয়েছে ৫২ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত মোট আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯৫৫ মিলিয়ন টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৫৭ ভাগ। চলতি অর্থ বছরের শেষ নাগাদ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

আমানত সংগ্রহ

আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থকে ব্যাংকের তহবিল প্রাপ্তির দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যাংকের সুদ ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ সার্বিক আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অলোচ্য অর্থ বছরের (২০০১-২০০২) জন্য ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০১০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০২ পর্যন্ত মোট আমানত সংগৃহীত হয়েছে ৮৯৯ মিলিয়ন টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৪৫ ভাগ। মার্চ ২০০২ শেষে আমানত স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭৬৩৩ মিলিয়ন টাকা। বছর শেষে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এবং সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

অক্টোবর ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে ১৯৬১ সাল থেকে Industrial Development Bank of Pakistan (IDBP) নামে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল ৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩২০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ অনুযায়ী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের অন্যূন ৫১ শতাংশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশ বাংলাদেশী নাগরিক কিংবা দেশী বা বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। তবে বর্তমান পরিশোধিত মূলধনের সম্পূর্ন অংশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত একটি স্পিনিং মিল

১৫টি শাখা কার্যালয় আছে। এ ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা জুন ২০০১ শেষের ৮৫৬ হতে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০০২ শেষে ৮৩১-এ দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নয় জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সরকার সূচিত এবং গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ও শিল্প নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ কল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান এবং এ ব্যাংকের ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্ত শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। লাভজনক প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন ছাড়াও ব্যাংক লাগসই প্রযুক্তি ও সম্ভাবনাময় বাজার সম্পন্ন শিল্প প্রকল্প নির্বাচনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৩২০	১৩২০	১৩২০	১৩২০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৬৪৪	৮২৭	৮২৭	৮২৭
৪।	আমানত	৫৬৮	৬৫২	৬৪৬	৬৬০
	ক) তলবি আমানত	১৫২	১৭৩	১৫০	১৫৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৪১৬	৪৭৯	৪৯৬	৫০৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১৩২১	২০৭১৫	২০৮২৯	২১৫০১
৬।	বিনিয়োগ	১২৯০	২৪৯০	২৬০৪	২৭৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৪০০২	২৪৫৫০	২৪৮০৬	২৫৩৫২
৮।	মোট আয়	৯১৬	১০১২	৫০০	৮৯৩
৯।	মোট ব্যয়	৩৯৬৯*	৩৩৪	১৬৯	৩৬৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩	৪৬৪	৩৩	১
	ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	খ) আমদানি	৯	৪৩৭	৩১	-
	গ) রেমিটেন্স	৪	২৭	২	১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮৮০	৮৫৬	৮৩১	৮২৫
	ক) কর্মকর্তা	৪৪২	৪৭২	৪৫৬	৪৫১
	খ) কর্মচারী	৪৩৮	৩৮৪	৩৭৫	৩৭৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৪	৩৩	৩৩	৩৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫

** কু-ঋণ সঞ্চিতি ঘাটতি পূরণের জন্য উক্ত ঘাটতির পুরোটা ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে হিসাবভুক্ত করায় ব্যয়ের পরিমাণ ২৮৭১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯-২০০০						
বিতরণ	-	৩৬১	২২	৩৮৩	-	৩৮৩
আদায়	-	১০৯৬	৯০	১১৮৬	৩৮	১২২৪
২০০০-২০০১						
বিতরণ	-	১৩৪	১৫	১৪৯	-	১৪৯
আদায়	-	১২১২	৩৮	১২৫০	১৫০	১৪০০
৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত						
বিতরণ	-	৫৭	১	৫৮	-	৫৮
আদায়	-	৫৯৮	১৩	৬১১	২২	৬৩৩
৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত						
বিতরণ	-	৩৩৫	৩	৩৩৮	-	৩৩৮
আদায়	-	১৫৩০	৪২	১৫৭২	১২৮	১৭০০

*সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩০ জুন ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৪৯	১৩২৬	১৫৭৫
পরিমাণ	২২৭৪৪১	৫০৬৪	২৭৫০৫
২০০০-২০০১ অর্থবছরে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩@	৮
পরিমাণ	২৬২	৩১	২৯৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩০ জুন ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৫৪	১৩২৬	১৫৮০
পরিমাণ	২২৭০৩	৫০৯৫	২৭৭৯৮
২০০১-২০০২ অর্থবছরে (৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত)			
প্রকল্প সংখ্যা	৩@@	-	৩
পরিমাণ	৯৬	-	৯৬
২০০১-২০০২ অর্থবছরে (৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত)			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	৩	১১
পরিমাণ	৯০৫	৬১	৯৬৬

@ বিদ্যমান ৩টি প্রকল্পে অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুরীসহ। @@ বিদ্যমান ১টি প্রকল্পে অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুরীসহ।

** সাময়িক। * প্রাক্কলিত।*

পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ব্যাংক নিম্নোক্ত কার্যাবলী পরিচালনা করে ঃ

- নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদান;
- ব্যাংক ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্ত শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করা;
- শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান;
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শিল্প প্রকল্পসমূহকে সেতু ঋণ ও শেয়ার অবলিখনের আকারে সমমূলধন সহায়তা প্রদান;
- আমানত সংগ্রহসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান; এবং
- পুঁজি বাজারে ব্যাংকের জন্য ও গ্রাহকদের পক্ষে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার/ সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়;

শিল্প ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ জুন ২০০১ শেষের ৬৫২ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০২ সালের মার্চ মাস শেষে ৬৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ জুন ২০০১ শেষের ২০৭১৫ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০২ শেষে ২০৮২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের বিনিয়োগ জুন ২০০১ শেষের ২৪৯০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০২ শেষে ২৬০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১৯২৪৩	১৮৬০৩	১৮৬৬৪	১৯২০৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১২৯৩০	১২৬৫৮	১২৭৪৩	১২৮২৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৩১৩	৫৯৪৫	৫৯২১	৬৩৮৬
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২০৭৮	২১১২	২১৬৫	২২৯২
	সর্বমোট	২১৩২১	২০৭১৫	২০৮২৯	২১৫০১

বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০০-২০০১ সালে শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৪৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ সালের জুলাই-মার্চ সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ব্যাংকের প্রধান ঋণ হল মেয়াদি ঋণ। মেয়াদি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ৩৬১ মিলিয়ন টাকা থেকে ২২৭ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ১৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে শিল্প ব্যাংক ৫৯৮ মিলিয়ন টাকা মেয়াদি ঋণ আদায় করেছে এবং এ সময়ে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ হল ৬৩৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০-২০০১ সালে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৪০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৩৩ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো ।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো ।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৮, ১৯৭২)-এর ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্পসমূহে ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগ কর্মকান্ডের ভিতকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ১ মার্চ ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত সংস্থা স্বীয় চার্টারে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্প স্থাপনে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ, সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ ইত্যাদি প্রদান করে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২ মার্চ ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ড মে ১৯৯৫ পর্যন্ত এর পোর্টফলিওভুক্ত প্রকল্পসমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের (বিএমআরই) জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও ঋণ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৫ সালে সম্পাদিত উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে সংস্থার সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। উক্ত সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করাসহ ঋণ আদায় প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা হয়।

দেশের আর্থিক খাতে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিল্পায়নে সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকার কথা বিবেচনা করে সরকার ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সংস্থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে সংস্থাকে পুনর্গঠন করে। পুনর্গঠনের আওতায় সরকার সংস্থাকে নতুন শিল্প প্রকল্পে ঋণ প্রদানসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও অনুমতি প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে ৪ মে ১৯৯৭ তারিখে মতিঝিল শাখার মাধ্যমে সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া পুঁজি বাজারকে সক্রিয় করার নিমিত্তে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়ে

ব্যাংক ঋণে গড়ে ওঠা একটি কটন মিল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৭৫৬	৮৭৪	৮৭৪	৯২৩
৪।	আমানত	৮৯	১৩৫	১৯৫	২৩৫
	ক) তলবি	৩৪	৬২	৯২	১১২
	খ) মেয়াদি	৫৫	৭৩	১০৩	১২৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭৮৫৪	১৭৪৬৫	১৭৫১৫	১৭৫৪৩
৬।	বিনিয়োগ	২৮০	৩০৩	৩২৮	৩৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৮৩৫	১৮৬০৮	১৮৭৩৮	১৮৮০৬
৮।	মোট আয়	১৯০	২৪৩	১৭২	২৩৩
৯।	মোট ব্যয়	১২৩	১২৫	১১৩	১৫১
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১২	৯৬	-	-
	ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	খ) আমদানি	১২	৯৬	-	-
	গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯৫	১৯১	১৮৪	১৮৪
	ক) কর্মকর্তা	১০০	৯৬	৮৯	৮৯
	খ) কর্মচারী	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৫	৫	৪	৪
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৬	৬	৬

অংশগ্রহণ করার জন্য সংস্থা ৩০ আগস্ট ১৯৯৭ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে এবং নিয়মিত শেয়ার ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ নিচ্ছে। এছাড়া সংস্থা প্রথম বিএসআরএস মিউচুয়াল ফান্ডও সাফল্যজনকভাবে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বাজারজাত করেছে এবং উক্ত মিউচুয়াল ফান্ডের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করছে। ২৯ অক্টোবর ২০০০ তারিখে সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাওরান বাজারস্থ নিজস্ব ভবনে দ্বিতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকিং শাখার কার্যক্রম শুরু করেছে। সংস্থার বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ৩০ জুন ২০০১ তারিখে সংস্থায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৯১ জনে। ২০০২ সালের মার্চ শেষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৪ জনে।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯-২০০০	বিতরণ	-	১২২	-	১২২	২৯	১৫১
	আদায়	-	২৫৯	-	২৫৯	১৯	২৭৮
২০০০-২০০১	বিতরণ	-	৬৬	-	৬৬	৬	৭২
	আদায়	-	৩০৯	-	৩০৯	৪৩	৩৫২
৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত	বিতরণ	-	৪৬	-	৪৬	৫	৫১
	আদায়	-	১৪৫	-	১৪৫	২১	১৬৬
৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত	বিতরণ	-	৫৪	-	৫৪	৫	৫৯
	আদায়	-	৪৭৫	-	৪৭৫	২৫	৫০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩২৫	২	৩২৭
	পরিমাণ	৫১০৫	২৪	৫১২৯
১ জানুয়ারি ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	২	২
	পরিমাণ	-	২৪	২৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২* তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩২৫	২	৩২৭
	পরিমাণ	৫১০৫	২৪	৫১২৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	-	২	২
	পরিমাণ	-	৪৪	৪৪

* সাময়িক। * প্রাক্কলিত।

১৯৯৫ সালে পুনরায় নতুন শিল্প প্রকল্পে অর্থায়নে অনুমতি পাওয়ার পর থেকে সংস্থা (কনসোর্টিয়াম ব্যবস্থার আওতায় ৬টি প্রকল্পসহ) মোট ২১টি নতুন শিল্প প্রকল্পে ৮১৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে; যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের পরিমাণ ৬৮৩ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য সময়ে সেতু ঋণ খাতে সংস্থা ৪টি প্রকল্পে ৫১ মিলিয়ন টাকা এবং ডিবেঞ্চার খাতে ১টি প্রকল্পে ৪৮ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। এছাড়া আলোচ্য সময়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে এর কার্যক্রম অটোমেশন করার নিমিত্তে সরকারের নিকট থেকে ৮৪ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ পূর্বক ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। সংস্থা এর জন্মলগ্নে পূর্বসূরী পিকিক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ৯৮টি প্রকল্প প্রাপ্ত হয়, যার বিপরীতে ৩৮৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সাল হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত সময়ে সংস্থা মোট ৩২৭টি প্রকল্পে ৫১৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে এবং অবলিখন অগ্রিম ও ডিবেঞ্চার ঋণ বাবদ ১১৬ মিলিয়নসহ মোট ৫০১৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এ সময়ে অর্থায়িত প্রকল্প থেকে প্রায় ৮০৭১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বাবদ আদায় করেছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৭২ সাল হতে এ পর্যন্ত সংস্থা মোট ১৯০৯ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে, কর বাবদ ১৬৪৯ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে এবং সরকারী কোষাগারে ১৬৮ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। সংস্থার বড় সাফল্য এ পর্যন্ত সংস্থা কখনও লোকসান-এর সম্মুখীন হয়নি। এছাড়াও জন্মলগ্ন হতে এ পর্যন্ত সরকারের নিকট থেকে অথবা সরকারের মাধ্যমে গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংস্থা সরকারকে নির্ধারিত সুদসহ

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১৫৫৪১	১৫১৬৮	১৫১৫৭	১৫২৩৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৫৫৪১	১৫১৬৮	১৫১৫৭	১৫২৩৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৭২১	৭২১	৭০৭	৭১১
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১২৩৩	১১৯৭	১১৯৫	১১৯৮
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৫৯	৩৭৯	৪৫৬	৩৯৯
	সর্বমোট	১৭৮৫৪	১৭৪৬৫	১৭৫১৫	১৭৫৪৩

৫৫৪২ মিলিয়ন টাকা এবং দাতা সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত সুদসহ ৩৫০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে।

২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ (মার্চ পর্যন্ত) অর্থ বছরে সংস্থা যথাক্রমে ৭২ মিলিয়ন ও ৫১ মিলিয়ন টাকা মেয়াদি ঋণ বিতরণ করেছে এবং যথাক্রমে ৩৫২ মিলিয়ন ও ১৬৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখের হিসাবে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৫১৫ মিলিয়ন টাকা। সংস্থার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বিএসআরএস-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭২ মিলিয়ন টাকা ও ৩৫২ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫১ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৮ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত এ সংস্থার ঋণ বিতরণ ও আদায় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫১ মিলিয়ন ও ১৬৬ মিলিয়ন টাকায়। বিএসআরএস-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বিএসআরএস-এর শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন ১৯৯৫-এর অধীনে স্থাপিত এ ব্যাংক সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। নভেম্বর ১৯৯৬ সালে ঢাকাস্থ লোকাল অফিস খোলার মাধ্যমে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। মার্চ ২০০২ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ২৫ শতাংশ শেয়ার সরকারের এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শেয়ার আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যা, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং

তাঁত শিল্পে ব্যাংকের অর্থায়ন

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৯	১৩২	১৩৫	১৩৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	১৯	৩৮	৫৮	৭৪
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	১৯	৩৮	৫৮	৭৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৫১	২২৭	৩৪৯	৩৩০
৬।	বিনিয়োগ	৪	১৩	১৮	৭০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯০	৩৪২	৪০৩	৫২৯
৮।	মোট আয়	৩৭	৫৩	৫৫	৭৯
৯।	মোট ব্যয়	৪৬	৬৫	৫৬	৭৯
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৯৬	৪৩৩	৪৫০	৪৫০
	ক) কর্মকর্তা	৩১৬	৩৪১	৩৫৭	৩৫৭
	খ) কর্মচারী	৮০	৯২	৯৩	৯৩
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৭২	৭৭	৭৪*	৭৪

** ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৩টি শাখা বন্ধ করা হয়েছে।*

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের। মার্চ ২০০২ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ৭৪টিতে দাঁড়ায়। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলা সদরে এ ব্যাংকের একটি করে শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে পল্লী ঋণ কার্যক্রমে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেশাভিত্তিক ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিয়ে এ ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৪৫০ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৩৫৭ জন।

৪৫ লক্ষ ৫২ হাজার আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক বহুমুখী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে অত্র ব্যাংকের বহুমুখী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (মাইক্রো ক্রেডিট)-এর আওতায় গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও চিংড়ী চাষ, কুটির শিল্প স্থাপন, হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, মুদি-মনোহারী মালের ব্যবসা, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদিসহ গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর আয়বর্ধক ৬০টি খাতে ৫ জনকে নিয়ে গঠিত গ্রুপের মাধ্যমে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ইকুইটি এবং সহায়ক জামানত

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯-২০০০	বিতরণ	-	-	-	-	২৬১	২৬১
	আদায়	-	-	-	-	২৪৪	২৪৪
২০০০-২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	৩৮৮	৩৮৮
	আদায়	-	-	-	-	৩৪৪	৩৪৪
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	-	-	-	৪৫৫	৪৫৫
	আদায়	-	-	-	-	৩৬৭	৩৬৭
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	-	-	-	৬৫৭	৬৫৭
	আদায়	-	-	-	-	৬১১	৬১১

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২৪৮৬	২৯৯৭	৩০৫৬	৩৫০২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৪০	৫৫৫	৪৬৪	৪৮৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১৫১	২২৭	৩৪৯	৩৩০
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১৫১	২২৭	৩৪৯	৩৩০
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য				
	সর্বমোট	১৫১	২২৭	৩৪৯	৩৩০

ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক এ ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সাপ্তাহিক সেন্টার সভায় নিয়মিতভাবে প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের নিকট হতে বাধ্যতামূলক ১০ (দশ) টাকা হারে সঞ্চয় জমা করা হচ্ছে যার উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হয়।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক শুরু থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত মোট ১৪১১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, তন্মধ্যে চলতি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫৫ মিলিয়ন টাকা। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে শুরু থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত সুদসহ আদায় হয়েছে মোট ১১৬৯ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৬৭ মিলিয়ন টাকা। ঋণ কার্যক্রমে ঋণ আদায় পরিস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৯%। গ্রুপ সঞ্চয় হিসাবে বর্তমান স্থিতি ৫৮ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল ২০ মিলিয়ন টাকা। বিত্তহীন এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও স্বনির্ভর করে তাঁদেরকে অর্থনীতি ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে এ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে সদস্য/সদস্যাগণ ঋণের সুফল পেতে শুরু করেছে।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেখানো হলো।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ -দেয়া হলো।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

কৃষি খাতে অর্থায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যে ৩১ মার্চ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) নামে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে সমবায় ঋণ সরবরাহ ক্ষেত্রে এ ব্যাংক একটি শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মূলতঃ কৃষি ও অন্যান্য সমবায় ঋণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। ৩০ জুন ২০০০ পর্যন্ত মোট ৫৩২ টি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য হয়েছে। এসব সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন। মার্চ ২০০২ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমানে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

জুন ২০০১ শেষে এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০২ শেষে আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ২৫

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২	৩২	৩২	৩২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৯৩	৯৪৩	৯৪৩	১০১৮
৪।	আমানত	২২	২৩	২৫	২৬
	ক) তলবি আমানত	১২	১৫	১৯	১৮
	খ) মেয়াদি আমানত	১০	৮	৬	৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৬৯৩	২৮২১	২৮০৯	২৮৯১
৬।	বিনিয়োগ	৪৬০	৪৭৮	৫৩২	৫৬২
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩১৯৮	৩৩৫৬	৩৪২৯	৩৪৬৯
৮।	মোট আয়	১৬৮	১৮৫	১০১	১৩২
৯।	মোট ব্যয়	১০৯	১০৭	৫৭	৬০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০৫	১০৫	১১০	১১০
	ক) কর্মকর্তা	৬১	৬১	৬১	৬১
	খ) কর্মচারী	৪৪	৪৪	৪৯	৪৯

** ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৩টি শাখা বন্ধ করা হয়েছে।*

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	অন্যান্য	সর্বমোট
১৯৯৯-২০০০	বিতরণ	৩০	৪৬	৭৬
	আদায়	২৪	৪৯	৭৩
২০০০-২০০১	বিতরণ	২১	৪৮	৬৯
	আদায়	১৯	৫২	৭১
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	২	৪২	৪৪
	আদায়	১১	৪৪	৫৫
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	১৭	৮	২৫
	আদায়	৩	১৫	১৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ ব্যাংক ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৭৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৭৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৯ মিলিয়ন টাকা ও ৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮২১ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০০২ শেষে ২৮০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ছিল ৪৭৮ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০০২ শেষে ৫৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেখানো হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সমবায় ব্যাংক মূলত সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/সমিতিসমূহের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ করে থাকে। তবে প্রয়োজনে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকাণ্ডেও সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। ব্যাংকটি স্বর্ণ ও সমবায় জমি বন্ধক রেখেও ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণি-২ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৪৮১	২৬৯৭	২৬৮৮	২৭৬১
	ক) শস্য	১৭০৭	২৪০৯	২৪০৯	২৪৭৬
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৭৪	২৮৮	২৭৯	২৮৫
২।	অন্যান্য	২১২	১২৪	১২১	১৩০
	সর্বমোট	২৬৯৩	২৮২১	২৮০৯	২৮৯১

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা ১৯৭৬ সালে চালুকৃত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এ প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে ঋণ দানের জন্যে এগিয়ে আসে এবং অক্টোবর ১৯৮৩ সালে এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ব্যাংক ঋণে রাইস মিল স্থাপন করে স্বাবলম্বী হয়েছে জনৈক মহিলা

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য

* গরীব পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে জামানতবিহীন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা,
* গ্রামীণ মহাজনদের ঋণ দান সংক্রান্ত শোষণ হতে গরীব মানুষকে অবমুক্ত করা,
* বিশাল বেকার জনশক্তির জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
* সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা যেটা তারা বুঝতে এবং নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন,
* স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ভিত্তিক বহু পুরনো দুষ্ট চক্রকে ভেংগে দিয়ে ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বল্প আয়, নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ, অধিক আয় ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

৩১ ডিসেম্বর ২০০১ শেষে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৯৩ ভাগ শেয়ারের মালিক বর্তমানে ব্যাংকের সদস্যগণ, অবশিষ্ট ৭ ভাগ শেয়ারের মালিক হচ্ছেন সরকার। ১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালকমন্ডলী গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে ৯ জন সদস্য ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরো দু'জন সদস্য

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭০	২৭২	-	-
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	১৭৬৪	১৭৬৪	-	-
৪।	আমানত	৬৬১২	৭৭৭৩	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২৬০৬	১২৭৩৪	১৩৮১৫	১৪০৮৯
৬।	বিনিয়োগ	৫২২৯	৫১৩৪	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯৬৭৪	১৯৮১০	-	-
৮।	মোট আয়	২৩৮৪	২৪৬৩	-	-
৯।	মোট ব্যয়	২৩৭৩	২৩৮৬	-	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১০২৮	১১৮৪১	১১৯৫১	১২১৫০
	ক) কর্মকর্তা	৩৬৫০	৪৬৪৮	৪৫৪৫	৫৩৬৪
	খ) কর্মচারী	৭৩৭৮	৭১৯৩	৭৪০৬	৬৭৮৬
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১১৬০	১১৭৩	১১৭৫	১১৮৩

** ২০০১ সালের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে সাময়িক তথ্য দেওয়া হলো।*

সরকার কর্তৃক নির্বাচিত।

২০০১ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ১৩ টি নতুন শাখা খোলা হয়। যার ফলে ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭৩টিতে। আলোচ্য বছরে ২২২ টি নতুন গ্রামসহ ডিসেম্বর ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট ৪০৪৪৭ টি গ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। ২০০১ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ১৬০৩৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে, যার মধ্যে গৃহ নির্মাণ বাবদ ঋণ ৫৬ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ঋণ আদায় হয় ১৫৯০৭ মিলিয়ন টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতবিহীন ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৫৬৬৭৪ মিলিয়ন টাকা এবং এ সময় পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ১৪৩৯০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত ২.৩৭ মিলিয়ন; যাদের ৯৫ শতাংশই মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাংকের মোট আমানত ২০০০ সালের ৬৬১২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১১৬১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ৭৭৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের বিনিয়োগ ২০০০ সালের ৫২২৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ৮৬ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালে ৫১৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ১২৬০৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ১২৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৭৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট জনশক্তি ২০০০ সালের তুলনায় ৮১৩ জন বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে মোট ১১৮৪১ জনে দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

গ্রামীণ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	সাধারণ ঋণ	মৌসুমী ঋণ	লীজিং ঋণ	সহজ ঋণ	চুক্তি ঋণ	অন্যান্য ঋণ	গৃহ নির্মাণ ঋণ	সর্বমোট
২০০০								
বিতরণ	৪৩৬৭	৪৪৭৭	৩৪	৪৮৭	৫১৮	৭৮	৭৩	১৪০৩৪
আদায়	৯১৩৩	৫০৭০	৪৫	৬৩	১৪০	১২৮	৫৭৫	১৫১৫৪
২০০১								
বিতরণ	৫৮	৪৯৪	৪	১২৪৯০	২১৩৪	-	৫৬	১৬০৩৬
আদায়	৫২৬২	২৯২৪	১৬	৬১৯৬	৯৪৩	৯৯	৪৬৬	১৫৯০৬
৩১ মার্চ ২০০২* (জানুয়ারি-মার্চ ০২)								
বিতরণ	-	-	-	২৯৩৪	৬৭৬	-	৯	৩৬১৯
আদায়	২৪৯	১৩০	৩	১৮৯৮	১৭৯	৫	৭৩	২৫৩৭
৩০ জুন ২০০২** (এপ্রিল-মার্চ ০২)								
বিতরণ	-	-	-	৪৫২৯	৬০১	১৮০	১৮	৫৩২
আদায়	১১০৫	৭৮৩	৫	২৭৯৬	২৫৭	১১	৯৯	৫০৫৬

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

নোট ঃ সহজ ও চুক্তি ঋণ কর্মসূচী চালু হওয়ায় ২০০২ সালে সাধারণ, মৌসুমী ও লীজিং খাতে ঋণ বিতরণ হয়নি।

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	সাধারণ ঋণ	৫৭৫৮	১৩৫৪	১১০৫	-
২।	মৌসুমী ঋণ	৩৩৪৩	৯১৩	৭৮৩	-
৩।	লীজিং ঋণ	২১	৮	৫	-
৪।	সহজ ঋণ	৪২৫	৬৭১৮	৭৭৫৪	৯৪৮৮
৫।	চুক্তি ঋণ	৩৭৮	১৫৬৮	২০৬৫	২৪০৯
৬।	অন্যান্য ঋণ	২৪৬	১৪৭	১৪১	৩১১
৭।	গৃহ নির্মাণ ঋণ	২৪৩৫	২০২৬	১৯৬২	১৮৮১
৮।	সর্বমোট	১২৬০৬	১২৭৩৪	১৩৮১৫	১৪০৮৯

কর্মসংস্থান ব্যাংক

কর্মসংস্থান ব্যাংক দেশের বেকার যুবক ও যুব-মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে ঋণ সহায়তা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং দারিদ্র বিমোচন করে জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে আত্মপ্রকাশ করে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকার এবং শতকরা ২৫ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক তফসিলী ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত হবে। ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৯৮৫ মিলিয়ন টাকা। দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কর্মসংস্থান ব্যাংকের মূল পার্থক্য হচ্ছে ঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে। এ ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে না; শুধু বেকারদের আত্মকর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত মূলধন দ্বারা সহজ শর্তে/

ব্যাংক ঋণে পরিচালিত একটি মৎস্য প্রকল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৩০০০	৩০০০	৩০০০	৩০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৭৫	৯৮৫	৯৮৫	১১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১	৭৩	৭৩	১১০
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৮	৩২৭	৪৫০	৫০০
৫।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৬।	মোট পরিসম্পদ	১০৭৮	১১৬১	১১৭২	১২২০
৭।	মোট আয়	৯৬	১১৬	৪৮	৯৬
৮।	মোট ব্যয়	৩১	৫৪	৩৬	৭০
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮২	৩৯৫	৫৪০	৭৭৩
	ক) কর্মকর্তা	৬৫	১৪৯	১৫২	২৩১
	খ) কর্মচারী	১১৭	২৪৬*	৩৮৮**	৫৪২***
১০।	শাখা (সংখ্যায়)	৩২	৭১	৮৪	১০৪

** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক ১০১ জন এবং অস্থায়ীভিত্তিতে ১৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।*

*** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক ১১৪ জন এবং অস্থায়ীভিত্তিতে ১৯ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।*

**** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক ১২৮ জন এবং অস্থায়ীভিত্তিতে ৬৪ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে।*

সহজ পদ্ধতিতে ঋণ দিয়ে দেশের বেকারত্ব দূর করার চেষ্টা করছে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ২০০০-২০০১ অর্থ বছর শেষে ব্যাংকটির ঢাকায় একটি প্রধান কার্যালয় ও বৃহত্তর জেলা সদরে ৫৫টি ও উপজেলা সদরে ১৬টি সহ মোট ৭১টি শাখার জন্য ৩৯৫ জন লোকবল রয়েছে। তন্মধ্যে ১৪৯ জন কর্মকর্তা এবং ২৪৬ জন কর্মচারী রয়েছে। কর্মচারীদের মধ্যে ১০১ জনকে বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে। প্রকল্পের আকার ও ধরনের ভিত্তিতে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০.৫০ মিলিয়ন টাকা এবং গ্রুপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়। কর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণের সুদের হার (কেবল সরল সুদ) শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা। সময়মত ঋণ পরিশোধকারীকে ৩% সুদ রেয়াত সুবিধা দেয়া হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ১১২৯৮ জন বেকারের মধ্যে ৩২৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। চলতি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত ৪৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। এতে ৭১১৭ জন বেকার যুবক ও

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯-২০০০	বিতরণ	-	-	-	-	৫৮	৫৮
	আদায়	-	-	-	-	১০	১০
২০০০-২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	৩৩৭	৩৩৭
	আদায়	-	-	-	-	৭৯	৭৯
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	-	-	-	৩৯৬	৩৯৬
	আদায়	-	-	-	-	১৩৫	১৩৫
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	-	-	-	৩৯৬	৩৯৬
	আদায়	-	-	-	-	২৯৭	২৯৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	২৭৮০	২৭৮০
	পরিমাণ	-	৬০	৬০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৫০৯	১৫০৯
	পরিমাণ	-	৩৭	৩৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২* তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩০৩৫	৩০৩৫
	পরিমাণ	-	৬৬	৬৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	২৫৫	২৫৫
	পরিমাণ	-	৬	৬
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	৬০০	৬০০
	পরিমাণ	-	১৪	১৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৪	২৩	২৯	৩২
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪	২৩	২৯	৩২
২।	শিল্প :	১৬	২৬	২৫	৩৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৬	২৬	২৫	৩৫
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১	৩	৪	৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৭	২৭৫	৩৯২	৪২৮
	সর্বমোট	৫৮	৩২৭	৪৫০	৫০০

যুব মহিলার আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১ অক্টোবর ১'৯৭৬ সালে 'দ্যা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ' অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (নং ৪০, ১৯৭৬)-এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ সংশোধন করে 'The Investment Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2000'' বিল মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজি বাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীহিসেবে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন স্বল্পতা পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রান্তিক সঞ্চয়ের হার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিবি'র ভূমিকা অপরিহার্য ও সুদূরপ্রসারী।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৬৬	৪৬৬	৪৬৬	৫০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪২৫	৪৬৫	৪৬৫	৫০৫
৪।	আমানত	১৮৯৯	২০৩৮	৩১৭২	৩৫৪৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৩৩৪	২৭৩৯	২৭৬৪	২৭৩১
৬।	বিনিয়োগ	৩৯৬৪	২৮৩৩	৩০৮৯	২৯৮৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৭৮৫	১১৮৭৮	১৪১৯৩	১৪৯৬৫
৮।	মোট আয়	৪৮৫	৭৩৫	৬০৭	৮০৯
৯।	মোট ব্যয়	৪২৬	৬৫৩	৫৪৫	৭২৬
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৯৪	৩৯০	৩৭৯	৩৮১
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৭	৭	৭	৭

সারণি-২

তুলনামূলক অঙ্গীকারের চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

আর্থিক সহায়তার প্রকৃতি	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০০১	জুলাই ২০০১ হতে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত (প্রকৃত)	এপ্রিল-জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)	২০০১-২০০২ (প্রাক্কলিত)
সরাসরি শেয়ার অবলেখন	৪৩	৮৫	১৪	৪৫	৫৯
শেয়ারের প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট	৪০	২৫২	২৮	১৫	৪৩
প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়	-	৯৮	-	২৫	২৫
সরাসরি ইকুইটিতে অংশগ্রহণ	-	৫	-	-	-
সমষ্টি	৮৩	২৩৯	৪১	৮৫	১২৬
ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি	২০	-	-	১৬০	১৬০

উদ্দেশ্যসমূহ

কর্পোরেশনের কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ

১. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করা;
২. পুঁজি বাজার উন্নয়নে সাহায্য করা;
৩. সঞ্চয় সংগ্রহ করা ও তা অর্থকারী কাজে লাগানো;
৪. ব্যবসা বিস্তারের জন্য সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম উন্নয়ন এবং
৫. উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহে সর্বাত্মক সাহায্য প্রদান করা।

সারণি-১-এ ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ (প্রাক্কলি) অর্থবছরের অগ্রগতির প্রদান বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হলো ঃ

ব্যবসা সংক্রান্ত নীতি

* শিল্প, বাণিজ্য, আমানতকারী, বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা;
* অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই করে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
* প্রকল্পে ইক্যুইটি তহবিল সরবরাহ এবং অবলেখনের ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে মার্চেন্ট ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়াম বৈঠক;
* উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তাঁদের উৎসাহ প্রদান;
* বিনিয়োগ বৈচিত্রকরণ;
* সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের উদ্বুদ্ধকরণ;
* চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
* তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধ করা ।

কার্যক্রম

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজি বাজার গঠন ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে আইসিবি নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ঃ

* পাবলিক ইস্যু অবলেখন করা;
* নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র ও বণ্ড ক্রয় করা;
* ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান;
* লীজ সহায়তা প্রদান;
* তথ্য প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং
* স্টক ও শেয়ারে নিম্নলিখিতভাবে লেনদেন করাঃ
  ক) আইপিও-র মাধ্যমে এবং প্লেসমেন্টের মাধ্যমে সরাসরি সিকিউরিটিজ ক্রয় করা;
  খ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার ব্যবস্থা ও পরিচালনা;
  গ) মিউচুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা;
  ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা এবং
  ঙ) সরকারি ও অন্যান্য সংস্থা হতে শেয়ার সরাসরি ক্রয় করা।

* বিনিয়োগকারী ও শেয়ার ইস্যুকারীদের সিকিউরিটিজ মূল্যায়নসহ বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করা;
* সরকারের পুঁজি প্রত্যাহার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
* যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা;
* কোম্পানি কর্তৃক ডিবেঞ্চার ইস্যুর ক্ষেত্রে ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করা ও
* ইস্যু ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করা।

মূলধন কাঠামো

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪৬৬ মিলিয়ন টাকা, যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ৪৬,৬০,৪১৮টি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। আইসিবির শেয়ার বাংলাদেশ সরকার (২৯%), বাংলাদেশ ব্যাংক (১৩%), রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (২১%), উন্নয়ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান (১৫%), বীমা কোম্পানী (১৩%), পুঁজি প্রত্যাহৃত ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (৬%), বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক (১%), বৈদেশিক ব্যাংক(১%) এবং সাধারণ জনগণ (১%) ধারণ করছে।

২০০১-২০০২ অর্থবছরে আইসিবি'র ক্ষেত্রভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

অবলেখন ও আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৪টি প্রকল্পে (১টি প্রকল্পে অতিরিক্তসহ) ৪১ মিলিয়ন টাকার সরাসরি শেয়ার অবলেখন/ডিবেঞ্চার অবলেখন/সরাসরি বিনিয়োগ সহায়তার অঙ্গীকার করেছে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ২টি প্রকল্পে ৮৫ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকারের সম্ভাবনা সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে কর্পোরেশন সর্বমোট ৬টি প্রকল্পে (১টি প্রকল্পে অতিরিক্তসহ) মোট ১২৬ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত আইসিবি মোট ৩৬৮টি প্রকল্পে ২৭৯০ মিলিয়ন টাকার সহায়তার অঙ্গীকার করবে। এছাড়াও আগামী ৩ মাসে কর্পোরেশন একটি প্রকল্পে ১৬০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠার পর হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত কর্পোরেশন মোট ১৩টি কোম্পানীর ৬০২ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ দেয়া হলোঃ

তুলনামূলক অঙ্গীকারের চিত্র

প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিবি কৌশলগত পরিবর্তন এনেছে। ব্রীজ ঋণ প্রদান শুধু অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে সরাসরি অবলেখন সহায়তা, ডিবেঞ্চারে সরাসরি বিনিয়োগ এবং ইকুইটি পার্টিসিপেশনে অধিকতর জোর দিয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ডিবেঞ্চার ইস্যুর জন্য কোনো আবেদন না পাওয়ায় এবং আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্পসমূহ কর্তৃক আর্থিক সহায়তার আবেদন হ্রাস পাওয়ায় চলতি অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকারের পরিমাণ হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান/ঋণ বিতরণ

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৪টি প্রকল্পে (পূর্বে প্রতিশ্রুত ১টি সহ) ইকুইটি পার্টিসিপেশন, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় ও ব্রিজিং ঋণ খাতে মোট ৭৩.৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে একই প্রকল্পে ২০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করা হলে উক্ত বছরে সর্বমোট ৪টি প্রকল্পে মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৩.৫০ মিলিয়ন টাকা। শুরু থেকে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত কর্পোরেশন সর্বমোট ৩১৫টি প্রকল্পে ১৩৬৬.৭০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।

প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত মোট ৩৬২টি প্রকল্পের মধ্যে ৩১১টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে।

ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম

১২ অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখ হতে আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান কার্যক্রম শুরু

করেছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ইউনিটের বিপরীতে ১৮ মিলিয়ন টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে সুদ বাবদ ১.৯০ মিলিয়ন টাকা আয় হয়েছে এবং পরবর্তী ৩ মাসে আরো ০.৫০ মিলিয়ন টাকা আয়ের প্রেক্ষিতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে মোট ২.৪০ মিলিয়ন টাকা সুদ বাবদ আয় হবে বলে আশা করা যায়।

লীজিং সহায়তা

কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে গতিশীল ও বহুমুখী করার পদক্ষেপ হিসেবে কর্পোরেশন ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর হতে লীজিং ব্যবসা শুরু করেছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫টি (২টি অতিরিক্তসহ) প্রকল্পে ৪৩ মিলিয়ন টাকার লীজিং সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। আগামী তিন মাসে আরো ৪টি প্রকল্পে ২০ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুরী প্রদানের আশাবাদের প্রেক্ষিতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে মোট ৯টি প্রকল্পে (২টি অতিরিক্তসহ) ৬৩ মিলিয়ন টাকার লীজিং সহায়তা মঞ্জুর করা যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ৫টি প্রকল্পে ৪৪ মিলিয়ন টাকার লীজিং সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

প্রকল্প ঋণ আদায়

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৫৪.১০ মিলিয়ন টাকার প্রকল্প ঋণ আদায় করেছে, যার মধ্যে আসল ১৩.৯০ মিলিয়ন টাকা, সুদ ১৬.২০ মিলিয়ন টাকা এবং অনিশ্চিত হিসাবে রক্ষিত ২৪ মিলিয়ন টাকা এপ্রিল-জুন ২০০২ সময়ে আরো ১৪.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৬৮.৫০ মিলিয়ন টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৭.৬০ মিলিয়ন টাকা।

লভ্যাংশ ও ডিবেঞ্চারের সুদ আদায়

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৩৪৯.৮৪ মিলিয়ন টাকা লভ্যাংশ এবং ৯২.২৬ মিলিয়ন টাকা ডিবেঞ্চারের সুদ অর্থাৎ লভ্যাংশ ও ডিবেঞ্চারের সুদ বাবদ মোট ৪৪২.১০ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। চলতি অর্থ বছরে লভ্যাংশ ও ডিবেঞ্চারের সুদ আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আইসিবি'র ঋণ ও লভ্যাংশ আদায়ের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য ইতোমধ্যে গঠিত টাস্কফোর্সসমূহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ঋণ আদায়ের জন্য সকল কর্মকর্তাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা হয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রমের ফলে চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে বিগত অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসের তুলনায় ঋণ আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের লভ্যাংশ ও ডিবেঞ্চারের সুদ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া

চলতি অর্থ বছরসহ পূর্ববর্তী দুই অর্থ বছরের বকেয়া/ মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার বিবরণ নিম্নে সারণিতে দেয়া হলোঃ

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ২৯৫.৯৬ মিলিয়ন টাকা আদায়ের নিমিত্তে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন ২০০২ সময়ে আরো ২টি

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত (প্রকৃত)	জুলাই ২০০১ হতে (প্রাক্কলিত)	এপ্রিল-জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)	২০০১-২০০২
১	২	৩	৪	৫	৬=৪+৫
লভ্যাংশ ও ডিবেঞ্চারের সুদ	৬১.৪০	৯৭.৭০	৪৪২.১০	১০০.০	৫৪২.১০

সারণি-৪

বকেয়া/ মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার পরিমাণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	৩০ জুন ২০০০	৩০ জুন ২০০১	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৪৪৯১.১০	৪৭৯৫.৮২	৪৮৯৬.৩৯
২।	অনুত্তীর্ণ ব্রীজং ঋণ	২৮০.১০	১৩৮.২৮	১২৮.৩৯
৩।	অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ	৩.৬০	০.৪০	১.৮৩
৪।	অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ	০.৩০	০.২০	০.৪২
	মোট ঃ	৪৭৭৫.১০	৪৯৩৪.৭০	৫০২৭.০৩

কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৩৬.০০ মিলিয়ন টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হবে। ফলে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩৩১.৯৬ মিলিয়ন টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ৫টিতে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরু থেকে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত মোট দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা এবং দাবীকৃত অংকের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৪টি এবং ২২৬৪.৮০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ৩টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৪৪.৬০ মিলিয়ন টাকার ডিক্রি পাওয়া গিয়েছে। ফলে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ডিক্রিপ্রাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৭টি ও ১২৮২.১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৫টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১৭৭.৬০ মিলিয়ন টাকা আদায়ের লক্ষ্যে এক্সিকিউশন

সারণি-৫

ইস্যুকৃত মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের বিরণ

ফান্ডসমূহ	ফান্ডের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে পত্রকোষের বাজার মূল্য (মিলিয়ন টাকায়) (টাকায়)	১০০ টাকা মূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের ডিএসই-এ উদ্ধৃত বাজার মূল্য (৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে (টাকায়)	২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ঘোষিত লভ্যাংশ সার্টিফিকেট প্রতি
প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫	৬৩	১৫০০	১৭০
দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫	২৩	৪০১	৪০
তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১০	২৩	৪১৫	৪৫
চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১০	৩৪	৩৫৬	৩৮
পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১৫	২৭	২১০	২৩
ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড৫০	৪৯	১৬৩	১৭	
সপ্তম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৩০	৪৬	১৪৩	১৪
অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫০	৬০	১৪৪	১৩
মোট ঃ	১৭৫	৩২৬	-	-

সারণি-৬

ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

বিবরণ	১৯৯৯-২০০০ হতে মার্চ ২০০২	২০০০-২০০১ ২০০২ (প্রাক্কলিত)	জুলাই ২০০১ (প্রাক্কলিত)	এপ্রিল-জুন	২০০১-২০০২
১	২	৩	৪	৫	(৪+৫)=৬
মোট বিক্রয়	৩০৩.৩০	৩০১.৩০	২৩৮.৫৪	১৩৪.০০	৩৭২.৫৪
পুনঃক্রয়	৮০৯.৯০	৪১৯.৮০	২৯০.৭৭	১৬২.০০	৪৫২.৭৭
নীট বিক্রয়	-৫০৬.৬০	-১১৮.৫০	-৫২.২৩	-২৮.০০	-৮০.২৩
ইউনিট প্রতি লভ্যাংশ (টাকা)	১২	১২	-	-	-

মোকদ্দমা দায়ের করেছে।

মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম

মিউচুয়াল ফান্ড

১৯৮০ সালে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে ছাড়ার পর হতে কর্পোরেশন ৩১ মার্চ ২০০১ পর্যন্ত ১৭৫ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ৮টি মিউচুয়াল ফান্ড বাজারজাত করেছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে প্রথম আইসিবি'র মিউচুয়াল ফান্ড ১৭০ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদান করে শীর্ষে অবস্থান করছে। ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে মিউচুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট হোল্ডারদের সংখ্যা ছিল ৩৫,৫০০ জন।

আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগ পত্র কোষ

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগ পত্রকোষে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৩.০৯ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত সময় পর্যন্ত ৫৫.৬৭ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের মাধ্যমে ২৪.৭০ মিলিয়ন টাকা মূলধনী মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এপ্রিল-জুন,২০০২ সময়ে আরো ৩৬.৯১ মিলিয়ন টাকা সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ এবং ৬৪.৩৩ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের মাধ্যমে ১৫.৩০ মিলিয়ন টাকা মূলধনী মুনাফা অর্জনের আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের পরিমাণ ১২০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং মূলধনী মুনাফার পরিমাণ ৪০.০০ মিলিয়ন টাকা অর্জিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিম্নের সারণিতে ইস্যাকৃত ৮টি মিউচুয়াল ফান্ড-এর পরিমাণ, ফান্ডের পত্রকোষের বাজার মূল্য, ১০০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ও ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে সার্টিফিকেট প্রতি ঘোষিত লভ্যাংশ দেখানো হলো ঃ

আইসিবি ইউনিট ফান্ড

১৯৮১ সালে এ স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত মোট ৯১৯২.০০ মিলিয়ন টাকার ইউনিট বিক্রয় হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ইউনিট সার্টিফিকেটের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৮.৫৪ মিলিয়ন টাকার ২২,২৪,৪৭২টি ইউনিট। এপ্রিল-জুন ২০০২ সময়ে মোট ১৩৪.০০ মিলিয়ন টাকার ১২,০০,০০০টি ইউনিট বিক্রয়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে মোট বিক্রয়লব্ধ টাকা ও ইউনিটের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭২.৫৪ মিলিয়ন টাকায় ও ৩৪,২৪,৪৭২টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নিম্নের সারণিতে ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো ঃ

৩১ মার্চ ২০০২ তারিখ পর্যন্ত ইউনিট ফান্ডের পত্রকোষে ২৫৪টি সিকিউরিটিজে মোট ৪২৬২.৪১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

আইসিবি ইউনিট ফান্ডের বিনিয়োগ পত্রকোষ

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত আইসিবি ইউনিট ফান্ড পত্রকোষে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩২.০৬

মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত সময় পর্যন্ত ৩০৭.৮৪ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের মাধ্যমে ৮৯.৪৩ মিলিয়ন টাকা মূলধনী মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এপ্রিল-জুন ২০০২ সময়ে আরো ৪৬৭.৯৪ মিলিয়ন টাকা সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ এবং ৬৯২.১৬ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের মাধ্যমে ১৫০.৬৬ মিলিয়ন টাকা মূলধনী মুনাফা অর্জনের আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের পরিমাণ ১০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং মূলধনী মুনাফার পরিমাণ ২৪০.০৯ মিলিয়ন টাকা অর্জিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইনভেস্টরস স্কীম

আইসিবি ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে ইনভেস্টরস স্কীম চালু করে। এ স্কীমের অধীনে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৬৮.৩৮ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ৫৯৫টি হিসাব খোলা হয়েছে এবং ৫৪১টি হিসাব বন্ধ হয়েছে। উক্ত সময়ে বিনিয়োগ হিসাবসমূহে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে ২০৭.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৮.৫৯ মিলিয়ন টাকায়। এছাড়া ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩০৩.০৭ মিরিয়ন টাকা মার্জিন ঋণ আদায় করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে ৬৬.২০ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ আরো ৫৫টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা, ৬৭.৩৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ১১৩.৩১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের আশা করা হচ্ছে। ফলে উক্ত অর্থ বছরে মোট ২৩১.৫৮ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ১১৫০টি হিসাব খোলা, ২৭৪.৯৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ৫২১.৯১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ হবে বলে আমা করা যাচ্ছে। এছাড়া ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরও ৯০.৩০ মিলিয়ন টাকা মার্জিন ঋণ আদায়ের মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরে মোট ৩৯৩.৩৭ মিলিয়ন টাকা মার্জিন ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ইনভেস্টরস স্কীম কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণ সারণি-৭-এ দেয়া হলোঃ

পাবলিক ইস্যু

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ২টি কোম্পানী ৫০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার পাবলিক স্যু করেছে, যার বিপরীতে ৫২.৮০ মিলিয়ন টাকার চাঁদা গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন ২০০২ সময়ে ২টি কোম্পানীর ৬৫.৫০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে মোট ৪টি কোম্পানী ৯৫.৫০ মিলিয়ন টাকার পাবলিকইস্যু করবে বলে আশা করা যায়। প্রতিষ্ঠার

সারণি-৭

ইনভেস্টরস স্কীম কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত (প্রকৃত)	জুলাই ২০০১ হতে (প্রাক্কলিত)	এপ্রিল-জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)	২০০১-২০০২
১	২	৩	৪	৫	(৪+৫)=৬
১। হিসাব খোলার সংখ্যা	২৩৬	৭৫৯	৫৯৫	৫৫৫	১১৫০
২। হিসাব বন্ধের সংখ্যা	২০০২	১৫৩৫	৫৪১	৩৫২	৮৯৩
৩। ক্রমপুঞ্জিভূত নীট চালু হিসাবের সংখ্যা	৫২৮০৭	৫২০৩১	৫২০৮৫	৫২২৮৮	৫২২৮৮
৪। আমানত গ্রহণ	৫৪	১৩৪	১৬৫	৬৬	২৩২
৫। ঋণ অনুমোদন	৬৫	৪৪৬	২০৮	৬৭	২৭৫
৬। বিনিয়োগ	৯২	৪৬৬	৪০৯	১১৩	৫২২
৭। মার্জিন ঋণ আদায়	২০১	৪৭২	৩০৩	৯০	৩৯৩

সারণি-৮

আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	জুলাই ২০০১ হতে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত (প্রকৃত)	এপ্রিল-জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)	২০০১-২০০২ (প্রাক্কলিত)
১	২	৩	৪	৫	(৪+৫)=৬
শেয়ার ঃ					
কোম্পানীর সংখ্যা	৩	২	২	২	৪
টাকার পরিমাণ	৪৮	৬০	৩০	৬৬	৯৬
মোট চাঁদার পরিমাণ	১৯৯	৩৯	৫৩	৭৫	১২৮
ডিবেঞ্চার ঃ					
কোম্পানীর সংখ্যা	১	-	-	-	-
টাকার পরিমাণ	১৫	-	-	-	-
মোট চাঁদার পরিমাণ	১৮	-	-	-	-

পর হতে ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখ পর্যন্ত আইসবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ৯২টি কোম্পানীর ১৯০০.৮৮ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বাজারে ছেড়েছে, যা দেশের মূলধন বাজারে সিকিউরিটি সরবরাহে প্রভূত অবদান রেখেছে।

আইসবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণের বিবরণ সারণি-৮-এ দেওয়া হলোঃ

সিকিউরিটিজ লেনদেন

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২৮৫০৭.৪০ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে, যার মধ্যে আইসিবি'র লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১১৭৩.১০ মিলিয়ন টাকা। এপ্রিল-জুন ২০০২ সময়ে আরো ১৫০০ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হওয়ার সম্ভাবনা সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে মোট লেনদেনের পরিমাণ ২৬৭৩.১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে বর্তমান নেটিং পদ্ধতিতে মোট লৈনদেনে আইসবি'র অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও প্রকৃত লেনদেন অর্থাৎ সেটেলমেন্ট ভ্যালু অনুযায়ী আইসবি'র অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

বিনিয়োজিত মূলধন

নিম্নের সারণিতে ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১, ২০০১-

সারণি-৯

মূলধন কাঠামো

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২ (মার্চ পর্যন্ত)
পরিশোধিত মূলধন	৪৬৬	৪৬৬	৪৬৬
রিজার্ভ ফান্ড	৪২৫	৪৬৫	৪৬৫
দীর্ঘমেয়াদি সরকারী ঋণ	২	৫৩	৫৩
ডিবেঞ্চার ঋণ	১১৫২	১০৩৫	১০২৯
অন্যান্য	৩১২	৩৬৭	৩২৬
মোট	২৩৫৬	২৩৮৬	২৩৩৯

২০০২ (মার্চ পর্যন্ত)কর্পোরেশনের বিনিয়োজিত মূলধন কাঠামোর বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

কম্পিউটারায়ন

আইসিবি কম্পিউটার সেটআপ-এর সাহায্যে অধিকাংশ ব্যবসায়িক কর্মকান্ড কম্পিউটারাইজেশনের আওতাভুক্ত করেছে। আইসিবি প্রধান প্রধান কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সহায়ক বেশ কিছু সফটওয়্যার উন্নয়ন করেছে। বর্তমান কম্পিউটারইজেশনে ব্যবহৃত সফটওয়্যারসমূহ হচ্ছে মার্চেন্ডাইজিং অপারেশন ম্যানেজমেন্ট, ইউনিট সেলস্ রি-পারচেজ ম্যানেজমেন্ট, মিউচুয়াল ফান্ড স্কীপ এন্ড ওনারশীপ ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, সফটওয়্যার ফর আইপিও ম্যানেজমেন্ট, সফটওয়্যার পর পিআইএমএস, সফটওয়্যার ফর ফিন্যান্সিয়াল ফিজিবিলিটি এ্যানালাইসিস ফর প্রজেক্টস, সফটওয়্যার ফর স্টক এক্সচেঞ্জ ইনডেক্স পাবলিকেশন, সফটওয়্যার ফর কর্পোরেট একাউন্টিং এন্ড আদার রিলেটেড ইনফরমেশন সিস্টেমস।

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে কর্পোরেশন চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সাথে screen based অন লাইন ট্রেডিং সিস্টেম চালু করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সাথেও screen based অন লাইন ট্রেডিং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কর্পোরেশনের শাখাসমূহকে পর্যায়ক্রমে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের (WAN) আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের গতানুগতিক কার্যক্রমের বাইরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে ও বিদেশের প্রয়োজনে সফটওয়্যার উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ/ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং শেয়ার ম্যানেজমেন্ট (Share Management), ফান্ড ম্যানেজমেন্ট (Fund Management), ট্রেডিং সিস্টেম (Trading System), পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (Portfolio Management) জাতীয় সফটওয়্যারসমূহ মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের কম্পিউটারায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো।

১. কর্পোরেশনের জন্য স্বল্প ব্যয়ে একটি দ্রুত এবং কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তি যুগে ওয়েব সাইট উন্নয়ন ও স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই এ ওয়েব সাইটটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

২. সিকিউরিটিজ লেন দেন সংক্রান্ত দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি মারচেন্ডাইজিং সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। উক্ত কাজকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য টেলিফোনের মাধ্যমে শেয়ার কেনা-বেচা করা, হিসাব সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ, পোর্টফোলিও সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ ইত্যাদির জন্য TTIS (Telephonic Transaction and Inquiry system) ক্রয় ও সংস্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো যাতে বিভিন্ন শাখাসমূহ অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সে লক্ষ্যে প্রত্যেক শাখায় নতুন কিছু কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং সেগুলোতে সকল কাজ সম্পাদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত সফটওয়্যারসমূহ শাখা কার্যালয়ের কম্পিউটারে স্থাপন ও কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শাখায় বিদ্যমান কম্পিটারসমূহকে LAN (Local Area Network)-এর আওতাভুক্ত করা হচ্ছে যাতে File Sharing করা সম্ভব হয় ও কাজের গতি দ্রুততর হয়।

৪. প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ এবং সহজে ডাটা আদান প্রদানের জন্য সকল শাখায়ই মেইল ব্যবহারের লক্ষ্যে ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হচ্ছে।

৫. আইসিবিতে বর্তমানে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Visual Basic Programming বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার-এর Trouble Shooting Ges Electronices বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

আইসিবি পুনর্গঠন

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার-এর উদ্যোগে সূচিত Capital Market Development Programme (CMDP)-এর অধীনে আইসিবির চলমান পুনর্গঠন

কার্যক্রমের আওতায় তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী যথা- আইসিডিবি ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ যথাক্রমে মারচেন্ট ব্যাংকিং, মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনা এবং সিকিউরিটি লেনদেন কার্যক্রমের জন্য গঠিত হয়েছে। কোম্পানিসমূহ কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ৫ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত হয়েছে। কার্যক্রম শুরু করার সনদও একই দিন পাওয়া গেছে।

আইসিবি অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী কর্পোরেশন কোম্পানিসমূহের সকল অথবা অধিকাংশ শেয়ার ধারণ করবে এবং তাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ, তদারকি এবং কার্যফল নিয়ন্ত্রণ করবে। সাবসিডিয়ারী কোম্পানিসমূহ তাদের স্ব-স্ব মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য প্রাসংগিক আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। আইসিবি অধ্যাদেশ অনুযায়ী তিনটি কোম্পানিই সরকারী গেজেট নোটিফেকেশনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে। CDMP-এর অধীনে এডিবি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং সংশোধিত আইসিবি অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সাবসিডিয়ারী কোম্পানিসমূহ চালু হওয়ার পর আইসিবি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়িক কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারিত না করে বিদ্যমান ব্যবসাসমূহ পরিচালনা অব্যাহত রাখবে এবং নতুন ব্যবসা স্ব-স্ব সাবসিডিয়ারী কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আইসিবি'র অধীনে উক্ত তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার মৌলিক এবং কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের পুঁজি বাজার শক্তিশালী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SADF)

সার্ক দেশসমূহে আঞ্চলিক প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণসহ প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সার্ক ফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্টস (SADF) গঠিত হয়। সার্কভুক্ত সদস্য দেশসমূহ এ তহবিলে ৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দিয়েছে। পরবর্তীতে সার্ক অঞ্চল উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তহবিল সহচালন/যোগান-এর উদ্দেশ্যে সার্ক-ফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্ট (SFRP) এবং সার্ক রিজিওনাল ফান্ড (SRF) সমন্বয়ে সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SADF) প্রতিষ্ঠা করা হয়। SADF হলো তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি ফান্ড। এগুলো হচ্ছে ঃ (১) প্রকল্প সনাক্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২) প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৩) সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প।

SADF একটি গভর্নিং বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। গভর্নিং বোর্ড সার্কভুক্ত দেশর নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান এবং প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। Nodal DFI হিসেবে আইসিবি SADF-এর গভর্নিং বোর্ড-এ প্রতিনিধিত্ব করছে। এ পর্যন্ত ফান্ডের গভর্নিং বোর্ডের ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান নেপাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী এবং সচিবালয়ও সেখানে অবস্থিত।

সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ফান্ড (SARF)

সার্কভুক্ত দেশসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে কমনওয়েলথ সম্মেলনে সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ফান্ড নামে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি উন্নয়ন তহবিল গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীতে কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (CDC) উদ্যোগে এ ফান্ড গঠিত হয় এবং মরিশাসে নিবন্ধিত হয়। এ ছাড়াও CDC-এ ফান্ডে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করেছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহে বেসরকারী খাতের প্রকল্পে ইকুইটিতে এবং ইকুইটি সংশ্লিষ্ট খাতে দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ করা এ তহবিলের উদ্দেশ্য। আইসিবি ইউনিট ফান্ড হতে সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ফান্ড ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমানভাবে সাধারণ 'এ' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে এবং ৮% অগ্রাধিকার শেয়ারে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এ পর্যন্ত ৫ দফায় ৭২৮০০০ মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে, যার বিপরীতে ৭২৮ টি সাধারণ শেয়ার এবং ৭২৮টি ৮% অগ্রাধিকার শেয়ার আইসিবি ইউনিট ফান্ডের অনুকূলে ইস্যু হয়েছে। SARF-এ পর্যন্ত ১০টি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের একটি সেলুলার ফোন কোম্পানি, গ্রামীণ ফোন লিঃ অন্তর্ভূক্ত যা বর্তমানে লাভজনক অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

দেশের গৃহায়ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আবাসিক বাড়ী নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ীর রি-মডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জারীকৃত রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ বলে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-কে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে উপজেলা সদর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১১০০ মিলিয়ন ও ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কর্পোরেশনের নিকট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশন চলতি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। ৩০ জুন ২০০১ পর্যন্ত ডিবেঞ্চার বিক্রয়লব্ধ তহবিলের মোট স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৬১৩২.৫০ (সাময়িক) মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ও সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হয়ে থাকে। সদর দফতর ছাড়াও বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৯টি জোনাল অফিস এবং বিভিন্ন জেলা সদরে কর্পোরেশনের ১৩টি আঞ্চলিক অফিস ও ৬টি ক্যাম্প অফিস চালু আছে।

কর্পোরেশনের ঋণের প্রকারভেদ

কর্পোরেশন থেকে বর্তমানে নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে ঃ

১। সাধারণ ঋণ ঃ একক বা স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে,

২। গ্রুপ ঋণ ঃ একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট ভিত্তিক,

৩। ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ঋণ ঃ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট/ এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য,

৪। সমন্বিত ঋণ ঃ গ্রহীতার পূর্বের ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয়পূর্বক নকশা মোতাবেক বাড়ীর বাকী অংশের কাজ সম্পন্ন,

৫। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের স্বল্প আয়তনের বাড়ী নির্মাণের জন্য,

৬। সেমিপাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য।

২০০০-২০০১ অর্থ বছর শেষে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-এর ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ২৮১৮২ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে ২৮২২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কর্পোরেশন চলতি অর্থ বছরের মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ৯৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং ৮৬৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

কর্পোরেশনের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায় এবং বকেয়া (Overdue) ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

উন্নয়ন কর্মকান্ড

ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তাকল্পে এইচবিএফসি যে সমস্ত কল্যাণমূখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। ঋণের আবেদনকারীদের পরামর্শ ও উন্নত সেবা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ মার্চ পর্যন্ত (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১০০	১১০০	১১০০	১১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৯৩৩	৭৫৭৭	৭৯৮৯	৮১২৮
৪।	আমানত	২৩১২	১৮৮৫	১৩৪৩	১১৫০
৫।	ঋণ মঞ্জুরী	১২৪২	১২৯৩	৯৩৭	১৩০০
৬।	ঋণ বিতরণ	১২৭৫	১১০৫	৮৬৯	১২০০
৭।	ঋণ আদায়	২৩৩০	২৩৩৭	১৬৭০	২৪০০
৮।	মোট আয়	১৫৪৮	১৫৫৩	১১৯৩	১৫৯২
৯।	মোট ব্যয়	১৫৪৮	১৫৫৩	১১৯৩	১৫৯২
১০	নীট মুনাফা*	০	০	০	০
১১।	প্রদেয় কর	২৭৮	২৫০	১০০	২০০
১২।	ঋণ ও অগ্রিম	২৭২৩৭	২৮১৮২	২৮২২৫	২৮৩৫০
১৩।	মোট পরিসম্পদ	৩০২৭০	৩১৮৬১	৩১৯৩৯	৩২০৭৮
১৪।	শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত				
	ক) ঋণ বিতরণ				
	খ) ঋণ আদায়				
১৫।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬১৬	৬০৫	৫৮৫	৫৭৯
	ক) কর্মকর্তা	৩০৪	৩০২	২৯১	২৮৯
	খ) কর্মচারী	৩১২	৩০৩	২৯৪	২৯০
১৬।	অফিস (সংখ্যায়)	২৮	২৮	২৮	২৮
	জোনাল	৯	৯	৯	৯
	রিজিওনাল	১৩	১৩	১৩	১৩
	ক্যাম্প	৬	৬	৬	৬

**= করপূর্ব মুনাফা কু-ঋণ সঞ্চিতির সাথে সমন্বয়ের পরে নীট মুনাফা প্রদর্শন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর থেকে ঋণ শ্রেণী বিন্যাসকরণ চালু হয়েছে।*

দানের লক্ষ্যে সদর দফতরসহ প্রতিটি জোনাল অফিসে "কাউন্সেলিং কাউন্টার" খোলা হয়েছে;

২। নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের বছরান্তে চার্জকৃত সুদের উপর শতকরা ১৫ ভাগ ইনসেনটিভ প্রদানের রীতি চালু রয়েছে;

৩। ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্পোরেশনের সদর দফতরে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং এ ফোর্সের সদস্যবৃন্দ ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মনিটরিং ও ফলোআপ ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায়ের হার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকবে;

সারণি-২

বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়	মোট বকেয়া স্থিতি
১৯৯৯-২০০০	১২৪২	১২৭৫	২৩৩০	৩৩৪৯
২০০০-২০০১	১২৯৩	১১০৫	২৩৩৭	৩৪১৫
২০০১-২০০২* (মার্চ ২০০২ পর্যন্ত)	৯৩৭	৮৬৯	১৬৭০	৩৬৭০
২০০১-২০০২**	১৩০০	১২০০	২৪০০	৩৭৫৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।"

৪। রিবেট আকারে ইনসেনটিভ প্রদান করা সত্ত্বেও যে সকল ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ হয় না তাদেরকে পর্যায়ক্রমে তাগিদপত্র, শো-কজ, লিগ্যাল নোটিশ ও সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে মামলা দায়ের করা হচ্ছে;

৫। কিস্তি রিশিডিউলের মাধ্যমে ঋণের বকেয়া নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;

৬। মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করা হলে ঐ মাসের আসলের কিস্তির উপর সুদ চার্জ করা হয় না যা ইনসেনটিভ হিসেবে গণ্য করা যায়;

৭। মাসিক কিস্তি প্রতি মাসে পরিশোধ না করেও ডিসেম্বর মাসে পূর্ববর্তী ছয় মাসের (ডিসেম্বর মাসসহ) এবং জুন মাসে পূর্ববর্তী ছয় মাসের (জুন মাসসহ) কিস্তি পরিশোধ করা হলেও ইনসেনটিভ প্রদান করা হয়;

৮। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণ পরিশোধ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানা পদ্ধতিতে পুনঃতফসীল (রিশিডিউল) করে ঋণের কিস্তি পুনর্নির্ধারণ করে ঋণ হিসাব হালনাগাদ করে দেয়া হয়;

৯। যে সমস্ত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা ইতোপূর্বে ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করেননি তাঁরা মেয়াদোত্তীর্ণ (ওভারডিউ) ঋণের ১০% এবং মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ১৫% জমা দিয়ে ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করতে পারে;

১০। যে সমস্ত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা ইতোপূর্বে ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করেছেন, তারা ২৪ কিস্তির জন্য ৪ কিস্তি, পরবর্তী ১২ কিস্তির জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে ২ কিস্তি এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে ১ কিস্তি করে জমা দিয়ে পুনরায় ঋণ পুনঃতফসীল সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সুদের হার ও কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৩% এবং ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৫%। দেশের অন্যান্য এলাকায় সিলিং নির্বিশেষে ঋণের সুদের হার ১০%। এ সুদ সরল সুদ বিধায় কোন অবস্থাতেই সুদের উপর সুদ আরোপ করা হয় না। কর্পোরেশনের ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ১৫ বছর। তবে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য স্বল্প আয়তনের ফ্ল্যাট ঋণ স্কীমের মেয়াদ ২০ বছর। এলাকাভেদে ঋণের সিলিং বর্তমানে সর্বনিম্ন ২.৭০ লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো)

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে যৌথ প্রচেষ্টায় আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে ১৫ মে ১৯৮৩ সালে এক প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) স্থাপনের সূচনা হয়। এ চুক্তি মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ১৯১৩ অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ২৪ জুন ১৯৮৪ সালে সাবিনকো আত্মপ্রকাশ করে ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে । ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবিনকো'র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করে এগুলো পরিচালিত করা এবং দেশে বিদেশে পণ্য দ্রব্য ও সেবার বিপণন করা। এছাড়া সাবিনকো বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর অভ্যন্ত

সাবিনকো'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি টেক্সটাইল মিল

ক্ষীণ সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণ কল্পে শিল্প ঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাবিনকো নিজের তত্ত্বাবধানে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ কোন প্রকল্প পরিচালনায়ও সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সাবিনকো'র অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যাবত সৌদি এবং বাংলাদেশ সরকার সমভাবে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ছয় জন সদস্য নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড গঠিত, তন্মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দুজন সদস্য সৌদি সরকার কর্তৃক এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান ও অপর দুজন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

বিনিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ বিবিধ শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কার্যক্রমে সাবিনকো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাবিনকো বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। তবে নিম্নে উল্লেখিত প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকেঃ

ক) যেসব প্রকল্প স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং যাদের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বাজার বিদ্যমান;

খ) যেসব প্রকল্প মূলতঃ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করে;

গ) যেসব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বিদ্যমান এবং

ঘ) যেসব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা অপরিহার্য অথচ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প শ্রমনিবিড় এবং অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক সমৃদ্ধবহুল, সেসব প্রকল্পসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাবিনকো সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৬০	৬০	৬০	৬০
২।	পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৬০	৬০	৬০	৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১০৭৪	১২০৫	-	-
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২২৩০	২০৯৪	২১৫০	-
৬।	বিনিয়োগ	১০০৮	৯২৫	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪২৫৩	৪৪২৯	-	-
৮।	মোট আয়	১৯৪	২৭২	-	-
৯।	মোট ব্যয়	৫৯	৫৬	-	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৫	৪২	-	-
	ক) কর্মকর্তা	১৫	১৪	-	-
	খ) কর্মচারী	৩০	২৮	-	-
১১।	শাখা (সংখ্যায়) দেশে	১	১	১	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০							
	বিতরণ	২	১৪০	-	১৪০	১	১৪২
	আদায়	২০০৩০	২৪১	-	২৪১	-	২৭১
২০০১							
	বিতরণ	১২	৮১	-	৮১	-	৯৩
	আদায়	২৭	৪২৪	-	৪২৪	-	৪৫১
৩১ মার্চ ২০০২*							
	বিতরণ	৩	১০	-	১০	-	১৩
	আদায়	-	৪৪	-	৪৪	-	৪৪
৩০ জুন ২০০২**							
	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-	-

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	-	৪৬
	পরিমাণ	৩৪৮৩	-	৩৪৮৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	১০	-	১০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	-	৪৬
	পরিমাণ	৩৪৮৩	-	৩৪৮৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩১ জুন ২০০২* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা -	-	-	
	পরিমাণ -	-	-	

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৩৪	২৪০	২৪৩	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৩৪	২৪০	২৪৩	-
২।	শিল্প :	১৯৯৬	১৮৫৪	১৯০৭	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৯৯৬	১৮৫৪	১৯০৭	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৪০	৫৫৫	৪৬৪	৪৮৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২২৩০	২০০৯৪	২১৫০	-

অর্থায়ন পদ্ধতি

ক) মেয়াদি ঋণ প্রদান (মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদি) দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা।
খ) সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ।
গ) শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যু অবলেখন (Underwriting)।
ঘ) প্রাইভেট ফান্ড প্লেসমেন্ট সিন্ডিকেশন-এর ব্যবস্থাকরণ এবং এ রকম প্লেসমেন্ট-এ অংশগ্রহণ।
ঙ) মূলধন বাজারে লেনদেন।
চ) বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও তার তদারকিকরণ।

ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ

সাবিনকো শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৪৬টি প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থায়িত ৪৬টি প্রকল্পে সাবিনকো ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত ১১টি শিল্প উপ-খাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় সর্বমোট ৩৪৮৩ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে। এ মঞ্জুরীকৃত ঋণের ২৩% বস্ত্র খাতে, ১৮% রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী খাতে এবং ১২% মৎস্য/চিংড়ী চাষে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য খাত হলোঃ কাঁচ/সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়াজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ সহায়ক প্রকল্প, প্রকৌশল, দুগ্ধ/ফল, খেলনা/তাবু/ব্যাগ এবং কাগজ।

সাবিনকো'র অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে সাবিনকো ৯৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৪৫১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪২ মিলিয়ন টাকা এবং ২৭১ মিলিয়ন টাকা। সাবিনকো'র ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সাবিনকো'র শিল্প প্রকল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইডিএলসি)

দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী এ্যাক্ট, ১৯১৩"-এর আওতায় ২৩ মে ১৯৮৫ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আইডিএলসি (IDLC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কোম্পানীটি বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) সহ ৫টি বিদেশী এবং ৩টি দেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে আইডিএলসি জনসাধারণের জন্যে শেয়ার ইস্যু করে। ২০০১ সালে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ড যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ১৫০ মিলিয়ন এবং ৩১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৫ টি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৪৫ শতাংশ এবং জনসাধারণসহ ১৪টি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৫৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। কোম্পানী ১৯৯০ সালে চট্টগ্রামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

কোম্পানীর আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত একটি ইস্পাত কারখানা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২২৭	৩১৩	৩৩৩	৩৫২
৪।	আমানত	৩৮৬	৭২৮	৭৯৯	৮৩০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৮৬	৭২৮	৭৯৯	৮৩০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম লীজ ফাইন্যান্স ও ডাইরেক্ট ফাইন্যান্স)	৩৫৯৯	৪২৯৪	৪২৮৮	৪৫৬৫
৬।	বিনিয়োগ	১	৬২	৬০	৭৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮৯১	৪৫৫৯	৪৪৯৪	৪৭৪২
৮।	মোট আয়	১১৩৮	১৪৫৮	৩৭৩	৮০৬
৯।	মোট ব্যয়	৯৯৩	১২৮১	৩৩৪	৭১৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৯	৭০	৬৯	৭০
	ক) কর্মকর্তা	৩৭	৩৫	৩৫	৩৬
	খ) কর্মচারী	৩২	৩৫	৩৪	৩৪
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১
	ক) বাংলাদেশে	১	১	১	১
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করে।

আইডিএলসি গত ১৭ বছর ধরে লীজিংকে অর্থায়নের একটি বিকল্প ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত এবং দ্রুত গ্রাহক সেবার পাশাপাশি উৎপাদনশীল ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসহ সব ধরনের খাতে ফিন্যান্সিয়াল লীজ প্রদান করে থাকে। এশিয়ার বৃহত্তম কোম্পানীগুলোর মধ্যে অন্যতম কোরিয়া ডেভেলপমেন্ট লীজিং কর্পোরেশন আইডিএলসি-কে লীজিং বিষয়ে সব ধরনের কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

আইডিএলসি একটি বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদা সচেষ্ট, ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালে কোম্পানী গৃহায়ন ঋণ ও স্বল্প মেয়াদি ঋণসমূহ চালু করেছে। স্বল্প মেয়াদি ঋণের আওতায় গ্রাহকরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্বল্প মেয়াদি আর্থিক সহায়তা যেমন ঃ ইন্টার কর্পোরেট ডিপোজিট (ICD), বিল/ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং ইত্যাদি সেবা পেয়ে থাকে। গৃহায়ন ঋণ প্রকল্পের আওতায় আইডিএলসি গ্রাহকদের নতুন ফ্ল্যাট ক্রয়, নিজস্ব বাড়ী মেরামত/বর্ধিতকরণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা পেশাজীবীদের জন্য অফিস চেম্বার/শো-রুম ক্রয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের নতুন এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী করার জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ					(গৃহে অর্থায়ন)	সর্বমোট
		লীজ ফাইন্যান্সিং	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	ব্রীজ ফাইন্যান্স	মোট		
২০০০								
বিতরণ	-	১১৯১	১০	১২৬০	১০৬	২৫৬৭	১৫৮	২৭২৫
আদায়	-	১০৩৪	২	৯৪৪	৮৭	২০৬৭	৬১	২১২৮
২০০১								
বিতরণ	-	১৩৮৯	০	১৭৮০	৪৩	৩২১৩	২০৯	৩৪২২
আদায়	-	১১৬১	৩	১৫৯৩	৩	২৭৬০	৬৪	২৮২৪
৩১ মার্চ ২০০২*								
বিতরণ	-	২২৯	০	৪৭১	০	৭০০	৩১	৭৩১
আদায়	-	৩০৬	২	৫০১	১৬	৮২৪	২৪	৮৪৯
৩০ জুন ২০০২**								
বিতরণ	-	৫৫৯	১০	৯৯৬	২০	১৫৮৫	১৩৪	১৭১৯
আদায়	-	৪৬৪	২	৯১৬	৪৪	১৪২৬	৩৭	১৪৬৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৭৫৭	৭৩৯	২৪৯৬
	পরিমাণ	৯৪৩৭	২৮০২	১২২৩৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৭৯	৮১	২৬০
	পরিমাণ	২৩৬৯	৮৪৪	৩২১২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৮০২	৭৬৬	২৫৬৮
	পরিমাণ	৯৯১৬	৩০২২	১২৯৩৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	২৭	৭২
	পরিমাণ	৪৭৯	২২০	৭০০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	১০২৬	৫৫৯	১৫৮৫

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	১৩	১৩
	ক) শস্য	-	১৩	১৩
	খ) অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	২৫৩৩	২৫৪২	২৬২০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২০৭৭	২২৩৭	২০৯৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৫৬	৩০৫	৫২৪
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫	৩	৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৯৭	৩৮৭	৩৯৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৪৩	৬৭৫	৬৮১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২২১	৬৭৪	৫৬৭
	সর্বমোট	৩৫৯৯	৪২৯৪	৪২৮৮

কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আইডিএলসি ১৯৯৯ সালের গোড়া থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আন্ডার রাইটিং, ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব স্টকস, লোন/লীজ সিন্ডিকেশন সার্ভিসের ব্যবস্থাকরণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবাসমূহ প্রদান করছে।

আইডিএলসি'র ঋণ ও অগ্রিমের এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০০১ সাল শেষে যথাক্রমে ৪২৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ৪৫৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে কোম্পানীর মোট জনশক্তি ছিল ৭০ জন।

আইডিএলসি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১ সালে আইডিএলসি লীজ অর্থায়ন, চলতি মূলধন, ব্রীজ ফাইনান্স ও গৃহ অর্থায়নের অধীনে যথাক্রমে ১৩৮৯ মিলিয়ন টাকা, ১৭৮০ মিলিয়ন টাকা, ৪৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং উক্ত খাতসমূহে যথাক্রমে ১১৬১ মিলিয়ন টাকা, ১৫৯৩ মিলিয়ন টাকা, ৩ মিলিয়ন টাকা ও ৬৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে।

কোম্পানীটির ঋণ বিতরণ ও আদায় সম্পর্কিত বিবরণী সারণি-২-এ দেয়া হলো।

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ অনুযায়ী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এপ্রিল ১৯৯৬ সাল হতে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ আগস্ট ১৯৯৯ সালে কোম্পানীটি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অব বাংলাদেশ হতে মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। কোম্পানীটির অফিস ঢাকায় অবস্থিত এবং মার্চ ২০০২ পর্যন্ত এতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ৩০ জনে দাঁড়ায়। মার্চ

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৭০	১৭০	১৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৪	৫৮	৬০	৬৫
৪।	আমানত	৭৮	৩৩	৩২	৪৭
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৭৮	৩৩	৩২	৪৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৪৩	৬৬৩	৭৪৪	৮৫৯
৬।	বিনিয়োগ	২	৫	৫	৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৮৬	৭০৬	৮০৯	৮৮৩
৮।	মোট আয়	২১১	৩০৩	৯৪	১৯২
৯।	মোট ব্যয়	১৪৫	১৯৪	৭৩	১৫৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৭	৩০	৩০	৩১
	ক) কর্মকর্তা	২০	২৩	২৩	২৪
	খ) কর্মচারী	৭	৭	৭	৭
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৫	৪৭	৪৯	৫৭
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	২১	২২	২২	২২
	ক) বাংলাদেশে	২১	২২	২২	২২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	২৫৮	-	২৫৮	২২	২৮০
আদায়	-	৯৫	-	৯৫	-	৯৫
২০০১						
বিতরণ	-	২৮০	-	২৮০	৩৭	৩১৭
আদায়	-	১৩৬	-	১৩৬	-	১৩৬
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	১৩০	-	১৩০	৭	১৩৭
আদায়	-	৬৬	-	৬৬	-	৬৬
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	২২৫	-	২২৫	-	২২৫
আদায়	-	৭৪	-	৭৪	-	৭৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৩	৩৪	৭৭
পরিমাণ	২৫০	১৬৫	৪১৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮	১৬	৩৪
পরিমাণ	১০৯	১০৮	২১৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	৩৯	৮৩
পরিমাণ	২৭৫	১৬৫	৪৪০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	৬	১০
পরিমাণ	১০০	৩৩	১৩৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	১০	১৮
পরিমাণ	১৬৫	৫৪	২১৯

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৩৩৬	৪৭০	৫৫০	৬৩৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২২২	২৯৩	৩৪৪	৪১১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১৪	১৭৭	২০৬	২২৫
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮৬	৮১	৭১	৮৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১০	৯৮	১০৫	১১৪
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১১	১৪	১৮	২২
	সর্বমোট	৫৪৩	৬৬৩	৭৪৪	৮৫৯

২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১৭০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ মিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডারদের ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ শেষে কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৬৩ মিলিয়ন ও ৭০৬ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানীর প্রধান কর্মকান্ড

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে ঃ

(ক) লীজ ফাইন্যান্স ঃ লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী প্রধানতঃ শিল্প খাতে মূলধন দ্রব্যাদি যেমন-প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস সামগ্রী, জেনারেটর/বয়লার, লিফট/এলিভেটর, অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

(খ) অর্থ বাজার কার্যক্রম ঃ কোম্পানীটি অর্থ বাজার সংক্রান্ত কর্মকান্ডেও (মেয়াদি আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ) অংশগ্রহণ করে থাকে।

(গ) মার্চেন্ট ব্যাংকিং ঃ মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে কোম্পানীটি মিউচুয়াল ফান্ড, আন্ডাররাইটিং, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও ইস্যু ম্যানেজমেন্টে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও কোম্পানীটি বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও কোম্পানীটি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কর্মকান্ড যেমন-হায়ার পারচেজ, পুঁজি বাজারে অর্থায়ন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ এবং ৪-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি)

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ১০ আগস্ট ১৯৯৬ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিআইএফসি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	২৫	৪০.৩৭	৪০.৩৭
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩	৮.৪৭	৮.১৩	১০
৪।	আমানত	৯	২৪১.৭৫	২৪৯.৩৫	২৫০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৯	২৪১.৭৫	২৪৯.৩৫	২৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩০	২৯৪.৩৬	৩৪৪.৭১	-
৬।	বিনিয়োগ	১৩	২১২.৫০	২১২.৫০	২২০.৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৬	৫২৪.৩৫	৫৮৬.৯৯	-
৮।	মোট আয়	৪৪	৯০.৬৩	২৪.৭৫	৫২.৮০
৯।	মোট ব্যয়	৩৮	৮০.৮০	২৩.৬৫	৪৭.৩০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১২	১৬	১৬	১৮
	ক) কর্মকর্তা	৮	১১	১১	১৩
	খ) কর্মচারী	৪	৫	৫	৫
১১।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	৭৮	২০	-	২০	-	৯৮
	আদায়	২২	১১	-	১১	-	৩৩
২০০১	বিতরণ	১৪৭.১০	২৩.৯০	-	২৩.৯০	০.৭৩	১৭১.৭৩
	আদায়	৪০.৮৫	১২.৪০	-	১২.৪০	০.৪১	৫৩.৬৬
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	৫১.৬২	৪.১০	-	৪.১০	০.৪৩	৫৬.১৫
	আদায়	১৮.৪৩	৩.১৬	-	৩.১৬	০.১৬	২১.৭৫
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	১৫০	১০	-	১০	০.৫০	১৬০.৫০
	আদায়	-	-	-	-	-	-

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক লীজ অর্থায়ন ও ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		অন্যান্য ঋণ	মোট
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	৩৮	১০২	১৭৭
	পরিমাণ	২৭৫.৭৯	৫১.৬৪	১৩৪.১৮	৪৬১.৬১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২২	১৪	২৫	৬১
	পরিমাণ	১৯৫.০৮	১৫.৬৩	৫১.১৬	২৬১.৮৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪০	৪০	১১৫	১৯৫
	পরিমাণ	২৭৮.৮৯	৫৫.৭৩	১৬৮.৬৮	৫০৩.৩০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩	২	১৪	১৯
	পরিমাণ	৩.১০	৪.১০	৩৪.৫০	৪১.৭০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৮	২৬	৪০
	পরিমাণ	৫০	৪০	১৬০	২৫০

* সাময়িক। * প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	শিল্প :	৪৬	১৭৮.৩১	২০৩.৩৪	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪৬	১৫১.৬০	১৭৫.৭৫	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	২৬.৭১	২৭.৫৯	-
২।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৩।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১১	১.৪৩	১.২৬	-
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬	৪৩.৫৪	৭০.৩০	-
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	৩৭	৭১.০৮	৬৯.৮১	
	সর্বমোট	১৩০	২৯৪.৩৬	৩৪৪.৭১	

কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটির ৭৫ শতাংশ মালিকানা হংকংভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফাইভ কন্টিনেন্টস ক্রেডিট লিমিটেড এবং ২৫ শতাংশ মালিকানা স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের । মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪০.৩৭ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

(ক) প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাবনাময় কোম্পানীসমূহকে 'বিএমআরই'-এর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(খ) অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সূত্র হতে প্রাপ্ত আর্থিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী সকল ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে লীজ ফাইন্যান্স, হায়ার পারচেজ ও মেয়াদি ঋণের মাধ্যমে মূলধনী বিনিয়োগ (ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট) বৃদ্ধি।

(গ) আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং রিজার্ভ বৃদ্ধি।

(ঘ) সম্ভাবনাময় শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সুবিধা এবং পরামর্শ প্রদান।

(ঙ) উন্নয়নমুখী খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যা বেকারত্ব লাঘব করবে।

(চ) ভবিষ্যতে দেশের পুঁজি বাজারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ছ) স্বল্প ও মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে অর্থায়ন করা।

বিনিয়োগ নীতি

বিআইএফসি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় বিবিধ শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক সকল লীজ ও ঋণ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে

থাকে। লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে নিম্নলিখিত খাতসমূহ প্রাধান্য পেয়ে থাকেঃ

(ক) শিল্প কারখানার ব্যবহার উপযোগী প্রয়োজনীয় মূলধনী যন্ত্রপাতি (বিএমআরই-এর ক্ষেত্রে);
(খ) নির্মাণ সহযোগী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী;
(গ) চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি;
(ঘ) জেনারেটর/বয়লার;
(ঙ) গাড়ী/অন্যান্য যানবাহন;
(চ) লিফট/এলিভেটর ইত্যাদি; এবং
(ছ) এসি/ কম্পিউটারসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী।

আমানত গ্রহণ

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি) জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদি আমানতের উপর আকর্ষণীয় হারে সুদ প্রদান করে থাকে।

বিআইএফসি'র অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বিআইএফসি-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বিআইএফসি-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

বিআইএফসি-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড

শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড" একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "কোম্পানী এ্যাক্ট-১৯৯৪"-এর আওতায় ১০ অক্টোবর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটির ৪০ শতাংশের মালিক শ্রীলংকার ভ্যানিক ইনকর্পোরেশন লিমিটেড এবং ৬০ শতাংশের মালিক স্থানীয় সুপ্রতিষ্ঠিত কয়েকজন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান।

৩১ মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১০০ মিলিয়ন টাকা। ডিসেম্বর ২০০১ শেষে কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫৫ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	১৪৫	২৮২	২৩৮	২০৫
	ক) তলবি আমানত	১১	২২০	১৫৫	১২০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৩৪	৬২	৮৩	৮৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ ফাইন্যান্স)	৪৫২	৬৯৭	৬৯৩	৭৩০
৬।	বিনিয়োগ	৩২	১৬৭	১৭৮	১৮০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬০৯	৭৯১	৮৭০	৮৯০
৮।	মোট আয়	১৬০	২৮২	৭৫	১০০
৯।	মোট ব্যয়	১৫৯	২৮০	৮০	৯৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭১	৯১	৯০	৯০
	ক) কর্মকর্তা	৪৯	৬০	৫৯	৫৯
	খ) কর্মচারী	২২	৩১	৩১	৩১

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	৩২৯	-	৩২৯	০	৩২৯
	আদায়	-	৯২	-	৯২	০	৯২
২০০১	বিতরণ	-	৩৪৫	-	৩৪৫	৪৯	৩৯৪
	আদায়	-	২০৪	-	২০৪	১.০	২০৫
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	৩০	-	৩০	০	৩০
	আদায়	-	৬০	৬০	০	৬০	
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	১০০	-	১০০	০	১০০
	আদায়	-	১১০	-	১১০	০	১১০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৮৮	-	১৮৮
	পরিমাণ	৬৯৭	-	৬৯৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	-	৫৯
	পরিমাণ	৩৪৫	-	৩৪৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৮৩	-	১৮৩
	পরিমাণ	৬৯৩	-	৬৯৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	-	১৪
	পরিমাণ	৭৩	-	৭৩
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
	পরিমাণ	১০০	-	১০০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৫	৫	৫	৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫	৫	৫	৫
২।	শিল্প :	৪২১	৬৫০	৫৮৬	৬২৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪২১	৬৫০	৫৮৬	৬২৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	৪৫	৪৫	৪৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৫	৫৭	৫৭	৫৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১	০	০	০
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৪৫২	৬৯৭	৬৯৩	৭৩০

ভ্যানিক সময়ের প্রয়োজনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছে এবং অর্থ ও মূলধন যোগান দিয়ে দেশের বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছে। ভ্যানিকের প্রধান প্রধান বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে লীজিং, ক্রেডিট কার্ড, কর্পোরেট ফাইন্যান্স, ডিপোজিট মবিলাইজেশন, ক্যাপিটাল মার্কেট অপারেশন ইত্যাদি। ভ্যানিকের আর্থিক মধ্যস্থতায় আন্তর্জাতিক মানের খ্যাতনামা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও এপোলো হাসপাতাল, সুপার মার্কেট চেইন প্রভৃতি বৃহৎ কিছু প্রজেক্টের কার্যক্রমও চলছে। ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড লীজিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে।

১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আন্ডার রাইটিং ও ইস্যু ম্যানেজার সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

দি ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (বর্তমানে আবুধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৮ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয়, যা জুন ১৯৮৭ সালে প্রাইভেট কোম্পানী হিসেবে কোম্পানীসমূহের নিবন্ধকের দফতরে নিবন্ধিত হয় এবং জুন ১৯৮৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর ৬০ শতাংশ মালিকানা আবুধাবী ফান্ডের এবং ৪০ শতাংশ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫৭.৮১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৩.২৩ মিলিয়ন টাকা। ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত, যার মধ্যে আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত ৩ জন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন। সভাপতি সর্বদাই আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত।

কোম্পানীর বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন রীতি

চুক্তি এবং কোম্পানীর সংঘ স্মারকে উল্লেখিত অনুবিধি অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্যসহ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬২.১২	২৯৪.০১	২৯৩.২৩	৩০২.০৮
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১৮.৭১	২৬.৬৬	২৫.৮১	৭৪.৯৬
৫।	বিনিয়োগ	২৩.৫০	৫০.৫০	৫০.৫০	৫০.৫০
৬।	মোট পরিসম্পদ	৪২১.৪৪	৪৫৩.৩৩	৪৫২.৫৫	৪৬১.৪০
৭।	মোট আয়	৫৬.৭৯	৩৯.২৪	০.৬৮	১৩.৫০
৮।	মোট ব্যয়	৭.০২	৭.৩৫	১.৪৬	৪.৬৫
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮	১০	১০	১০
	ক) কর্মকর্তা	৩	৩	৩	৩
	খ) কর্মচারী	৫	৭	৭	৭

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	৪.৪৪	-	৪.৪৪	-	৪.৪৪
২০০১						
বিতরণ	-	-	-	-	১৩.০০	১৩.০০
আদায়	-	৫.০৫	-	৫.০৫	০.৮৩	৫.৮৮
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	০.৮৫	-	০.৮৫	-	০.৮৫
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	৫০.০০	-	৫০.০০	-	৫০.০০
আদায়	-	০.৮৫	-	০.৮৫	-	০.৮৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৩৬.৯০	-	৩৬.৯০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	১৩	-	১৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৩৬.৯০	-	৩৬.৯০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৫০.০০	-	৫০.০০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	২৫.০০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	২৫.০০
২।	শিল্প :	১৮.৭১	১৩.৬৬	১২.৮১	১১.৯৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৮.৭১	১৩.৬৬	১২.৮১	১১.৯৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	১৩.০০	১৩.০০	৩৮.০০
	সর্বমোট	১৮.৭১	২৬.৬৬	২৫.৮১	৭৪.৯৬

নিমিত্তে কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ

১। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ;

২। বাংলাদেশে প্রকল্প প্রণয়ন, উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের সংগে জড়িত হওয়া;

৩। আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় সম্পূরক কোম্পানী গড়ে তোলা, বিদ্যমান কোম্পানী বা কর্পোরেশনে মূলধন বা ঋণ অথবা উভয় প্রকার অর্থায়নে অংশ গ্রহণ;

৪। এক/একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহ বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কেনা-বেচা করা;

৫। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অগ্রিম প্রদান, ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

কোম্পানীটি ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৩৬.৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে। ৩১ মার্চ ২০০২ সালের কোম্পানীর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫.৮১ মিলিয়ন টাকা। ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পিএলসি)

কোম্পানী আইন- ১৯৯৪-এর আওতায় ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিঃ (পিএলসি) ১৯ এপ্রিল ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ৯ মে ১৯৯৫ হতে এ কোম্পানী প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন টাকা। এই কোম্পানী শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট, সরঞ্জামাদি, যানবাহন ইত্যাদি ক্রয়ে ইজারা ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২১.৩৩	৩৪.৫১	৩৭.৫১	৪১.০১
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৮৭.১৮	৮৯৪.৩৯	৯৮৩.৮৩	১০৮২.২১
৬।	বিনিয়োগ	২৮০.০৩	১৪১১.৫৩	৯৭১.৯০	১০২০.৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৪৩.৩৩	২৭৭৬.৬৬	৩০৫৪.৩৩	৩৩৫৯.৭৬
৮।	মোট আয়	৩১৬.৪৩	৪৫৪.৬৫	৫০০.১০	৫৫০.১১
৯।	মোট ব্যয়	২৮৩.৪৯	৩৮১.০৩	৪৩০.১৩	৪৭৩.১৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩০	৩৩	৩৩	৩৪
	ক) কর্মকর্তা	২০	২৩	২৩	২৪
	খ) কর্মচারী	১০	১০	১০	১০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	-	-	-	৬৬০.৪৩	৬৬০.৪৩
আদায়	-	-	-	-	২৫৪.৪০	২৫৪.৪০
২০০১						
বিতরণ	-	-	-	-	৬১৮.৯০	৬১৮.৯০
আদায়	-	-	-	-	২৭০.১২	২৭০.১২
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	-	-	-	১৭০.২০	১৭০.২০
আদায়	-	-	-	-	৭৪.২৮	৭৪.২৮
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	-	-	-	৩৪৪.৪০	৩৪৪.৪০
আদায়	-	-	-	-	১৪৮.৫৬	১৪৮.৫৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ	১৫১৮.৮০		১৫১৮.৮০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ	৫৮৩.৯০		৫৮৩.৯০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ	১৬৬৪.৭৮		১৬৬৪.৭৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ	১৬০.৫৮		১৬০.৫৮
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ	৩২১.১৪		৩২১.১৪

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১১.৫৪	১০.২০	১৯.৬৮	২১.৬৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১১.৫৪	১০.২০	১৯.৬৮	২১.৬৫
২।	শিল্প :	২২৩.৫৪	২৪৯.৬২	২৯৫.১৫	৩২৪.৬৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২২৩.৫৪	২৪৯.৬২	২৯৫.১৫	৩২৪.৬৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৫২.১০	৬৩৪.৫৭	৬৬৯.০০	৭৩৫.৯০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৬৮৭	৮৯৪.৩৯	৯৮৩.৮৩	১০৮২.২১

বিনিয়োগ নীতি

কোম্পানীটি নিম্নলিখিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকে ঃ

১। যানবাহন

২। মূলধনী যন্ত্রপাতি

৩। গৃহ সামগ্রী

৪। ভারী নির্মাণ যন্ত্রপাতি ৫। নৌযান

৬। বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও বয়লার

৭। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং

৮। ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার/ট্রেইলর

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-১, ২,৩ ও ৪-এ দেখানো হলো।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

মে ১৯৯৬ সালে বে লীজিং এন্ড ইভেস্টমেন্ট লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। জুন ১৯৯৮ সালে কোম্পানীটি বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সাল শেষে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধন ৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

২০০১ -২০০২ সালের কার্যক্রম

ক) লীজিং

কৃষি ও শিল্প খাতকে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করে এ বছর কোম্পানী এ খাতে সর্বাধিক বিনিয়োগ করে।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪০	৪০	৪০	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৭	৮	৮	-
৪।	আমানত	৮৯	৫২৯	৪৩০	-
	ক) তলবি আমানত	৩	৩৯৪	১৩০	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৮৬	১৩৫	৩০০	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩০২	৩৬৩	৩৭৫	-
৬।	বিনিয়োগ	১৭	২০৩	৯৮	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬১	৬৩৭	৫৫৫	-
৮।	মোট আয়	৭৯	১৫৭	৫২	-
৯।	মোট ব্যয়	৬৮	১৩০	৪৫	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯	১৮	১৮	-
	ক) কর্মকর্তা	১৪	১২	১২	-
	খ) কর্মচারী	৫	৬	৬	-
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	-

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	৭	৫১	৫	৫৬	১৪১	২০৪
আদায়	১	৮	১	৯	২৮	৩৮
২০০১						
বিতরণ	৪	১১	২৯	৩৯	২০৩	২৪৬
আদায়	১	২	২	৪	২৫	৩০
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	২	২	২৫	২৭	১৪	৪৩
আদায়	০.২০	০.০৯	৪	৪.০৯	০.৭১	৫
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	-	-	-	-	-

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত

এছাড়া পরিবহন ও যোগাযোগ এবং সেবাসহ অন্যান্য খাতেও কোম্পানীটি যথেষ্ট বিনিয়োগ করে।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৩	-	৫৩
পরিমাণ	১৭৫	-	১৭৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২১	-	২১
পরিমাণ	১০৯	-	১০৯
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৪	-	৫৪
পরিমাণ	১৭৬	-	১৭৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	০.৫০	-	০.৫০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৭	৬	৭	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭	৬	৭	-
২।	শিল্প :	৮০	১৩০	১২৫	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৮০	১৩০	১২৫	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪৬	১৫৪	১৫৪	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৫৭	৬৭	৮৩	-
৭।	অন্যান্য	৫৭	৬৭	৮৩	-
	সর্বমোট	৩০২	৩৬৩	৩৭৫	-

খ) সরাসরি অর্থায়ন

কোম্পানী লীজিং কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চলতি মূলধন হিসেবে সরাসরি অর্থায়ন করে।

গ) মার্চেন্ট ব্যাংকিং

কোম্পানী বাংলাদেশের পুঁজি বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্টক মার্কেটে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী বিনিয়োগ করে। এছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানীকে IPO-এর মাধ্যমে স্টক মার্কেটে লিস্টিং-এর ক্ষেত্রে Underwriter হিসেবে কাজ করে এবং NCC Bank Limited-কে স্টক মার্কেটে লিস্টিং-এর ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে কোম্পানীটি আরও কয়েকটি কোম্পানীর ইস্যু ম্যানেজারের কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত। কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম "পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট"-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য BLI Securities Limited নামে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের একটি ব্রোকারেজ হাউজ ক্রয় করে, যা ভবিষ্যতে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে এ কোম্পানী বিনিয়োগকারী ও শেয়ার ইস্যুকারীদের বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-এ দেয়া হলো।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল)

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও পুঁজি বাজারে অবদান ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী আইন-১৯৯৪" মোতাবেক ১০ মার্চ ১৯৯৬ সালে ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৫ এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর বর্তমান পরিশোধিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা।

পিএফআইএল ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডার রাইটিং, শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়-এর মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসা এবং লীজিং, হায়ার পারচেজ, স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন, ব্রিজ ফাইন্যান্সিং ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

ক) দেশের পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে ইস্যু

পিএফআই অর্থায়িত একটি ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	১০০	১০০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪	২৩	২৮	৩১
৪।	আমানত	৮৬	২৬৭	৩২৩	২২১
	ক) তলবি আমানত	৭৩	৭০	৮৫	১৩০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৩	১৯৭	২৩৮	৯১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২২	৪৪৭	৫৪০	৬৭৭
৬।	বিনিয়োগ	৯	২৪	৩৭	২৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০৭	৬০৪	৬৮৮	৮১৩
৮।	মোট আয়	৪৫	১৪৭	৫৫	১৩৩
৯।	মোট ব্যয়	৪০	১১৯	৪	১১৪
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২১	২৩	২৪	২৮
	ক) কর্মকর্তা	১০	১৩	১৪	১৮
	খ) কর্মচারী	১১	১০	১০	১০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	-	১	১

ম্যানেজার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও আন্ডাররাইটার হিসেবে কাজ করা। এছাড়া বিভিন্ন শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা।

খ) দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে যন্ত্রপাতি লীজ দেয়া।

গ) বিদ্যমান কোম্পানীসমূহকে বিএমআরই-এর জন্য সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

ঙ) স্বল্প ও মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে অর্থায়ন করা।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলী

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর প্রধান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

ক) ইস্যু ম্যানেজমেন্ট

৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত পিএফআইএল ১০০৫.৬০ মিলিয়ন টাকার মোট ১৪টি কোম্পানীর শেয়ার ইস্যু ব্যবস্থাপনা করে। বর্তমানে ২টি কোম্পানীর সর্বমোট ১০২.৩০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ) আন্ডার রাইটিং

এ যাবত পিএফআইএল ২০ টি কোম্পানীর মোট ২০৬.৪০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের শেয়ার অবলেখন করেছে।

গ) ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও

পিএফআইএল নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে পোর্টফোলিও

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	১২৪	-	১২৪	-	১২৪
আদায়	-	২৯	-	২৯	-	২৯
২০০১						
বিতরণ	-	৪২১	-	৪২১	-	৪২১
আদায়	-	৯৯	-	৯৯	-	৯৯
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	৯৫	-	৯৫	-	৯৫
আদায়	-	৬	-	৬	-	৬
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	২৩৫	-	২৩৫	-	২৩৫
আদায়	-	৩৭	-	৩৭	-	৩৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩০	১১৪	২৪৪
পরিমাণ	৬১৯	৩০৮	৯২৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৬	৪৭	১১৩
পরিমাণ	৫০৬	২৭১	৭৭৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪৬	১৩৩	২৭৯
পরিমাণ	৭২৩	৩৩২	১০৫৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬	১৯	৩৫
পরিমাণ	১০৪	২৪	১২৯
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬০	৪২	১০২
পরিমাণ	৪৮০	২৩০	৭১০

* প্রাক্কলিত।

কার্যক্রম শুরু করে এবং ২০০১ সালে ৪৯টি বিনিয়োগ হিসাবে ২৮ মিলিয়ন টাকার তহবিল পরিচালনা করছে।

ঘ) লীজ ফাইন্যান্স

দেশে উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে পিএফআইএল ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ সমাপ্ত বছরে ৯০ টি প্রকল্পে মোট ৩১৯ মিলিয়ন টাকা লীজ অর্থায়ন অনুমোদন করে। এছাড়া আরও ৪২ মিলিয়ন টাকার লীজ অর্থায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়া পিএফআইএল ২০০১ সালে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন, ব্রীজ ফাইন্যান্স এবং বিল ডিসকাউন্টিং ইত্যাদি নতুন সেবা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৫টি প্রকল্পে সর্বমোট ১৩১ মিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে।

পিএফআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১২১	১৯৪	২১৩	২৮০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৭৪	১২৬	১৩৪	১৬৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৭	৬৮	৭৯	১১৩
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	৫২	৬৫	৭৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১	১৩৯	১৬৯	২১৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৪৫	৬৪	৭৩
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	১৭	২৯	২৮
	সর্বমোট	১২২	৪৪৭	৫৪০	৬৭৭

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড

বাড়ী নির্মাণ, জমি ও ফ্ল্যাট ক্রয়,বাড়ী সংস্কার ও উন্নয়নে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১১ মে ১৯৯৬ সালে ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ) ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ডিবিএইচ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি আর্থিক

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৩	১৪৩	১৯৪	১৯৫
৪।	আমানত	৫১৪	৮১৩	১৫৭৫	১৮৫৯
	ক) তলবি আমানত	৩০	৯০	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৪৮৪	৭২৩	১৫৭৫	১৮৫৯
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮২৭	১৪৫৮	১৯২৩	২০৭৮
৬।	বিনিয়োগ	-	২০	২০	২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০৬৫	১৭৪৪	২৩০৬	২৪৯৩
৮।	মোট আয়	১০৭	১৯৯	২১৬	৩২৪
৯।	মোট ব্যয়	৭৬	১৪৩	১৫৫	২৩৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩০	৩৯	৪২	৪২
	ক) কর্মকর্তা	৩০	৩৯	৪২	৪২
	খ) কর্মচারী	-	-	-	-
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৩	৪	৪	৪
	ক) বাংলাদেশে	৩	৪	৪	৪
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ	অন্যান্য (গৃহ ঋণ)	সর্বমোট
২০০০					
	বিতরণ	-	-	৫৩২.৭৯	৫৩২.৭৯
	আদায়	-	-	৮৬.৪৫	৮৬.৪৫
২০০১					
	বিতরণ	-	-	৮৪৮.৭৭	৮৪৮.৭৭
	আদায়	-	-	২১৭.৩৭	২১৭.৩৭
৩১ মার্চ ২০০২*					
	বিতরণ	-	-	৬৯৫.৪৮	৬৯৫.৪৮
	আদায়	-	-	২০৫.৩৩	২০৫.৩৩
৩০ জুন ২০০২**					
	বিতরণ	-	-	৯২৭.৩১	৯২৭.৩১
	আদায়	-	-	২৭৩.৭৮	২৭৩.৭৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৭	২৪
	পরিমাণ	১১৩৪	৩৫	১১৬৯

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	-	-	-	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮২৭	১৪৫৮	১৯২৩	২০৭৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৮২৭	১৪৫৮	১৯২৩	২০৭৮

প্রতিষ্ঠান। এ কোম্পানীটির মালিকানায় ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ব্র্যাক, গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং ভারতের হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড-এর অংশীদারিত্ব রয়েছে। ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ডিবিএইচ আর্থিক ভিত্তি স্থিতিশীল ও সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানী corporate employees এবং পেশাজীবীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

২০০২ সালের প্রথম তিন মাসে ডিবিএইচ ৬৯৫.৪৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২০৫.৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

কোম্পানীটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো। কোম্পানীটি কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

কোম্পানীটি প্রদত্ত শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের বিবরণ সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

কোম্পানীর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল)

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল) যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী খাতে লাভজনক প্রকল্পে লীজ অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করা। ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আইএলএফএসএল আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করে। এ কোম্পানীর বর্তমান শেয়ারহোল্ডার হচ্ছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড, শ'ওয়ালেস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মতিউল ইসলাম এন্ড এসোসিয়েটস।

এ কোম্পানী ছোট, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে যন্ত্রপাতি,

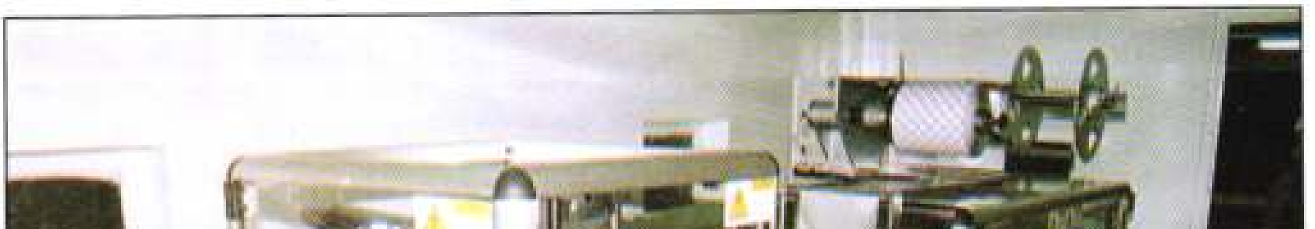

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে গড়ে ওঠেছে একটি ঔষধ শিল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮২.৮	৮২.	৮২.৮	৮২.৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬	৫০	৭৩	৯৭
৪।	আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ সম্পদ)	৬৭৪	১১১০	১১৬২	১৪১৪
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৭	৫১৬	৪৭৪	৪৩২
৮।	মোট আয়	২৩৯	৩৬৬	১১৩	২২৫
৯।	মোট ব্যয়	২০৯	৩২৬	১০১	২০৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮	২২	২২	২৬
	ক) কর্মকর্তা	১০	১৩	১৩	১৭
	খ) কর্মচারী	৮	৯	৯	৯

বৈদ্যুতিক উপকরণ, কম্পিউটার, নৌ-পরিবহন, অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি সকল ধরনের উপকরণ লীজের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করে থাকে। ২০০১ সালে কোম্পানী ফিন্যান্সিয়াল লীজিং-এর পাশাপাশি স্বল্প মেয়াদি ঋণ প্রদান সার্ভিস চালু করেছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০০১ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৮২.৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে কোম্পানীর নীট লীজ সম্পদের পরিমাণ ছিল ১১১০ মিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ নীতিমালা

এ কোম্পানী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি ভিত্তিক শিল্পসহ ঔষধ, সেবা, পাট, বস্ত্র, প্রকৌশল, পরিবহন, প্যাকেজিং, নৌ-পরিবহন ইত্যাদি খাতের উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহে লীজ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। আইএলএফএসএল বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প প্রকল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহে লীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

সফল ব্যবসা পরিচালনা করার দক্ষতা সম্পন্ন উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে সামাজিকভাবে কাম্য, কারিগরী দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক ও বাজার সম্ভাবনাময় পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষতা অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিকীকরণ, সুসামঞ্জস্যকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহে আইএলএফএসএল থেকে লীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	৩৯৭	-	৩৯৭	-	৩৯৭
	আদায়	-	২৩৪	-	২৩৪	-	২৩৪
২০০১	বিতরণ	-	৫০১	-	৫০১	-	৫০১
	আদায়	-	৩৮০	-	৩৮০	-	৩৮০
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	১২৭	-	১২৭	-	১২৭
	আদায়	-	১০১	-	১০১	-	১০১
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	৩০০	-	৩০০	-	৩০০
	আদায়	-	১৯৭	-	১৯৭	-	১৯৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩৮৬	-	৩৮৬
	পরিমাণ	১৮২৪	-	১৮২৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১২৯	-	১২৯
	পরিমাণ	৭৪৭	-	৭৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩২	-	৩২
	পরিমাণ	২০১	-	২০১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৬৪	-	৬৪
	পরিমাণ	৫০০	-	৫০০
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৭	২৪
	পরিমাণ	১১৩৪	৩৫	১১৬৯

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	৬৭৪	১১১০	১১৬২	১৪১৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬৭৪	১১১০	১১৬২	১৪১৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৬৭৪	১১০	১১৬২	১৪১৪

ওমান বাংলাদেশ লীজিং এন্ড ফিন্যান্স লিমিটেড

সাবেক বাহরাইন বাংলাদেশ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ ওমান বাংলাদেশ লীজিং এন্ড লীজিং লিমিটেড (ওবিএলএফ) নামে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৯৩-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মে ১৯৯৬ থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

এ প্রতিষ্ঠানটির রেজিস্টার্ড অফিস ও হেড অফিস চট্টগ্রামে অবস্থিত। ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি শাখা খোলে। ওবিএলএফ মূলতঃ বেসরকারী খাতে লীজ/হায়ার পারচেজ সুবিধা, আমদানি, রপ্তানি, প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে।

বিগত ২০০০ সালে ওমানের কিছু নেতৃস্থানীয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি অত্র কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন খাতে ৬০ মিলিয়ন টাকা যোগান দেয়। এর ফলে এই প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধন ২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৮৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত

প্রতিষ্ঠানের অর্থ সহায়তায় পরিচালিত একটি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	৪৫	৪৯	৫০	৫৫
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৪৫	৪৯	৫০	৫৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯২	১৪০	১৫০	১৬০
৬।	বিনিয়োগ	১৪	১৪	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯১	২৫৩	-	-
৮।	মোট আয়	২৬	৪৩	-	-
৯।	মোট ব্যয়	৩০	৪৩	-	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২০	২১	২২	২২
	ক) কর্মকর্তা	৮	৯	১০	১০
	খ) কর্মচারী	১২	১২	১২	১২
১১।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	২

হয়। উক্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাসকাট ফাইন্যান্স কোম্পানীর নেতৃত্বে উক্ত দেশের দু'টি বৃহত্তম ব্যাংক ওমান ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ও ব্যাংক মাসকাটসহ সে দেশের সম্মানিত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এবং ওমানের সুলতানের বিশেষ উপদেষ্টা ডঃ ওমর জাওয়াবীর স্বনামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ওমানের বৃহত্তম বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয়।

দেশের প্রান্তিক সঞ্চয়কারীদের উৎসাহ ও সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কোম্পানী অত্যন্ত আকর্ষণীয় হারে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক কেবল মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে থাকে।

২০০১ সালে এ কোম্পানী ৪৯ মিলিয়ন টাকা আমানত গ্রহণ করে এবং ৯৯ মিলিয়ন টাকা লীজ সুবিধা, হায়ার পারচেজ, অগ্রিম ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করে।

২০০১ সালে অত্র কোম্পানীর দু'টি শাখায় মোট কর্মচারী ও কর্মকর্তার সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ জনে।

ওমান বাংলাদেশ লীজিং এন্ড ফিন্যান্স লিমিটেড-এর অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২ ও ৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	-	-	-	৭৫	৭৫
আদায়	-	-	-	-	২০	২০
২০০১						
বিতরণ	-	১৯	৭৬	৯৫	৪	৯৯
আদায়	-	১০	১৪	২৪	৬	৩০
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	১০	২২	৩২	-	৩২
আদায়	-	৭	১৫	২২	-	২২
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	১৫	২৫	৪০	-	৪০
আদায়	-	৯	২১	৩০	-	৩০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
২।	শিল্প :	-	২১	২৪	৩০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	২১	২৪	৩০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭০	১০৫	১১২	১১৬
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২২	১৪	১৪	১৪
	সর্বমোট	৯২	১৪০	১৫০	১৬০

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি)

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি) একটি বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটি গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (GOB), কমনওয়েলথ উন্নয়ন সংস্থা (CDC), বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা (IFC), জার্মান বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন সংস্থা (DEG) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আগাখান তহবিল

সারণি-১

স্থিতি পত্র এবং লাভ-লোকসান হিসাব

(মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ	২০০০	২০০১
মূলধন ও দায় সমূহঃ		
অনুমোদিত মূলধন (১০,০০০,০০০ শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা)	১০০০	১০০০
পরিশোধিত মূলধন (৪,৫০০,০০০ শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা	৪৫০	৪৫০
সঞ্চিত তহবিল	১৫৩	২৩৫
দীর্ঘ মেয়াদি দায়	১৪৮০	২১২৫
মোট ঃ	২০৮৩	২৮১০
সম্পদ ও অন্যান্য বিনিয়োগ ঃ		
স্থায়ী সম্পদ	৩	৭
বিনিয়োগ (ঋণ, লীজ, শেয়ার ইত্যাদি)	৩	৭
নীট বর্তমান সম্পদ	১৫৫	৩৫১
মোট ঃ	২০৮৩	২৮১০
লাভ-লোকসানের হিসাব ঃ		
মোট পরিচালনা লব্ধ আয়	৪২২	৫৭০
মোট পরিচালনা লব্ধ ব্যয়	২৭৭	৪২০
অন্যান্য আয় (ব্যয়)	১	৫
কর পূর্ব মুনাফা	১৪৬	১৫৫
কর বাবদ বরাদ্দ	৪৮	২৮
নীট মুনাফা ঃ	৯৮	১২৭

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি	শিল্প ঋণ			সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট	
২০০০	বিতরণ	৩৭৫	১৭৬	৫৫১	৫৯৩	১১৪৪
	আদায়	১৭০	৫৪	২২৪	১১৩	৩৩৭
২০০১	বিতরণ	৪৯০	১৪১	৬৩১	৩৫৯	৯৯০
	আদায়	৩০৪	৮১	৩৮৫	১০৭	৪৯২
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	২০০	৪৫	২৪৫	১৫০	৩৯৫
	আদায়	৯৪	২১	১১৫	৩২	১৪৭
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	৪৫০	৭৫	৫২৫	২৭০	৭৯৫
	আদায়	১৯৩	৪৪	২৩৭	৬৯	৩০৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৩২	-	১৩২
	পরিমাণ	২৭৭৫	-	২৭৭৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	-	৪৯
	পরিমাণ	১৮৫০	-	১৮৫০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৯৬	-	১৯৬
	পরিমাণ	৪৬২৫	-	৪৬২৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
	পরিমাণ	৫৮৫	-	৫৮৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত**	প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	-	৪৫
	পরিমাণ	১২০০	-	১২০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	শিল্প :	১৮৯১	২৯৫৬	৩৩৭৫	৩৫৫৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৮৯১	২৯৫৬	৩৩৭৫	৩৫৫৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
২।	হোটেল ও রেস্তোরা	২৯	২৮	২৮	২৭
৩।	সেবা	৪২৮	৫৩৭	৫৬৯	৬১৫
	মোট	২৩৪৮	৩৫২১	৩৯৭২	৪১৯৬

(AKFED)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন পদ্ধতি

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে আইপিডিসি অর্থায়ন করে থাকে। কোম্পানীটি সাধারণত 'প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং' (Project Financing), লীজ ফাইন্যান্সিং (Lease Financing), ইকুইটি ফাইন্যান্সিং (Equity Financing) প্রেফারেন্স শেয়ার ফাইন্যান্সিং (Preference Share Financing) করে থাকে। উপরোল্লিখিত ফাইন্যান্সিং-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি লাভজনক হতে হবে; যাতে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহের (Cash Flow) সৃষ্টি হয় এবং সকল পরিচালন ব্যয় এবং সকল দায় পরিশোধ সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীগণ সন্তোষজনক লভ্যাংশ পেতে পারে। অন্যান্য সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহ-অর্থায়নেও কোম্পানীটি উৎসাহ দিয়ে থাকে। আইপিডিসি প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ছাড়াও অপরাপর বিনিয়োগকারী/ঋণ দাতাদেরকে ঋণ সিন্ডিকেশন, অবলেখন এবং নিশ্চয়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প তহবিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব মূলধন মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০ হতে ৪০ ভাগ থাকা আবশ্যক এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা দীর্ঘ মেয়াদির ক্ষেত্রে সাধারণত ৫ হতে ১০ বৎসর (সর্বোচ্চ গ্রেস পিরিয়ডসহ) এবং স্বল্প মেয়াদির ক্ষেত্রে সাধারণত ১ হতে ২ বৎসর (সর্বোচ্চ গ্রেস পিরিয়ডসহ) হয়ে থাকে। প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের ক্ষেত্রে আইপিডিসি সরাসরি ঋণ প্রদান বা ইকুইটিতে অংশগ্রহণ বা উভয় পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। আইপিডিসি ২০০১ সালে মোট ৫১টি প্রকল্পের অধীনে ১৮৭৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ (লীজসহ) অনুমোদন করে এবং ১৪১৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

সারণী-১-এ কোম্পানীর স্থিতি পত্র এবং লাভ-লোকসানের হিসাব দেখানো হলো।

স্থিতি পত্র এবং লাভ-লোকসান হিসাব

সারণি-২-এ কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায় দেখানো হলো ঃ

সারণি-৩ এ কোম্পানীর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী দেখানো হলো।

সারণি-৪-এ কোম্পানীর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেখানো হলো।

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (ইউফিল) কোম্পানী ১ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে লীজিং ও ফাইন্যান্সিং ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

নীচের উদ্দেশ্যগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে কোম্পানীর বিনিয়োগকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করাই হচ্ছে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। কোম্পানীর লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। দারিদ্র বিমোচন এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে যন্ত্রপাতি অর্থায়ন করা। বড় শিল্পের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

২। কৃষি খাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদির জন্য অর্থায়ন করা।

৩। পরিবহন শিল্পে বিশেষভাবে আরবান

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২০	১২০	১২০	১২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০	৩৪	৩৪	৩৪
৪।	আমানত	২৬৫	৩০১	৩০১	৩০১
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	২৬৫	৩০১	৩০১	৩০১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৪২	৮২২	৯৮৩	১১১৬
৬।	বিনিয়োগ	১৪	১৮	১৮	২৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯১৫	১০৩৪	১৪৯	১৮৬
৮।	মোট আয়	২৬১	৪১১	১১৭	১৪৬
৯।	মোট ব্যয়	১৮৯	৩২৮	৯৫	১১৮
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৮	৩২	৩৪	৩৪
	ক) কর্মকর্তা	৬	৬	৬	৬
	খ) কর্মচারী	২২	২৬	২৮	২৮
১১।	শাখা (সংখ্যা)	-	১	১	১

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০						
বিতরণ	-	৪১৭.৮৪	-	৪১৭.৮৪	৭.০০	৪২৪.৮৪
আদায়	-	২৫৮.০০	-	২৫৮.০০	-	২৫৮.০০
২০০১						
বিতরণ	-	৪৪২.৫০	-	৪৪২.৫০	১.৫০	৪৪৪.০০
আদায়	-	৪৪৯.৫০	-	৪৪৯.৫০	-	৪৪৯.৫০
৩১ মার্চ ২০০২*						
বিতরণ	-	২১৯.৬১	-	২১৯.৬১	-	২১৯.৬১
আদায়	-	৮৮.০০	-	৮৮.০০	-	৮৮.০০
৩০ জুন ২০০২**						
বিতরণ	-	২৭৪.৫১	-	২৭৪.৫১	-	২৭৪.৫১
আদায়	-	১১০.০০	-	১১০.০০	-	১১০.০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৮২	৪৭০	১২৫২
পরিমাণ	১৭৩৩.০০	২৩.০০	১৭৫৬.০০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩২	২৪	১৫৬
পরিমাণ	৪৪১.২২	১.২৮	৪৪২.৫০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৫৩	৫৪১	১৩৯৪
পরিমাণ	১৯৫০.৮৯	২৫.১১	১৯৭৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩৩	১২	১৪৫
পরিমাণ	২১৯.৫৮	০.৩০	২১৯.৮৮
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬৬	১৫	১৮১
পরিমাণ	২৭৪.৪৮	০.৩৮	২৭৪.৮৬

** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৬৪২.০০	৮২২.০০	৮৯৩.০০	১১১৬.০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬৩৯.০৮	৮১৯.৯৭	৮৯১.৫৩	১১১৪.১৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২.৯২	২.০৩	১.৪৭	১.৮৪
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৬৪২.০০	৮২২.০০	৮৯৩.০০	১১৬.০০

ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য বাস ও আন্তঃ জেলা বাস, ট্রাকের জন্য অর্থায়ন করা।

৪। রোগীদের উন্নত সেবা দেয়ার লক্ষ্যে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ও ডাক্তারদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্থায়ন করা।

৫। দেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রিসার্চ কাজে অর্থায়ন করা।

৬। নির্দিষ্ট আয়ের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী অর্থায়ন করা।

কোম্পানীটি ৩১ আগস্ট ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর তালিকাভুক্ত হয়। ২৫ মার্চ ১৯৯৮ সালে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করে।

বিনিয়োগের খাতসমূহ

ইউফিল বিশেষত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণকে অর্থায়ন করে থাকে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্যও কোম্পানীর বিভিন্ন রকম সেবাসমূহের দরজা সবসময়ই খোলা। কোম্পানীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার অর্থায়ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব বিনিয়োগের খাতসমূহকে প্রসারিত করা। এ লক্ষ্যে প্রথম থেকেই দেশের প্রায় সব খাতে কোম্পানী তার কর্মকান্ডকে ব্যাপৃত করেছে। কোম্পানীর সেবাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। লীজ ফিন্যান্সিং ২। টার্ম ফিন্যান্সিং

৩। মার্চেন্ট ব্যাংকিং

ক) ইনভেস্টরস একাউন্ট খ) প্রি-আইপিও শেয়ার প্লেসমেন্ট গ) ব্রীজ ফিন্যান্সিং ঘ) শেয়ার অবলেখন

ঙ) ইস্যু ব্যবস্থাপনা

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউএলসি)

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এশিয়ান-ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লরি গ্রুপ পিএলসি ইউকে, ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অক্টাভিয়াস স্টীল এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, শ-ওয়ালেস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় ২৭ এপ্রিল ১৯৮৯ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৭০ মিলিয়ন এবং ৪২৫ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিম-এর পরিমাণ ২০০০ সালের ২০৪৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ২৪৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ ২০০২ শেষে ২৬৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কোম্পানীটি ২০০১ সালে ৪১৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে; যার পরিমাণ ২০০০ সালে ছিল ২৮২ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে কোম্পানীতে কর্মরত মোট জনশক্তি ছিল ৩৮ জন। সারণি-১-এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিভিন্ন লীজ অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানী ২০০১ সালে ১৮৮২.৫০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে; যেখানে ২০০০ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৬১৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৯৭.৫০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১১৭৫ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

কোম্পানী শুরু থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত মোট ২৪৫৪টি লীজের আওতায় ৮১২১ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ প্রদান করে। আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

কোম্পানীর অর্থায়নে পরিচালিত একটি টেক্সটাইল মিল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০	৭০	৭০	৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৬৪	৪১১	৪২৫	৪৪৬
৪।	আমানত	-	১০০	১০০	১৫০
	ক) চলতি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	১০০	১০০	১৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০৪৯	২৪৬৩	২৬৬৩	২৮৭৯
৬।	বিনিয়োগ	-	৬৫	৬৫	৬৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৮২	১৫১৮	১৫৮০	১৬২০
৮।	মোট আয়	১০১৪	১১৮৬	৩১৮	৬১৭
৯।	মোট ব্যয়	৮৬৪	১০০১	২৮৪	৫৩৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৮২	৪১৫	১১৩	২৩১
	ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	খ) আমদানি	২৭৮	৪১১	১১৩	২২৫
	গ) রেমিটেন্স	৪	৪	-	৬
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	<u>২৭</u>	<u>৩৭</u>	<u>৩৮</u>	<u>৪০</u>
	ক) কর্মকর্তা	২২	৩২	৩৩	৩৫
	খ) কর্মচারী	৫	৫	৫	৫
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সারণি-২

লীজ/ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি লীজ	শিল্প ঋণ/লীজ/বিডি					অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি লীজ	হায়ার পারচেজ	প্রকল্প/ মেয়াদি অর্থায়ন	চলতি মূলধন (বিডি)	মোট		
২০০০								
বিতরণ	-	১০২১	০	০	৫৯৬	১৬১৭	-	১৬১৭
আদায়	-	৬৮৮	০	০	৪৮৭	১১৭৫	-	১১৭৫
২০০১								
বিতরণ	-	১১৩	১০২	১.৫	৬৬৬	১৮৮২.৫	-	১৮৮২.৫
আদায়	-	৭৯০	১১	০.৫	৬৯৬	১৪৯৭.৫	-	১৪৯৭.৫
৩১ মার্চ ২০০২*								
বিতরণ	-	২৮০	৫৪	২৭	২০৪	৫৬৫	-	৫৬৫
আদায়	-	২০৭	৯	০.২	১৪০	৩৫৬.২	-	৩৫৬.২
৩০ জুন ২০০২**								
বিতরণ	-	৫৮৭	১১৩	৫৭	৪২৯	১১৮৬	-	১১৮৬
আদায়	-	৪৩৫	১৯	০.৪	২৯৪	৭৪৮.৪	-	৭৪৮.৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ				সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকা)
ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	২৩৫৯
	পরিমাণ	-	-	৭৫৫৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২২০	১৮৪	৪০৪
	পরিমাণ	১৪২০	৪৬২	১৮৮২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	২৪৫৪
	পরিমাণ	-	-	৮১২১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	৩৬	৯৫
	পরিমাণ	৩৪৮	২১৬	৫৬৪
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	১২৪	৭৬	২০০
	পরিমাণ	৭৩০	৪৫৩	১১৮৩

* প্রাক্কলিত।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০০১ সালের শেষে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের ২০৪৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪১৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩৮৫ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০২ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৬৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ ছিল ১৪৪০ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি — সারণি-৪ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১২০	১৬২	১৫৭	১৬৯
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১১৬৬	১৩৮৫	১৪৪০	১৫৫৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৩৩	৩৯	৫১	৫৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮৪	৫৪	৬৬	৭১
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০৪	১৩৪	১৩৩	১৪৪
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	১৯৩	২৫৫	৩৯১	৪২৩
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	১৯৩	২৫৫	৩৯১	৪২৩
৭।	অন্যান্য	৩৪৯	৪৩৪	৪২৫	৪৬০
	সর্বমোট	২০৪৯	২৪৬৩	২৬৬৩	২৮৭৯

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড (ইউসিএল)

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড (ইউসিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩-এর আওতায় ১২ আগস্ট ১৯৯৮ সালে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিভুক্ত হয়। কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা ও ৫১ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানীর প্রধান কর্মকাণ্ড

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড প্রধানত নিম্নলিখিত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে ঃ

ক) লীজ ফিন্যান্স ঃ লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে ইউসিএল প্রধানত: শিল্প খাতে মূলধন দ্রব্যাদি যেমন- প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস সামগ্রী, জেনারেটর/বয়লার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সেবা ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

খ) অর্থবাজার কার্যক্রম ঃ কোম্পানী অর্থবাজার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড যেমন সঞ্চয় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মেয়াদি আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে থাকে।

গ) কর্পোরেট ফিন্যান্স ঃ কোম্পানী কর্পোরেট ফাইন্যান্সের অধীনে কর্পোরেট এডভাইজরী, লোন সিন্ডিকেশন, মার্জার এবং একুইজেশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার, প্রাইভেটাইজেশন, এডভাইজরী ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডাররাইটিং ও পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঘ) শেয়ার ট্রেডিং ঃ ইউসিএল-এর সাবসিডিয়ারী কোম্পানী

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়িত ট্যাক্সি ক্যাব প্রকল্প

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১
(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫১	৫১	৫১	৫১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১.৪	১৪	১৬	১৯
৪।	আমানত ঃ ক) তলবি আমানত খ) মেয়াদি আমানত	১০৩ ২৩ ৮০	২২০ ৪৫ ১৭৫	২৪৯ ১৫ ২৩৪	৩০৮ ২৫ ২৮৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬	১৩	১৩	১৪
৬।	লীজ সম্পদ	১৩৪	২৫৪	২৭১	৩২৩
৭।	বিনিয়োগ	১৭	১৯	২২	২২
৮।	মোট পরিসম্পদ	৫	৪	৩	৩
৯।	মোট আয়	৪৩	১০৪	৩৩	৭৫
১০।	মোট ব্যয়	৩৬	৩২	৩১	৭০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক) কর্মকর্তা খ) কর্মচারী	২৪ ১৬ ৮	২৬ ১৯ ৭	২৫ ১৯ ৬	২৬ ১৯ ৭
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	-	-	-	-

লীজ/ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২
(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি লীজ	শিল্প ঋণ/লীজ/বিডি					অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি লীজ	হায়ার পারচেজ	প্রকল্প/ মেয়াদি অর্থায়ন	চলতি মূলধন (বিডি)	মোট		
২০০০								
বিতরণ	-	১১৩	-	১১৩	৩.৫	১১৬.৫		
আদায়	-	১৭	-	১৭	১.২	১৮.২		
২০০১								
বিতরণ	-	১২	-	১৮২	৩.৫	১৮৫.৫		
আদায়	-	৬১	-	৬১	১.৮	৬২.৮		
৩১ মার্চ ২০০২*								
বিতরণ	-	৪০	-	৪০	০.৩	৪০.৩		
আদায়	-	২৩	-	২	০.৮	২৩.৮		
৩০ জুন ২০০২**								
বিতরণ	-	১২০	-	১২০	৪.৮	১২৪.৮		
আদায়	-	৫১	-	৫১	১.৫	৫২.৫		

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৩৮	-	১৩৮
	পরিমাণ	৩৩৭	-	৩৩৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৬৪	-	৬৪
	পরিমাণ	১৮২	-	১৮২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৪৩	-	১৪৩
	পরিমাণ	৩৭৭	-	৩৭৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	৪০	-	৪০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	-	২৩
	পরিমাণ	১২০	-	১২০

** প্রাক্কলিত।*

মেসার্স এসইএস কোম্পানী লিঃ-এর মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং পরিচালনা করে। এছাড়াও কোম্পানী বিদেশী গ্রাহকদের পক্ষে বাংলাদেশের পুঁজি বাজার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেখানো হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৮৬	১৬৭	১৮২	২২২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৮৬	১৬৭	১৮২	২২২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২	৬	৮	১০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩০	৪০	৪১	৪২
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০	২৬	২৫	২৮
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬	১৫	১৫	২১
	সর্বমোট	১৩৪	২৫৪	২৭১	৩২৩

পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর অধীনে ১২ আগস্ট ১৯৯৬ তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ (পিএলএফএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পিএলএফএস আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩-এর অধীনে ২৪ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় এবং একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪২ মিলিয়ন টাকা ।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

১। মূলধন বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন।

২। শিল্প প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৩। কোন কোম্পানীর প্রাথমিক অবস্থা থেকে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪১.৮	৪১.৮	৪১.৮	৪১.৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১.৬	১.৬	২.০	২.৫
৪।	আমানত	<u>০.২</u>	<u>০.১</u>	<u>০.১</u>	<u>১০</u>
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	০.২	০.১	০.১	১০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	০.১	০.০১	০.২৩	৫০
৬।	বিনিয়োগ	৩৬.১	৩৯.৯৭	৪২.০৯	৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২.৮	২.৩৮	২.৩৪	৪
৮।	মোট আয়	৩.৪	৩.১৩	৪.০	৬.৫
৯।	মোট ব্যয়	৪.১	৩.২	৩.৩	৪.৮
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	<u>১৩</u>	<u>৮</u>	<u>১০</u>	<u>১৪</u>
	ক) কর্মকর্তা	৯	৫	৭	১১
	খ) কর্মচারী	৪	৩	৩	৩

কোম্পানীটিকে চলমান করা পর্যন্ত ভবিষ্যত সেতু ঋণ, ফান্ড ম্যানেজার ও সিন্ডিকেট ফিন্যান্সিং ইত্যাদিতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ ঘটানো।

৪। শেয়ার বাজারে লেনদেন, নতুন শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার পাবলিক ইস্যুর অবলেখন, আন্ডার রাইটার ও পোর্টফলিও ম্যানেজার ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ।

৫। কর্পোরেট ফিন্যান্স।

৬। কনজ্যুমার্স ক্রেডিট।

অর্থায়নের খাতসমূহ

১। বৃহৎ ও মাঝারী যন্ত্রপাতি।

২। জলযান।

৩। জেনারেটর ও বয়লার।

৪। এলিভেটর/লিফট।

৫। বরফ কল / এয়ার কন্ডিশনার।

৬। যানবাহন তথা বাস, ট্রাক, গাড়ী ইত্যাদি।

৭। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি।

৮। কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ইত্যাদি।

৯। কম্পিউটার ও সফটওয়্যার।

১০। ভোগ্যপণ্য দ্রব্যাদি।

১১। হাউজিং ফিন্যান্স।

বিনিয়োগ নীতি

পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্প নীতি ১৯৯৯-এর আওতায় শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পিএলএফএস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং সরকার ঘোষিত অগ্রাধিকার খাত ভিত্তিক সকল প্রকার লীজ ও ঋণ প্রস্তাব বিবেচনা করে থাকে।

পিএলএফএস-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো ঃ

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

মে ১৯৯৭ সালে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আই,ডি,সি,ও,এল) একটি সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১ (এক) লক্ষ টাকা করে দাঁড়ায়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান এ কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ কোম্পানীর বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- বন্দর;
- টেলিযোগাযোগ;
- টোল সড়ক/সেতু;
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প;
- পানি সরবরাহ;
- গ্যাস ও গ্যাস সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

তহবিল উৎস

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতূল্য অর্থ এ কোম্পানীর

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	০.১	০.১	০.১	০.১
২।	পরিশোধিত মূলধন	০.১	০.১	০.১	০.১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	-	-	-	-
৫।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৬।	মোট পরিসম্পদ	৭৪	১১৪	-	-
৭।	মোট আয়	২৫	২৭	-	-
৮।	মোট ব্যয়	২৪	২৬	-	-
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১	১১	১১	১১
	ক) কর্মকর্তা	৭	৭	৭	৭
	খ) কর্মচারী	৪	৪	৪	৪

তহবিলের মূল উৎস। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাও এ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ যোগানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে।

কার্যক্রম

কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে মেঘনা ঘাট ৪৫০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্যোক্তা এ,ই,এস, ট্রান্সপাওয়ার লিঃ কে সর্বমোট ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্প ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত ঋণের মধ্যে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সিনিয়র লোন এবং বাকী ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাবোর্ডিনেটেড লোন। ইতোমধ্যে প্রকল্পের অনুকূলে ৪৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে এবং আগামী এপ্রিল ২০০৩-এর মধ্যে বরাদ্দকৃত ঋণের বাকী অর্থ প্রদান সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও আরো কিছু প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংক সম্প্রতি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আইডিসিওএল)- কে বাংলাদেশে সোলার হোম সিস্টেম প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বাস্ত বায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনোনীত করেছে। 'মাল্টিপল অফ-গ্রীড ইলেক্ট্রিফিকেশন ইনিশিয়েটিভস্ প্রকল্প' নামক এ প্রকল্পের অধীনে দেশের এনজিও/ব্যাংক/লীজিং/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আবাসিক সৌর বিদ্যুৎ পদ্ধতি সম্প্রসারিত করা হবে।

১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী (আই,ডি,সি,ও,এল) "Project Finance" বিষয়ে সর্বমোট চারটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে । ২০০১-২০০২ সালেও অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে; যার একটি মার্চ ২০০২-এ শুরু হয়েছে। এছাড়া ২০০১-২০০২ সালে "Financial Modeling" বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত কোর্সসমূহে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী (আই,ডি,সি,ও,এল)-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্টস লিমিটেড

কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ১৮ আগস্ট ১৯৯৮ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। জুন ১৯৯৯ থেকে এ কোম্পানী কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৩৫ মিলিয়ন টাকা।

বাড়ী নির্মাণ, বাড়ী বা এপার্টমেন্ট ক্রয়, বাড়ী সংস্কার বা নির্মিত বাড়ীর সম্প্রসারণ ও হাউজিং প্লট ক্রয়ের জন্য কোম্পানী অর্থসংস্থান করে থাকে। এছাড়া কোম্পানী

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	৩০০	৩৩৫	৪০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	৯.৯৫	১৫.৮৯	১৬.২৮	১৭.০০
	ক) তলবি আমানত	২.৪৫	৫.৮৯	৬.২৮	৭.০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৭.৫০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪০২.৬৯	৭১০.০৭	৭৬৯.৫৭	৮৫৯.৫৭
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬.৫৪	১৬.১১	১৬.৪৩	১৭.০০
৮।	মোট আয়	৪৭.৬০	১০২.১৫	৩১.৮৩	৭০.০০
৯।	মোট ব্যয়	১৩.১২	৫৭.৭৪	১৭.০৮	৩৫.০০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯	৩০	৩০	৩৯
	ক) কর্মকর্তা	৩	৩	৩	৩
	খ) কর্মচারী	১৬	২৭	২৭	৩৬
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	১	১	১

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২
(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট	(হাউজিং ফাইন্যান্স)	
২০০০	বিতরণ	-	-	-	-	৩৪৫.৪৬	৩৪৫.৪৬
	আদায়	-	-	-	-	১২.৫৯	১২.৫৯
২০০১	বিতরণ	--	-	-	-	৩৯৯.১২	৩৯৯.১২
	আদায়	-	-	-	-	৯০.৮৮	৯০.৮৮
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	-	-	-	৭৯.৪৮	৭৯.৪৮
	আদায়	-	-	-	-	১৯.৮৯	১৯.৯৮
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	-	-	-	১২০.০০	১২০.০০
	আদায়	-	-	-	-	৩০.০০	৩০.০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

প্রকল্প বন্ধকী ঋণও প্রদান করে ।

ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স বর্তমানে একক গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করে। ২০০১ সালে ৩৯৯.১২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯০.৮৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো ।

ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি ২ এ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৩
(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	-	-	-	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪০২.৬৯	৭১০.০৭	৭৬৯.৫৭	৮৫৯.৫৭
	সর্বমোট	৪০২.৬৯	৭১০.০৭	৭৬৯.৫৭	৮৫৯.৫৭

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। এটি মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স এন্ড সার্ভিসেস (মাইডাস)-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। মাইডাস একটি বেসরকারী সংস্থা, যা ১৯৮২ সাল হতে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়তা দিয়ে আসছে। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে বেসরকারী খাতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প/ব্যবসা প্রসারের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্তির পর মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড অন্যান্য উৎস থেকে ঋণযোগ্য তহবিল সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে আরো বেশী ঋণ দান করতে সক্ষম হয়। দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে মাইডাস ১৯৯৩ সালে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (মিডি) নামে একটি অভিনব ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে সহজ শর্তে

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় তৈরি করছে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৫.৪০	৫৫.৪০	৫৫.৪০	৫৫.৪০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১.২৩	১.০৩	০.৩০	০.৩৫
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৫.০০	৭০.৯৫	১২৮.৪০	১৫৬.৯৯
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭২.৫৯	৯১.৪০	৬০	৬০
৮।	মোট আয়	১১.৭৬	১৮.০৯	১৫.২২	২০.২৩
৯।	মোট ব্যয়	৮.৮৬	১৪.৬১	১১.৯৮	১৫.৯৭
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬২	৮৩	৮৪	৮৪
	ক) কর্মকর্তা	৩৫	৫১	৫০	৫০
	খ) কর্মচারী	২৭	৩২	৩৪	৩৪
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৩	৩	৩	৩

তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড এ কর্মসূচীকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করছে।

৩১ মার্চ ২০০২ শেষে মাইডাসের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫০ মিলিয়ন টাকা ও ৫৫.৪০ মিলিয়ন টাকায়। মাইডাস ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি শাখার মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ				অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	লীজ	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	৫৪.৭১	৬.০৮	-	৬০.৭৯	-	৬০.৭৯
	আদায়	-	৩.০৮	৩.৪২	-	৬.৫০	-	৬.৫০
২০০১	বিতরণ	-	৫৮.৪১	৬.৪৯	-	৬৪.৯০	-	৬৪.৯০
	আদায়	-	১৭.১৯	১.৯১	-	১৯.১০	-	১৯.১০
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	৫৩.৬৪	৫.৯৬	২৯.৮৭	৮৯.৪৭	২.৮৭	৯২.৩৪
	আদায়	-	৫০.৫১	৫.৬১	২.২৯	৫৮.৪১	০.২৭	৫৮.৬৮
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	৭১.৫২	৭.৯৫	৩৯.৮৩	১১৯.৩০	৪.১০	১২৩.৪০
	আদায়	-	৬৭.৩৫	৭.৪৮	৩.০৫	৭৭.৮৮	০.৪১	৭৮.২৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩
(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	৫৫৮	৫৫৮
	পরিমাণ	-	১৮০.৮৭	১৮০.৮৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩০৫	৩০৫
	পরিমাণ	-	৮৬.৭৮	৮৬.৭৮
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	৬২৭	৬২৭
	পরিমাণ	-	২১৩.৪৬	২১৩.৪৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	৬৯	৬৯
	পরিমাণ	-	৩২.৫৯	৩২.৫৯
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৩৮	১৩৮
	পরিমাণ	-	৬৫.১৮	৬৫.১৮

** প্রাক্কলিত।* ** প্রাক্কলিত।*

শুরু থেকেই দেশের মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। মাইডাস নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূলধারায় এনে ক্ষমতায়নের জন্য 'মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন' কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মাইডাস মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা/ঋণ প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ পরামর্শ, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সহায়তা প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাইডাস এ পর্যন্ত ৪৩৫ জন মহিলা উদ্যোক্তাকে ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত যে সব মহিলা উদ্যোক্তার নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র নেই তাদের পণ্য বিপণন ও বিক্রয়ের জন্য মাইডাস নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আকর্ষণীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দিয়ে থাকে।

মাইডাস কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী

দেশে ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাঝারী শিল্প ও ব্যবসা প্রসারে মাইডাস প্রদত্ত বিভিন্নমুখী সহায়তার মধ্যে রয়েছে-

১। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প ঋণ এবং চলতি মূলধন ঋণ প্রদান;

২। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য লীজ ফাইন্যান্সিং;

৩। গৃহস্থালী সামগ্রী ক্রয়ের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ সুবিধা;

৪। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য 'বাণিজ্য মেলা' আয়োজন;

৫। মহিলা উদ্যোক্তাদের তৈরী পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের সুবিধার্থে বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;

৬। আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান;

৭। নতুন ব্যবসা স্থাপন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবস্থাপনা ও পন্য বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন এবং

৮। দেশীয় শিল্পে উন্নততর প্রযুক্তি হস্তান্তর।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়, ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ ও ৪-এ দেখানো হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
২।	শিল্প :	২৫	৪৬.৬৩	৬২.৫০	৬৯.১২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৫	৪৬.৬৩	৬২.৫০	৬৯.১২
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	২৪.৩২	৩৬.৭০	৪৮.৯৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
	ক) সিসিএস	-	-	১.৭০	২.২৭
	খ) লীজ	-	-	২৭.৫০	৩৬.৬৭
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৫	৭০.৯৫	১২৮.৪০	১৫৬.৯৯

ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এফএলআইএল)

লীজ ফাইন্যান্স ব্যবসা পরিচালনাকল্পে ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এফএলআইএল) প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী আইনের আওতায় ২৮ জুন ১৯৯৩ তারিখে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্তিকল্পে ২৮ জুলাই ১৯৯৬ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সূচনালগ্ন থেকেই কোম্পানী লীজ ফাইন্যান্সিং ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্ত পূরণকল্পে কোম্পানীর পরিশোধিত

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	৫০	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ সম্পদ)*	২৫৪.০০	৩০২.২৩	২৮৪.৯৭	২৯২.৮২
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৮৯.১১	৩৩৭.৭১	৩৩২.৮৫	৩৪০.৪৬
৮।	মোট আয়	১৫৭.২৬	১৫৯.৩৩	৪৬.৭৯	৯৫.৮৬
৯।	মোট ব্যয়	১৫৩.৫২	১৫৯.১৩	৪৬.৫৩	৯৩.৮৭
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৩	২৩	২৩	২৫
	ক) কর্মকর্তা	১৩	১৩	১৩	১৪
	খ) কর্মচারী	১০	১০	১০	১১
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	-	-	-

** লীজ সম্পদসহ।*

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	১৯৩.১৯	-	১৯৩.১৯	-	১৯৩.১৯
	আদায়	-	১৫৭.২৬	-	১৫৭.২৬	-	১৫৭.২৬
২০০১	বিতরণ	-	১৬২.৬১	-	১৬২.৬১	-	১৬২.৬১
	আদায়	-	১৫৯.৩৩	-	১৫৯.৩৩	-	১৫৯.৩৩
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	-	১৩.৯৪	-	১৩.৯৪	-	১৩.৯৪
	আদায়	-	-	-	-	-	-
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	৮০.০০	-	৮০.০০	-	৮০.০০
	আদায়	-	৬২.২০	-	৬২.২০	-	৬২.২০

** সাময়িক । ** প্রাক্কলিত ।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৫৫	৭	২৬২
	পরিমাণ	৮১০.৭৭	৪.৮৪	৮১৫.৬১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩১	৪	৩৫
	পরিমাণ	১৫৮.৭৭	৩.৮৪	১৬২.৬১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৫৭	৯	২৬৬
	পরিমাণ	৮২৩.৭১	৫.৮৪	৮২৯.৫৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
	পরিমাণ	১২.৯৪	১.০০	১৩.৯৪
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১০	৫	১৫
	পরিমাণ	৭০.০০	১০.০০	৮০.০০

** প্রাক্কলিত ।*

মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীতকরণের অংশ হিসেবে কোম্পানীর মালিকানা কাঠামোতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারী অন্তর্ভুক্ত করে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে বৈদেশিক শেয়ার মালিকের অংশ প্রায় ২০% । পরিশোধিত মূলধন হিসেবে অবশিষ্ট ৫০ মিলিয়ন টাকা আইপিও-এর মাধ্যমে বিক্রয়যোগ্য বিধায় এতদসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করতঃ ৩০ জুন ২০০২-এর মধ্যে জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা ।

অর্থায়ন নীতিমালা ও পদ্ধতি

শিল্পে লীজ প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সংগে সংগতি রেখেই নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে লীজ প্রক্রিয়ায়

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণি-৪
(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
২।	শিল্প :	২৫৪.০০	৩০২.২৩	২৮৪.৯৭	২৯২.৮২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৫৪.০০	২৯৮.৩৯	২৮৩.৯৭	২৮২.৮২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	০	৩.৮৪	১.০০	১০.০০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৫৪.০০	৩০২.২৩	২৮৪.৯৭	২৯২.৮২

এফএলআইএল অর্থায়ন করে থাকে। এ অর্থায়ন ব্যবস্থায় শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। পাশাপাশি অর্থায়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারণকল্পে এফএলআইএল লীজ পদ্ধতিতে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্য পদ্ধতি আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (যথা-কম্পিউটার,ফ্যাক্স মেশিন ও ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি) সংগ্রহে অর্থায়ন করে থাকে। এছাড়াও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা নির্বাহীদের ব্যবহারের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান লীজ পদ্ধতিতে গাড়ী ক্রয়ে অর্থায়ন করে থাকে। ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড সম্প্রতি গৃহনির্মাণ এবং নির্মিতব্য ইমারত ও সম্পৃক্ত জমি বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণ প্রদান করছে। এফএলআইএল কর্তৃক অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লীজ গ্রহীতার লীজ পেমেন্ট করার আর্থিক সংগতির উপর জোর দিয়ে থাকে। লীজ অর্থায়নের মেয়াদ সাধারণতঃ ২ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান লীজের মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পত্তিতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এর শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ যোগান দিয়ে থাকে; যা মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য।

এফএলআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বিএফআইসি)

বাংলাদেশ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বিএফআইসি) ১৯ মে ১৯৯৯ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ৩০ মার্চ ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

ক) দেশের পুজি বাজারের উন্নয়নে বিভিন্ন শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা।

খ) দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে যন্ত্রপাতি লীজ দেয়া।

গ) দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যানবাহনে অর্থায়ন।

বিনিয়োগ নীতি

বিএফআইসি বর্তমানে নিম্নলিখিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকে ঃ

১। ভারী ও হালকা যন্ত্রপাতি

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	০.১২	০.১২	০.২৫
৪।	আমানত	-	০.৫০	৩৪.৬০	৪০.০০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	০.৫০	৩৪.৬০	৪০.০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০	১১৩.৪০	২০৭.২৭	২২৭.২৬
৬।	বিনিয়োগ	-	৫.১৯	৫.১৯	৬.০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৩	৯৮.৩৮	১২৪.২৮	১৩০.০০
৮।	মোট আয়	১০	২২.৯৮	১১.৮৭	২৪.০০
৯।	মোট ব্যয়	১১	২১.৪৮	১০.৭২	২১.০০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৯	১৭	১৬	২১
	ক) কর্মকর্তা	৫	১১	১১	১৪
	খ) কর্মচারী	৪	৬	৫	৭

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০	বিতরণ	-	-	-	২৩.৯৪	২৩.৯৪
	আদায়	-	-	-	৩.৯৪	৩.৯৪
২০০১	বিতরণ	১৮.৮০	-	১৮.৮০	৬৯.৬৩	৮৮.৪৩
	আদায়	২.৩৫	-	২.৩৫	১৮.৯৬	২১.৩১
৩১ মার্চ ২০০২*	বিতরণ	১০.৫০	-	১০.৫০	২.৪৪	১২.৯৪
	আদায়	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫
৩০ জুন ২০০২**	বিতরণ	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	-	৩৩
	পরিমাণ	১১৩	-	১১৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	-	২৩
	পরিমাণ	৯৪	-	৯৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	-	৩৬
	পরিমাণ	১২১	-	১২১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৩-	-	৩
	পরিমাণ	৮	-	৮
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪২	-	৪২
	পরিমাণ	২০	-	২০

* প্রাক্কলিত।

২। গৃহ ঋণ
৩। যানবাহন
৪। কম্পিউটার
৫। আবাসন ঋণ
৬। ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
৭। ব্যবসা ঋণ
৮। মেয়াদি ঋণ
৯। কার্য মূলধন যোগান (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফিন্যান্স)
১০। মূলধন বিনিয়োগ
১১। মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা
১২। ফান্ড ম্যানেজমেন্ট
১৩। ইস্যু এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট
১৪। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ।

আর্থিক সহায়তা পদ্ধতি

বিএফআইসি লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে ৬০% হতে ৭০% অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি বিএফআইসি-এর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ মূল্য হিসেবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০	২০০১	৩১ মার্চ ২০০২ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প ঃ	-	২৭.৮০	৩৮.৩০	৪৫.০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	২৭.৮০	৩৮.৩০	৪৫.০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	১.৮০	১.৮০	৪.০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২০	৮৩.৮০	১৬৭.১৬	১৭৮.২৬
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২০	১১৩.৪০	২০৭.২৬	২২৭.২৬

লীজ গ্রহীতাকে স্থানান্তর করা হয়।

আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয় ঃ

লীজের সময় ঃ লীজকৃত সম্পত্তি বিবেচনাপূর্বক সাধারনত ২ বছর থেকে ৪ বছর মেয়াদি লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

লীজের কিস্তি ঃ সম্পত্তির অধিগ্রহণ মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণত মাসিক (অগ্রিম) ভিত্তিতে প্রদেয়।

জামানত ঃ নিম্মলিখিত জামানতের উপর ভিত্তি করে বিএফআইসি লীজ সুবিধা প্রদান করে থাকে ঃ

১। ব্যাংক গ্যারান্টি/ইন্সুরেন্স গ্যারান্টি।

২। নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন সঞ্চয়পত্র এবং এফডিআর ইত্যাদি।

৩। লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র।

৪। স্থাবর সম্পত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত।

৫। অন্যান্য জামানত যা বিএফআইসি-এর নিকট গ্রহণযোগ্য।

মেয়াদি আমানত

বি এফ আই সি জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদি আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ প্রদান করে থাকে।

বি এফ আই সি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বিএফআইসি-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২ ,৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২৩ জুন ১৯৬২ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে এর পুনঃনামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেডিং-এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং এর কার্যক্রম নিজস্ব রুলস, বাই লজ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ্যাক্ট-১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়। ১০ আগস্ট ১৯৯৮ হতে এর ট্রেডিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

২০০১-২০০২ (মার্চ পর্যন্ত) অর্থ বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

১। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও এর সদস্য ফার্মসমূহের যৌথ উদ্যোগে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "ইনভেস্টরস্ এ্যাওয়ারনেন্স প্রোগ্রাম" নামে কর্মশালা চালু করা হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে ডিএসই'র কার্যক্রম মূল্য সূচক ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী সিস্টেম-এর বিভিন্ন দিক নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) কর্তৃক প্রবর্তিত "ভারীত গড় পদ্ধতি" (Weighted Average Method)-এ ডিএসই ২৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে "ভারীত গড় মূল্য সূচক" (Weighted Average Price Index) নামে একটি নতুন শেয়ার মূল্য সূচক চালু করেছে। 'জেড' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহের শেয়ারের মূল্যের পরিবর্তন এ সূচক তৈরীতে বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে নির্ণীত ডিএসই'র ভিত্তি সূচক হচ্ছে ৮১৭.৬২ পয়েন্টস। উক্ত ভারীত গড় সূচক সারা দিনে লেনদেনকৃত কোম্পানীসমূহের শেয়ার মূল্যের পরিবর্তনের পাশাপাশি লেনদেনকৃত শেয়ার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরী।

৩। এসইসি-এর তালিকাভুক্ত নয় এমন এবং তালিকাচ্যুত কোম্পানীসমূহের লেনদেন ওভার দ্যা কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেটে চালু করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে 'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ওভার দ্যা কাউন্টার) রুলস্ ২০০১' নামে একটি খসড়া আইন স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে প্রেরণ করেছে। ওটিসি মার্কেট চালু করার ব্যাপারে ডিএসই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

৪। ডিএসই তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কোম্পানীসমূহের জন্য ডাইরেক্ট লিস্টিং-এর সুবিধা প্রদান করেছে। যে সকল কোম্পানী কোন স্টক এক্সচেঞ্জেই তালিকাভুক্ত হয়নি অথচ তার পরিশোধিত মূলধন হচ্ছে ন্যূনতম ৩০ মিলিয়ন টাকা, কোন প্রকার পুঞ্জিভূত লোকসান নেই, বিগত তিন বছরের উৎপাদনের মধ্যে দু'বছরের মুনাফার রেকর্ড আছে এবং নিয়মিতভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা করে আসছে, এ ধরনের কোম্পানীসমূহকে ডাইরেক্ট লিস্টিং রেগুলেশন্স-এর অধীনে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জনকারী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ১৫ শতাংশ বিশিষ্ট কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারের লেনদেন শুরু হয়েছে। ৫ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে বিচ হ্যাচারী লিঃ নামে ১৫ শতাংশ বিশিষ্ট প্রেফারেন্স শেয়ারের কোম্পানীটি ডিএসই-তে তালিকাভুক্ত হয় এবং ৭ জানুয়ারি ২০০২

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২ (মার্চ ২০০২ পর্যন্ত)
১।	তালিকাভুক্ত ইস্যু সংখ্যা ঃ	২৪৪	২৫৪
২।	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সকল পরিশোধিত মূলধন ঃ		
	ক) টাকায় (মিলিয়ন)	৩২২৫৪	৩৪৩০২
	খ) মার্কিন ডলারে (মিলিয়ন)	৫৬৫	৫৯১
৩।	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ঃ		
	ক) টাকায় (মিলিয়ন)	৭২২৬০	৬৪৮০৩
	খ) মার্কিন ডলারে (মিলিয়ন)	১২৬৮	১১১৭
৪।	শেয়ার মূল্য সূচক ঃ		
	ক) সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক	৭১৬	৭৯৫
	খ) ভারীত গড় শেয়ার মূল্য সূচক	-	৮১৮.৮২
৫।	মোট টার্ণওভার ঃ		
	ক) সংখ্যা (মিলিয়ন)	১০৮৮	৯৮৭
	খ) মূল্য- টাকায় (মিলিয়ন)	৪৯০৯৪	২৮৫০৮
	গ) মূল্য- মার্কিন ডলারে (মিলিয়ন)	৮৬১	৪৯২
৬।	দৈনিক গড় টার্ণওবার ঃ		
	ক) সংখ্যা (মিলিয়ন)	৪.১৪	৪.৫৩
	খ) মূল্য- টাকায় (মিলিয়ন)	১৪৭	১৩০.৭৭
	গ) মূল্য- মার্কিন ডলারে (মিলিয়ন)	৩.২৮	২.২৫
৭।	নতুন পাবলিক ইস্যু ঃ		
	ক) ইস্যুর সংখ্যা	১০	৮
	খ) পরিমাণ- টাকায় (মিলিয়ন)	৫০৪	৫০৬
	গ) পরিমাণ- মার্কিন ডলারে (মিলিয়ন)	৮.৮৪	৮.৭২

থেকে এর লেনদেন শুরু করে।

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা

মার্চ ২০০২ সাল শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড ও ৯টি ডিবেঞ্চারসহ সর্বমোট ২৫৪টিতে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যে বেক্সিমকো ইনফিউশন লিঃ-এর ডিবেঞ্চারটি সম্পূর্ণভাবে রিডিমশন হয়েছে। ২০০০-২০০১ সালে ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড ও ১০টি ডিবেঞ্চারসহ তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২৪৪টি।

সিকিউরিটিজসমূহের লেনদেন (টার্ণওভার)

২০০১-২০০২ সালে (মার্চ পর্যন্ত) মোট ৯৮৭ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয়; যার মোট মূল্য ২৮৫০৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০০-২০০১ সালে ১০৮৮ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয়, যার মোট মূল্য ছিল ৪৯০৯৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে লেনদেন বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংখ্যার ক্ষেত্রে ১৯% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ২৩% হ্রাস পেয়েছে।

দৈনিক গড় লেনদেন (টার্ণওভার)

২০০১-২০০২ সালে (মার্চ পর্যন্ত) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ৪.৫৩ মিলিয়ন এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ১৩০.৭৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০-২০০১ সালে যার পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ৪.১৪ মিলিয়ন এবং মূল্যে ১৪৭ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-২

টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বছর/মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)
১৯৯৯	২৫৭	৩৮৯৬৫	১৫২
২০০০	২৭৭	৪০৩৬৫	১৪৬
২০০১	২৬৭	৩৯৮৬৯	১৪৯
২০০২*			
জানুয়ারি	২৭	২৭৯৪	১০৩
ফেব্রুয়ারি	২১	১৯০০	৯০
মার্চ	২৪	৩৬৩৪	১৫১
২০০২**			
এপ্রিল	২৪	২৭৮৪	১১৬
মে	২৪	২৭৮৪	১১৬
জুন	২৫	২৯০০	১১৬
মোট (জানু.-জুন ২০০২ পর্যন্ত)	১৪৫	১৬৭৯৬	১১৬

সিকিউরিটিজসমূহের বাজার মূলধন

(মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন)

২০০১-২০০২ সালের মার্চ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪৮০৩ মিলিয়ন টাকায়; যা ২০০০-২০০১ সালের একই সময়ের ৭২২৬০ মিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১০.৩২ ভাগ কম।

শেয়ার মূল্য সূচক

এসইসি কর্তৃক প্রবর্তিত 'ভারীত গড় পদ্ধতি' (Weighted Average Method) তে 'এ' ও 'বি' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহের সমন্বয়ে ২৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে ডিএসই 'ভারীত গড় শেয়ার মূল্য সূচক' (Weighted Average Price Index) নামে একটি নতুন সূচক চালু করে যার ভিত্তি সূচক হচ্ছে ৮১৭.৬২ পয়েন্টস্। একই সাথে এ পদ্ধতিতে ভিত্তি সূচক ৮১৭.৬২ পয়েন্টস্ ধরে পূর্ব নিয়মানুসারে সাধারণ সূচক (General Price Index) পরিগণনা করা হচ্ছে। ভারীত গড় সূচক শুধু কোন একটি নির্দিষ্ট দিনের লেনদেনকৃত শেয়ার ও মূল্যের তারতম্যের পরিবর্তনের ভিত্তিতে পরিগণনা করা হয়, অপরদিকে সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক মূল্যের তারতম্যের পরিবর্তনের সাথে নির্দিষ্ট কোম্পানীর সম্পূর্ণ শেয়ারের হিসাবই সূচক পরিগণনায় গণ্য করা হয়। উভয় সূচক তৈরীতে 'জেড' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহকে বাদ দেয়া হয়েছে। জুন ২০০০-২০০১ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক ছিল ৭১৬ পয়েন্টস্। অপরদিকে মার্চ ২০০২ শেষে সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক হচ্ছে ৭৯৫ পয়েন্টস্ এবং ভারীত গড় শেয়ার মূল্য সূচক হচ্ছে ৮১৮.৮২ পয়েন্টস্।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সারণি-১-এ দেয়া হলো ।

বিগত কয়েক বছরের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ১০ অক্টোবর ২০০১ তারিখে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করে। সূচনালগ্নে সিএসই-এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০টি (২৩টি কোম্পানী ও ৭টি মিউচুয়াল ফান্ড) যা ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে ১৮২টিতে (১৬৮টি কোম্পানী, ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড ও ৪টি ডিবেঞ্চার) উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের মূলধনের পরিশোধিত মূল্য ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে ২৯৯১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সিএসই'র সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৩১ মার্চ ২০০২ শেষে ৫৬৫১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) কর্তৃক প্রবর্তিত 'ভারীত গড় পদ্ধতি' (Weighted Average Method) তে 'এ' ও 'বি' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহের

সারণি-১

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা, পরিশোধিত মূলধন, বাজার মূলধন এবং মূল্যসূচক

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	৩১ ডিসেম্বর ২০০০	৩১ ডিসেম্বর ২০০১	৩১ মার্চ ২০০২
১।	মোট তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ঃ	১৬৫	১৭৭	১৮২
	ক) কোম্পানী	১৫১	১৬৩	১৬৮
	খ) মিউচুয়াল ফান্ড	১০	১০	১০
	গ) ডিবেঞ্চার	৪	৪	৪
২।	তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন টাকা) ঃ	২৭৫৭৬	২৯৫০৫	৩০৩৫৩
	ক) কোম্পানী (মিলিয়ন টাকা)	২৭০৭১	২৯০৪৪	২৯৯১৭
	খ) মিউচুয়াল ফান্ড (মিলিয়ন টাকা)	২৯৫	২৯৫	২৯৫
	গ) ডিবেঞ্চার (মিলিয়ন টাকা)	২১০১৬৬	১৪১	
৩।	তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন ঃ (মিলিয়ন টাকা)	৫৫৫৫৭	৫৬৩২৩	৫৬৫১৫
	ক) কোম্পানী (মিলিয়ন টাকা)	৫৪৯১১	৫৫৬৭৩	৫৫৮৫৩
	খ) মিউচুয়াল ফান্ড (মিলিয়ন টাকা)	৪৩৯	৪৯২	৫০৪
	গ) ডিবেঞ্চার (মিলিয়ন টাকা)	২০৭	১৫৮	১৫৮
৪।	শেয়ার মূল্য সূচক ঃ			
	ক) সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক	১৪১২.২৫	-	-
	খ) ট্রেড ভলিউম ওয়েটেড ইনডেক্স	-	১৮৩৬.৮৭	১৮৩৮.০১

সারণি-২

টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান			
মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)
২০০১			
অক্টোবর	২৬	৩২০৯	১২৩
নভেম্বর	২৪	৯৬২	৪০
ডিসেম্বর	২০	৭০৩	৩৫
২০০২			
জানুয়ারি	২৭	১০৩০	৩৮
ফেব্রুয়ারি	২১	৮৭০	৪১
মার্চ	২৪	১৫৬৪	৬৫

সমন্বয়ে ২৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে সিএসই 'ট্রেড ভলিউম ওয়েটেড ইনডেক্স' (Trade Volume Weighted Index) নামে একটি নতুন সূচক চালু করে; যার ভিত্তি সূচক হচ্ছে ১৮৩৬.৭৩ পয়েন্টস্। এ পদ্ধতিতে নির্ণীত সূচকে 'জেড' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহকে বাদ দেয়া হয়েছে। মার্চ ২০০২ শেষে নতুন পদ্ধতিতে নির্ণীত 'ট্রেড ভলিউম ওয়েটেড ইনডেক্স' ১৮৩৮.০১ পয়েন্টস্-এ দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১ জানুয়ারি, ২০০০ থেকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ১০০০ কে ভিত্তি ধরে নতুন সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক চালু করা হয়েছিল।

৩১ মার্চ ২০০২ সাল পর্যন্ত গত দু'বছরে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকগুলো সারণি-১-এ দেয়া হলো।

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা, পরিশোধিত মূলধন, বাজার মূলধন এবং মূল্যসূচক

অক্টোবর ২০০১ থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।